উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৬,৭৩৪.৮৯ (+১৫৭৭.৬৩)
নিফটি : ২৩,৩২৮.৫৫ (+৫০০.০০)

**আবার বিতর্কে এলাহাবাদ হাইকোর্ট**
এলাহাবাদ হাইকোর্ট এক ধর্ষণের মামলায় রায় দেওয়ার সময় মন্তব্য করে, নিজের দোষেই বিপদে পড়তে হয়েছে নির্যাতিতাকে। সেই মন্তব্যে মঙ্গলবার উচ্চ আদালতকে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ›› ৭

**সুতো আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা**
ভারত থেকে সুতো আমদানিতে রাশ টানল বাংলাদেশ। বেনাপোল, ভোমরা, সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারি সহ সবক'টি স্থলবন্দর দিয়ে এখন থেকে সুতো আমদানি স্থগিত থাকবে। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ৩৪° | সর্বনিম্ন ২২° | সর্বোচ্চ ৩৪° | সর্বনিম্ন ২২° | সর্বোচ্চ ৩৫° | সর্বনিম্ন ২২° | সর্বোচ্চ ৩৫° | সর্বনিম্ন ২১° |

হেথা থেকে যাও 'পুরাতন' ›› ৮

২ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 16 April 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 326

# এঁকেবেঁকে ১৩ বার সীমান্ত পার সানিয়াজানের

**নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সানিয়াজানও বোধহয় বিভ্রান্ত হবে। কারণ নদীটি একবার-দু'বার নয়, মোট ১৩ বার অতিক্রম করেছে আন্তর্জাতিক সীমানা। নালা থেকে উৎপত্তি হওয়া নদীটির এভাবে বিদেশ-বিভুঁই ঘুরে আসা মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়! এমন নজির ভূ-ভারতে আর আছে কি না, তাও কিন্তু অজানা।**

নদী তোমার বাড়ি কোথায়

দীপেন রায়

**মেখলিগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল :** পড়শি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে রোজই প্রশ্ন উঠছে। এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকের মধ্যেই আশঙ্কা। এমনটা হোক, সানিয়াজান কিন্তু মোটেও চায় না। আর তাই মেখলিগঞ্জ সীমান্তে মোট ১৬ কিলোমিটার এলাকায় ১৩ বার সে দুই দেশকে ছুঁয়ে নিজের মতো করে বয়ে চলেছে। বিভেদের মাঝেও এই নদী যেন মহামিলনের বার্তা দিয়ে চলেছে।

মেখলিগঞ্জের পার্শ্ববর্তী ব্লক ময়নাগুড়ির পুঁটিমারির নালা থেকে নদীটির উৎপত্তি। সেখান থেকে ১৩ কিলোমিটার বয়ে মেখলিগঞ্জের বিএস বাড়ি এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। তারপর একবার ভারত আর একবার বাংলাদেশ এভাবে চলে শেষে বাংলাদেশের তিস্তায় মিলিত হয়েছে। এই নদীর এঁকেবেঁকে চলায় সীমান্তের নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনি কুচলিবাড়ি থানা এলাকার বাগডোকরা-ফুলকাডাবরি ও কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ ব্যবস্থাও সমস্যার মুখে পড়েছে। সেখানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। কিন্তু নদীর জন্য বিএস বাড়ি থেকে ১০৯ ব্রহ্মোত্তর বিএসএফ ক্যাম্প পর্যন্ত সিপিডব্লিউডি'র রাস্তায় ১৩টি সেতু তৈরি করতে হয়েছে। সানিয়াজান নদীতে আগে এত সেতু ছিল না। কাঁটাতারের বেড়া তৈরির পর বেশ কিছু বছর আগে সিপিডব্লিউডি এই সেতুগুলি একসঙ্গে তৈরি করে। বিএসএফের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'সীমান্তের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই কাঁটাতারের বেড়া ও সিপিডব্লিউডি'র রাস্তা তৈরি হয়েছে। সেই সময় এই সেতুগুলি তৈরি করা হয়। এই সেতুগুলির জন্য আমাদের বাড়তি জওয়ানের প্রয়োজন হয়।'

কুচলিবাড়ি সীমান্তে সিপিডব্লিউডি রাস্তার ওপর সানিয়াজান নদীর সেতু।

ভোটপট্টি-জোড়পাকরি গ্রামীণ সড়কে প্রথম সেতুটি রয়েছে। তারপর হেলাপাকড়ি ভোটপট্টি রাজ্য সড়কে দ্বিতীয় সেতু। এরপর জোরপাকরি-জালিয়াটারি মোড় গ্রামীণ সড়কে সেতু। তারপরই একেবারে মেখলিগঞ্জের বিএস বাড়ি সংলগ্ন রাজ্য সড়কে সেতু। এরপর কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে যাওয়া রাস্তার পাশ দিয়ে যাত্রা শুরু। সিপিডব্লিউডি রাস্তার কসালডাঙ্গা সেতু সংলগ্ন এলাকা দিয়ে সানিয়াজান বাংলাদেশে ঢুকেছে। এরপর আবার খরখরিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকা দিয়ে ভারতে ঢুকেছে। খরখরিয়ার পর গোলাপাড়া। তারপর ভারতের রাস্তার ওপর কাংড়াতলি, ডাকুরহাট দুটি সেতুর পর বক্সিরটারি হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এভাবে একে একে দরগাবাড়ি বারুণিমেলার মাঠ সংলগ্ন জেলা পরিষদ রাস্তার ওপর ও সংলগ্ন সিপিডব্লিউডি রাস্তার সেতু সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। এরপর কলসি সেতু দিয়ে ভারতে ঢুকেছে। এরপর ভীষ্ম, চেমড়াভিটা, বাজেজমা, বল্টুরবাড়ি সেতু দিয়ে বারবার দুই দেশে ঢুকে-বেরিয়ে শেষে ১০৯ ব্রহ্মোত্তর কুচলিবাড়ি সেতুর পর একেবারেই বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। খানিক দূরে সানিয়াজান নদী তিস্তায় মিশেছে।

সেতুগুলিকে কেন্দ্র করে পাচার, অনুপ্রবেশের মতো নানা সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা মেটাতে বিএসএফ অবশ্য সতর্ক। বাগডোকরা-ফুলকাডাবরির কাংড়াতলি ও ডাকুরঘাটের সেতু দুটির অবস্থা বেহাল হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

# থমথমে ধুলিয়ানে হালখাতা মাটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অর্ণব চক্রবর্তী

**কলকাতা ও ধুলিয়ান, ১৫ এপ্রিল :** পুলিশ যতই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি করুক, নববর্ষ মোটেই ভালো কাটল না ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জে। এটা ঠিকই যে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। খানিকটা হলেও ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদ জেলার এই এলাকাগুলি। তবে পরিবেশ এখনও থমথমে। ধুলিয়ানে ৫০ বছরের মিষ্টির দোকান সঞ্জয় সাহার। কয়েকদিন ধরে বন্ধ। নববর্ষের দিনও খুলতে সাহস পাননি। তাঁর কথায়, 'বিশেষ কিছু মিষ্টি প্রতিবার পয়লা বৈশাখে তৈরি করা হয়। এবার সবকিছু মাটি করে দিল শুক্রবারের ঘটনা। দোকান খুলতে ভয় লাগছে।'

**আরও অনুপ্রবেশের শঙ্কা গোয়েন্দাদের**

শহরের অন্যতম সেরা মিষ্টির দোকান শেখ মুজিবের। হালখাতার জন্য এই দোকানের মিষ্টির চাহিদা প্রতিবার ভালোই থাকে।

অত্যন্ত পরিচিত সেই দোকানটিও হামলা থেকে রেহাই পায়নি। সোমবার পর্যন্ত বন্ধই রেখেছিলেন শেখ মুজিব। নববর্ষের সকালে দোকানের ভাঙাচোরা অংশকে সরিয়ে মিষ্টি সাজানো হয়েছে। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। দোকানটির কর্মচারীর কথায়, হালখাতার জন্য এবার আগে থেকে অনেক অর্ডার ছিল। সব বাতিল করে দিতে হয়েছে। আজ সকালে কিছু অর্ডার এসেছে, তাই দোকান খুললাম।'

পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল থাকলেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না সাধারণ বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত হয়েছে, পরিকল্পনামাফিক মুর্শিদাবাদে হিংসা ছড়ানো হয়েছে

এরপর দশের পাতায়

## প্রার্থনা ও উদযাপন

হে নূতন।। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় (উপরে)। রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। আলিপুরদুয়ারে। মঙ্গলবার। ছবি দুটি তুলেছেন রাজীব মণ্ডল ও আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

# ১৮ চা বাগানে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র

অভিজিৎ ঘোষ

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগানগুলোয় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে কাজ শুরু করেছে শ্রম দপ্তর। শুধু চা বাগানের হাসপাতাল নয়, চা শ্রমিকরা এবার পরিষেবা পাবেন শ্রম দপ্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেও।

জেলায় ১৮টি বাগানে এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। কয়েকটি ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ শেষের দিকে। চলতি বছরে সব স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়ে গেলে বিশেষ করে চা বলয়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেকটাই উন্নত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, '১৮টি চা বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। আরও ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধনের অপেক্ষায়। বাকি কয়েকটার কাজ চলছে।'

শ্রম দপ্তর সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, জেলার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে সবথেকে বেশি সংখ্যক চা বাগানে এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানানো হচ্ছে। ওই ব্লকে ৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে। এছাড়াও কালচিনি ব্লকে ৬টি আর কুমারগ্রাম ব্লকে দুটো বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে। ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে হবে ১টি করে চা বাগানে। একেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরিতে খরচ হচ্ছে প্রায় ১ কোটি টাকা।

রহিমাবাদ, জয় বীরপাড়া এবং তুরতুরি চা বাগানে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে বলে খবর। নিউল্যান্ডস, ঢেকলাপাড়া, রামঝোরা, ডিমডিমা, রায়মাটাং চা বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। তবে চালু হয়নি। অন্যদিকে ধুমচিপাড়া, তাসাটি, নিমতিঝোরা, ভার্নোবাড়ি, ভাতখাওয়া, হান্টাপাড়া চা বাগানে কাজ চলছে। আর সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ও মাঝেরডাবরি চা বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির অনুমোদন মিলেছে সম্প্রতি। তোর্ষা ও লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ক্ষেত্রে এই কাজ আটকে। লঙ্কাপাড়া চা বাগান দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ। আর তোর্ষা চা বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকায় সেখানে নতুন করে করা হচ্ছে না।

শ্রম দপ্তরের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে। সব চা বাগানে একই ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র হচ্ছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো শ্রম দপ্তর তৈরি করে দিলেও চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে স্থানীয় চা বাগান কর্তৃপক্ষকেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্স থেকে অন্য কর্মীর ব্যবস্থা করতে হবে চা বাগানগুলোর কর্তৃপক্ষকে।

শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, চা বাগানের নিয়ম অনুযায়ী বাগানের শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কথা চা বাগান মালিকপক্ষের। তবে অনেক চা বাগানের হাসপাতালে ভালো পরিষেবা পাওয়া যায় না। শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে তাই নতুন করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। আউটডোর পরিষেবার সঙ্গে ইন্ডোর পরিষেবাও পাওয়া যাবে সেখানে। ওই চা বাগানগুলোয় একটি করে অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়ারও ভাবনা রয়েছে শ্রম দপ্তরের।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে ঠিকই। এবার শ্রম দপ্তর এক সঙ্গে এতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করায় পরিষেবার মান অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

এধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন চা বাগানে।

**কোথায় ক'টা**
- মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ৮টি
- কালচিনি ব্লকে ৬টি
- কুমারগ্রাম ব্লকে ২টি
- ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ১টি করে
- একেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরিতে খরচ প্রায় ১ কোটি

এডিশন স্পেশাল

**মদের বোতলে রবি ঠাকুরের কবিতায় বিতর্ক**

›› দশের পাতায়

# মাংসের দামে পয়লাতেই পকেট ফাঁকা

বড়বাজারে মাছ কেনার ভিড়। আলিপুরদুয়ারে। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নববর্ষে নব উদ্যম

পল্লব ঘোষ

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** নিউটাউন বাজারের সামনেটায় ভ্যাবাচ্যাকা মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবপ্রিয় বসাক। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাজার থেকে বেরিয়ে কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছিলেন না। গত রবিবারও যে পাঁঠার মাংস কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন ৮৪০ টাকা কেজি দরে, এদিন সেই মাংসেরই দাম তাঁর থেকে হাজার টাকা কেজি নিল কী করে!

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর প্রতি পার্বণে চোদ্দো রকম পদ না হলে জমে না। বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনেও তাই সকাল হতে না হতেই ভোজনবিলাসীরা ভিড় জমিয়েছিলেন বাজারে। আর সেখানে গিয়ে বছরের প্রথম দিনেই হাত পুড়ল। পাঁঠার মাংসের দাম তো চড়েছেই, সেইসঙ্গে চড়া সুরে বাঁধা ছিল মাছের দামও। বড় ইলিশ বা চিতল মাছের তো দেখাই মেলেনি সেভাবে। দুয়েকজনের কাছে যাও বা ইলিশ ছিল, সেটাও কার্যত মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরেই। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে দাম বেড়ে গিয়েছিল বোরোলিরও। হতাশ দেবপ্রিয় বলছিলেন, 'ভেবেছিলাম দুপুরে ভাতের সঙ্গে পাঁঠার মাংসের হালকা ঝোল মেখে খাব। সেই বাজার করতে গিয়ে পকেটের ওপর যে এত চাপ পড়ে যাবে, ভাবতেও পারিনি।'

দাম শুনে ঢোক গিললেও মাছের দোকানের তুলনায় মাংসের দোকানেই এদিন বেশি ভিড় চোখে পড়েছে। আলিপুরদুয়ার শহরের নিউটাউন বাজার, বড়বাজার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল মাংসের দোকানের সামনে লাইন পড়ে গিয়েছে। মাংস কিনতে এসে স্বপন সরকার যেমন অল্পেতেই সন্তুষ্ট রইলেন। বললেন, 'হঠাৎ দাম বেড়ে গিয়েছে। দেড় কেজি নেব ভেবেছিলাম, এক কেজিই নিলাম।' শহরের নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন মোড়, কলেজপাড়া মোড়, বকরিবাড়ি মোড় সহ বিভিন্ন জায়গায় সকাল থেকেই দেখা যায় মাংসের দোকানে অনেককে ভিড় জমাতে। পাঁঠার পাশাপাশি মুরগিরও কদর ছিল। মুরগির মাংস কিনে বাড়ি ফেরার পথে কমল রায় বললেন, 'বাড়িতে সবাই মুরগির মাংস খেতেই পছন্দ করে। তাই মুরগির মাংস কিনেছি। ভাগ্যিস মুরগির মাংসের দাম বাড়েনি।' দেবু সাহা নামের এক মাংস বিক্রেতা জানিয়েছেন, মুরগির মাংসের দাম (কাটা) ২৫০-৩০০ টাকা কেজির মধ্যেই রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

# হাতকড়া গলিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীর

প্রণব সূত্রধর

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** চিকিৎসকরা বলেন, ওজন কম থাকলে নানা অসুখবিসুখের ঝুঁকি এড়ানো যায়। হৃদয়ের রোগ, রক্তচাপের সমস্যাও কম হয়। তবে রোগা হওয়ার আরও সুবিধা যে রয়েছে, সেটা দেখিয়ে দিল আলিপুরদুয়ার শহরের এক দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলার আগে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। হাসপাতালে থাকার সময়ই হাতকড়ার ফাঁক গলিয়ে 'রোগা হাত' বের করে ছুট দেয় সেই দুষ্কৃতী। তবে পরে একঘণ্টার মধ্যে তাকে পুলিশ আবার গ্রেপ্তারও করে নিয়ে আসে।

হাতকড়া পরিয়ে রাখার পরেও যে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে, তা ভাবতে পারেননি সেখানে উপস্থিত পুলিশকর্মীরাও। তাই হয়তো একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন তাঁরাও। এদিকে হাতকড়ামুক্ত হয়ে সেই রোগাপাতলা তরুণ পাঁই পাঁই করে ছুট দেয়। রোগা হওয়ার তো সেটাও একটা ফায়দা। হতভম্ব ভাব কেটে যাওয়ার পর যখন টনক নড়ে পুলিশের, ততক্ষণে মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা। এভাবে ধৃত অভিযুক্ত হাতছাড়া হলে যে কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সময় নষ্ট না করে পুলিশকর্মীরা তার পিছু নেন। অভিযুক্ত তরুণ তখন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চৌহদ্দি পার করে রেললাইন ও পাকা রাস্তা অতিক্রম করে কালজানি নদীর বাঁধের রাস্তা অবধি পৌঁছে গিয়েছে। নদী পার হতে পারলেই পুলিশের হাত থেকে দূরে পালিয়ে যেতে সুবিধা হত। তবে শেষরক্ষা হয়নি। খবর পেয়ে একাধিক পুলিশকর্মী ততক্ষণে বাঁধের রাস্তায় গিয়ে হাজির। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে আদালতে তোলা হয়। এব্যাপারে জানতে চেয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে ফোন করে এমনকি মেসেজ করলেও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

**কী কাণ্ড**
- সেই তরুণ চোরাই সামগ্রী কিনে ধরা পড়েছে, অভিযোগ
- তাকে মঙ্গলবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল
- হাতকড়া পরানো থাকলেও হাত বের করে নেয়
- ছুটে পালানোর চেষ্টা করে
- পিছু ধাওয়া করে ফের গ্রেপ্তার করে পুলিশ

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

# দরগায় পুজো, পাশে নমাজও

দীপঙ্কর মিত্র

**রায়গঞ্জ, ১৫ এপ্রিল :** কোথাও ভেদাভেদের বিষবাষ্প, কোথাও হিংসার আগুন। তারই মাঝে এক টুকরো সম্প্রীতির ছবি। নববর্ষের সকালে রায়গঞ্জের টেনহরি গ্রামের সেই ছবিই যেন আশার আলো জ্বালিয়ে দিল শান্তিকামী আমজনতার মনে।

মঙ্গলবার বর্ষবরণের সকালে গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সকল মানুষ হাজির হয়েছিলেন স্থানীয় পিরের দরগায়। পিরের মাজারে গিয়ে হিন্দু রমণীরা মোমবাতি জ্বেলে পুজো দিলেন ফুল, জল, ধূপ, বাতাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে। একদিকে তাঁরা যখন পুজো দিচ্ছেন, তখন অন্যদিকে মাজারের পাশেই নমাজ আদায় করছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। বছর শুরুর দিনে এমন মন ভালো করা দৃশ্য দেখে আপ্লুত সকলেই। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করলেন না, হিন্দু না মুসলিম। বরং ভক্তি ও ভালোবাসার মিশেলে পিরের মাজারে ফুটে উঠল 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম'।

অবশ্য টেনহরি গ্রামের মানুষের কাছে এই সম্প্রীতি নতুন কিছু নয়। শতবর্ষ পেরিয়ে আবহমানকাল ধরে এই রীতি মেনে আসছেন এখানকার উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। শুধু নববর্ষের দিনেই নয়, সারাবছরই পিরের মাজারে পূজার্চনা থেকে শুরু করে দরগার সামগ্রিক দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সামলান গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিক্ষক মাধব দাস জানান, 'এই গ্রামেরই হরেন্দ্রকুমার বর্মন ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান। তিনিই প্রথম বাংলা নববর্ষের দিনে এই পিরের দরগায় পুজোর প্রচলন করেন। হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকেও তিনি হাজির করান।' গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হরেন্দ্রবাবু প্রয়াত হওয়ার পর এখন তাঁর বংশধরেরা সেই দায়িত্ব পালন করছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও সেই রীতি মেনে এখনও পয়লা বৈশাখে পিরের দরগায় এসেই নমাজ আদায় ও প্রার্থনা করেন। তাই প্রতি বছরের মতো এবারও নববর্ষের সকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলারা পিরের দরগায় মোমবাতি জ্বালিয়ে পুজো দিয়েছেন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা নমাজ পড়লেন।

মাধববাবুর মন্তব্য, 'পাশের গ্রাম নুরিপুরের বাসিন্দা হামিদ আলি ও তাঁর প্রতিবেশীদেরও এই সম্প্রীতির আবহ ধরে রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে।' হামিদের কথায়, 'আমরা চাই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই অমল বাতাস চারদিকেই ছড়িয়ে পড়ুক।'

স্থানীয় বাসিন্দা আলতাব হোসেনের মন্তব্য, 'ইদ, শবেবরাতের মতো অনুষ্ঠানে এখানে আমরা প্রার্থনা করতে আসি। এখানে হিন্দু-মুসলিম সবাই সমান। কোনও ভেদাভেদ নেই। এটাই আদর্শ বাংলার ছবি।'

পিরের মাজারে পুজো ও নমাজ পাঠ। মঙ্গলবার। - দিবাকর সাহা

সম্বরদের রুটমার্চ। মঙ্গলবার জলদাপাড়ায়। ছবি সৌজন্যে : বন দপ্তর

# ডুয়ার্সের পর্যটনে গরমে ভাটা

শুভজিৎ দত্ত

**নাগরাকাটা, ১৫ এপ্রিল :** মন ভালো করতে অনেকেই বেড়াতে যান। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনে যদি হতাশা ঘিরে থাকে তখন বাইরে যেতেও ইচ্ছে করে না।

সম্প্রতি রাজ্যে প্রচুর শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মনমরা সেই শিক্ষক থেকে তাঁদের পরিবার ও স্কুলগুলিতেও। তারই প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছে ডুয়ার্সের পর্যটনশিল্প। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দিয়েছে স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ এগিয়ে আনার বিষয়টি। ৩০ এপ্রিল থেকে স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুইয়ের জাঁতাকলে ডুয়ার্সে এবারের পর্যটন কতটা জমবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

গ্রীষ্মাবকাশে পড়ুয়াদের নিয়ে এডুকেশন ট্যুরে আসে অনেক স্কুল। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরের জেলার স্কুলও ওই তালিকায় রয়েছে। পর্যটন মহল সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত হোটেল, রিসর্টগুলিতে নয়া বুকিং তো দূরের কথা সেই অর্থে কোনও অনুসন্ধানও আসছে না।

ডুয়ার্স ভ্রমণ মূলত লাটাগুড়ি, ধূপঝোরা ও মূর্তিকেন্দ্রিক। এই এলাকায় প্রচুর হোটেল ও রিসর্ট রয়েছে। গরম পড়ার পর থেকেই ডুয়ার্সে পর্যটনের মরশুম শুরু হয়। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, স্কুলগুলিতে ছুটি পড়লে আমাদের এখানে পর্যটনের ভরা মরশুম শুরু হয়। সেই অর্থে এপ্রিল বা মে মাসের বুকিং কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। এবার সেই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষক পরিবারের সংখ্যাটা অনেক থাকে এই নিয়ে সংশয় নেই। এবার পর্যটনে ভাটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ পর্যটন মহল সূত্রে খবর, স্কুলগুলি যে ট্রাভেল এজেন্টদের মাধ্যমে এখানে আসে তাঁদের কাছেও বুকিংয়ের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। তাঁরা আপাতত কোনও সুখবর দিতে পারেননি। গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সোনা সরকার বলেন, 'বিষয়টি আমাদের উদ্বেগে রেখেছে। সামার এডুকেশনাল ট্যুরে শিক্ষকদের বড় ভূমিকা থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্যুর নিয়ে ডুয়ার্সের স্কুলগুলিতেও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মে মাসে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ১৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে দিল্লিতে এডুকেশনাল ট্যুরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তা প্রায় স্থগিত হয়েছে। ওই স্কুলে এক লপ্তে ১১ জন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন।

সর্বভারতীয় সংগঠন ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানস মহাপাত্র বলেন, 'হঠাৎ করে স্কুলের গরমের ছুটি এগিয়ে আনার বিষয়টিতে পর্যটনের ওপর দারুণভাবে প্রভাব পড়বে। বিগত কয়েক বছরে যেহেতু ওই ছুটি এগোচ্ছে সে কারণে ট্যুর নিয়ে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পরিকল্পনা তৈরি করে রাখা উচিত। চাকরি হারানো কিংবা এডুকেশনাল ট্যুর কমে যাওয়ার প্রভাবে ডুয়ার্সের পর্যটন অনেকটাই ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা করছি।'

গরুমারা রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, ডুয়ার্সে পর্যটনের মরশুম শুরু হলে প্রতিদিন ৫ থেকে ৭ হাজার পর্যটক সেখানে ভিড় করেন। ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সূত্র জানাচ্ছে, উত্তরবঙ্গজুড়ে সবমিলিয়ে বছরে ১৫ থেকে ২০ লাখ পর্যটক বেড়াতে আসেন। এবার সেই সংখ্যা ১০ লক্ষের নীচে নেমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা।

**বুকিংয়ে ধাক্কা**

- ডুয়ার্স ভ্রমণ মূলত লাটাগুড়ি, ধূপঝোরা ও মূর্তিকেন্দ্রিক
- গরম পড়ার পর থেকেই ডুয়ার্সে পর্যটনের মরশুম শুরু হয়
- এবছর এখনও রিসর্ট বা হোটেল বুকিং শুরু হয়নি
- এবছর পর্যটক সংখ্যা ১০ লক্ষের নীচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা

বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ করছেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

# রিলস নিয়ে সচেতনতা

## নববর্ষে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বিশ্যালের উদ্যোগ

সুভাষ বর্মন

**শালকুমারহাট, ১৫ এপ্রিল :** রিলস, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও। অথচ সমাজে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে ব্যাপক। মঙ্গলবার শালকুমারহাটে প্রধানপাড়ায় রিলসের প্রভাব নিয়েই একটি বিশ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্যাল হল স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা প্রায় নাটকের মতো। রিলসের প্রভাবের ওপর একটি কাহিনী নিয়ে দেড় ঘণ্টার নাটক অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটকে নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্রেই অভিনয় করেন পুরুষরা। কাহিনী ও অভিনয় দেখে খুশি এলাকাবাসী।

বিশ্যাল দেখতে ভিড়। মঙ্গলবার শালকুমারহাটের প্রধানপাড়ায়।

এদিনের যে বিশ্যাল পরিবেশিত হয় সেটির নাম ছিল 'শ্বশুর নোয় পেটের ভোগ ধরিয়া, বৌমা ব্যস্ত রিলস বানেয়া' অর্থাৎ শ্বশুর থাকে পেটের খিদে নিয়ে, বৌমা ব্যস্ত রিলস তৈরিতে। কাহিনীর রচয়িতা পেশায় বনকর্মী পুণ্যদেব রায়। প্রধানপাড়ার বাসিন্দা পুণ্যদেব নিজেও অভিনয় করেছেন। তিনি বললেন, 'সমাজমাধ্যমের সূত্র ধরেই এক ছেলে ও মেয়ের বিয়ে হয়। তারা দুজনেই মগ্ন হয়ে পড়ে রিলস বানাতে। অথচ বাড়িতে একজন না খেয়ে থাকলেও সেদিকে কারও হুঁশ নেই। রিলসের খারাপ প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই কাহিনীর মাধ্যমে।'

বিশ্যালের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা নরেন রায়। তাঁর বক্তব্য, 'এই বিশ্যাল শালকুমারহাটের ঐতিহ্য। চড়কপুজোয় পুরোনো বছরকে বিদায় জানানো হয়। তারপর নববর্ষের দিন বিশ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। এমন লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে সমাজ সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে এমন কাহিনী পরিবেশিত হল।'

এদিন বিশ্যাল দেখতে ভিড় করেছিলেন স্থানীয় সবিতা রায়, কৃষ্ণা বর্মন, শেফালি বর্মনরা। সবিতার কথায়, 'বর্তমান প্রজন্ম মোবাইল ফোন ছাড়া কিছুই বোঝে না। সকলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত। রিলস দেখা ও রিলস বানানোতে মগ্ন হয়ে পড়ছে নানা বয়সের মানুষ। যা সমাজে খারাপ প্রভাব ফেলছে। বিশ্যালে সেই বিষয়টা তুলে ধরায় খুব ভালো লাগল।' এদিন নারী চরিত্রে অভিনয় করেন অবিনাশ রায় ও পরিমল রায়। অবিনাশের কথায়, 'আগেও বিশ্যালে নারী চরিত্রে অভিনয় করেছি। বছরে মাত্র একদিন হাসি মজার মধ্যে দিয়ে এই বিশ্যাল আয়োজিত হয়। অভিনয় করে ভালো লাগে, পাশাপাশি মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিতে পারাটাও আমাদের বড় পাওনা।'

অন্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন পবিত্র রায়, পুণ্যদেব রায়, প্রসেনজিৎ রায়, সুজন রায়। তাঁদের কৌতুকপূর্ণ অভিনয় দেখে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক হাসির রোল ওঠে। দর্শক রতন রায় জানিয়েছেন, প্রতি বছর বর্ষবরণের দিন এইসব হাসির দৃশ্য দেখতে বেশ ভালো লাগে। নতুন বছরের শুরুটা ভালো দিয়েই হয় এখানে।

> এই বিশ্যাল শালকুমারহাটের ঐতিহ্য। নববর্ষের দিন বিশ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। এমন লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে সমাজ সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে এমন কাহিনী পরিবেশিত হল।
>
> -নরেন রায়
> *বিশ্যালের পরিচালক*

# পুরস্কৃত আনন্দগোপাল

নিউজ ব্যুরো

**১৫ এপ্রিল :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের তরফে বাংলা দিবস উপলক্ষ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গুণীজনদের পুরস্কৃত করা হল। সংবর্ধনা জানানো হয়েছে তাঁদের। বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। মঙ্গলবার রবীন্দ্র সদনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু, জয় গোস্বামী, অর্পিতা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ।

**কর্মখালি**

ইলেক্ট্রনিক্স প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে মার্কেটিংয়ের লোক চাই। আকর্ষণীয় বেতন ও ইনসেন্টিভ। যোগ্যতা-উচ্চমাধ্যমিক। যোগাযোগ + WhatsApp - 7449540370.
(K)

**Vacancy in Tea Factory**

একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান আবশ্যক - ন্যূনতম ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা & চার জন ফ্যাক্টরি অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই চা ফ্যাক্টরিতে। Send CV to teagardenleaf@gmail.com
(C/116052)

**বিক্রয়**

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৩৪৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৩৯০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৮৯২৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯৫৮০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯৫৯০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

**সমীক্ষক চাই**

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে : readerssurvey2025@gmail.com

**আজ টিভিতে**

আইবেরিয়ান ভাইপার্স রাত ১০.৫২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৭.০০ সপ্তমী, ১০.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.১৫ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.১৫ বারুদ, রাত ১০.১৫ সূর্য, ১.০০ প্রাণসজনী
**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ কী করে তোকে বলবো, বিকেল ৪.৩০ বিয়ের লগ্ন, সন্ধে ৭.২০ সংগ্রাম, রাত ১০.২৫ অন্ধবিচার
**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ প্রতিশোধ, দুপুর ২.৩০ একাই একশো, বিকেল ৫.০০ রূপবান, রাত ১০.০০ হংসরাজ, ১২.১৫ বাঞ্ছারামের বাগান
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ সবার উপরে মা
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ বদলা
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি
**জি সিনেমা এইচডি :** বেলা ১১.৫২ ভীমা, দুপুর ২.৪১ মঙ্গলবার, বিকেল ৫.২৬ ওয়েলকাম ব্যাক, রাত ১১.৩০ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু
**অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি :** দুপুর ১.৪৩ পরদেশ, বিকেল ৫.৩৩ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান, রাত ৮.০০ কোই মিল গ্যয়া, ১১.২৩ গুড নিউজ
**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** সকাল ১০.০৩ দিল ধড়কনে দো, দুপুর ১২.৫৬ শেরদিল, ২.৫৫ বাওয়াল, বিকেল ৫.১৩ নীল বট্টে সন্নাটা, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ দোবারা, ১১.১৬

হংসরাজ রাত ১০.০০ জি বাংলা সিনেমা

প্রেম আমার বিকেল ৪.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

দ্য মেরিন বিকেল ৫.৩০ মুভিজ নাউ

ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট
**মুভিজ নাউ :** দুপুর ১.৪৫ ডার্ক ফিনিক্স, বিকেল ৩.৩৫ টুমরো নেভার ডাইজ, ৫.৩০ দ্য মেরিন, সন্ধে ৬.৫৫ দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি, রাত ১০.১০ লোগান
**এমএনএক্স :** দুপুর ১.৫৬ মিট দ্য স্পারটান্স, বিকেল ৪.২৮ শাটার, সন্ধে ৭.২৯ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার টু, রাত ৯.০০ ট্রেসার্স, ১০.৩৫ সল্ট

বাওয়াল দুপুর ২.৫৫ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

# মুদির দোকান যেন মানবিকতার পাঠশালা

গৌতম দাস

**তুফানগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল :** 'গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন। দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না।' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-র এই অংশ যেন কোথাও তখনকার এক জীবন্ত দলিলও বটে। তৎকালীন সময়ে অনেকেই এভাবে মুদির দোকানের মধ্যেই পাঠশালা চালাতেন আর সেখানে শিক্ষালাভ করত অপুর মতো অনেক পড়ুয়া।

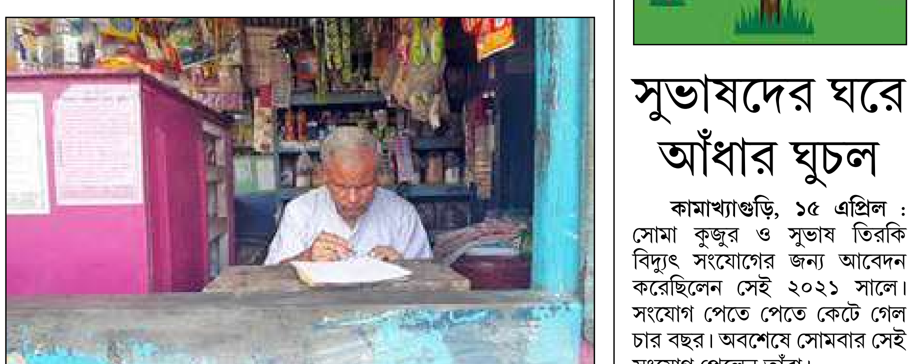

দোকানে বসে পড়াশোনায় মগ্ন বিমলচন্দ্র সরকার।

এরকমই এক পাঠশালা রয়েছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলারহাট এলাকায়। তবে, এই পাঠশালায় শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য মানুষের মঙ্গলে সকলকে উৎসাহিত করা। ওই এলাকার ৭৩ বছরের বিমলচন্দ্র সরকার ওই দোকানের মালিক এবং সেইসঙ্গে এই 'পাঠশালার' শিক্ষকও বটে। তিনি এলাকার সকলের কাছেই দাদু বলেই পরিচিত। আর তাঁর দোকানের নামেও যতই থাকুক 'জয়গুরু ভাণ্ডার', সেটা সকলের কাছে 'দাদুর দোকান'। এই দোকানের সাইনবোর্ডের ওপরে লেখা রয়েছে, 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা'। আর পুরো দোকানজুড়ে সাঁটানো রয়েছে ইংরেজি, বাংলায় নানা ধরনের মূল্যবোধের বাণী। দীর্ঘ ৩২ বছরের পুরোনো এই দোকানের প্রতি এলাকার সকলেরই একটু আলাদা অনুভূতি রয়েছে।

বিমল বলেন, 'আমি প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা দিয়ে থাকি। দোকানদারি আমার পেশা হলেও, নেশা কিন্তু মানুষকে ভালোবাসা। তাই ঠাকুরের একটি কথা সবসময় বলে থাকি, মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর।'

বক্সিরহাট হাইস্কুল থেকে তৎকালীন সময়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর বাবা মারা যাওয়ায় আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি বিমল। অল্প পড়াশোনা সত্ত্বেও তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে বহু ধর্মীয় বাণী লিখেছেন। এখনও সমানতালে লিখে চলেছেন। দোকানের ফাঁকে খদ্দেরের চাপ কমলেই চলে তাঁর কলম। যদিও সেই ফুরসত তাঁর খুব কমই মেলে। কারণ দোকানের সামনে রাখা বেঞ্চে সবসময়েই যে বসে থাকে তাঁর 'শিক্ষার্থীরা'। যাদের মূল আকর্ষণ দাদুর কাছে ভালো মনের মানুষ হতে শেখা। আর বেচাকেনার সঙ্গে সমানতালে চলে সেই শিক্ষাদানের কাজও। আর এভাবেই কেটে যায় সকাল থেকে সন্ধে। দিন-দিন খদ্দের বা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলে।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল সরকার বলেন, 'দাদুর দোকান যেন মানবিকতা শেখার পাঠশালা। এই দোকান থেকে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে গেলে অনেক কিছুই শেখা হয়। জীবনের ভুল পদক্ষেপগুলো শুধরে নেওয়া যায়। অনেক কিছু শিখেছি।' আরেক স্থানীয় অমরচন্দ্র সাহার কথায়, 'বিমলচন্দ্র সরকার সকলের দাদু হিসেবেই পরিচিত। তিনি তাঁর ছোট্ট দোকানে মানুষ গড়ার শিক্ষাও দিয়েও থাকেন। অনেকেই দাদুর ছত্রছায়ায় এসে তাদের জীবন শোধরাতে পেরেছে।'

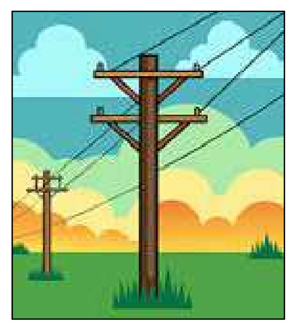

# সুভাষদের ঘরে আঁধার ঘুচল

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ এপ্রিল :** সোমা কুজুর ও সুভাষ তিরকি বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছিলেন সেই ২০২১ সালে। সংযোগ পেতে পেতে কেটে গেল চার বছর। অবশেষে সোমবার সেই সংযোগ পেলেন তাঁরা।

খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারাখাতার বাসিন্দা সোমা ও সুভাষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু এতদিন সংযোগ পাননি কেন? এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ দপ্তর স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেনি। কামাখ্যাগুড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশ্বিনী সিংহ কেবল জানিয়েছেন, কিছু নথিপত্রের সমস্যার জন্য কাজ আটকে ছিল। সম্প্রতি স্থানীয় সমাজসেবী ইউনিলিস মোচারির দ্বারস্থ হন সোমা ও সুভাষ। তারপর ইউনিলিস বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে তদ্বির করেন। তাতে কাজ হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইউনিলিস। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হন। সোমা ও সুভাষ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হওয়ায় তাঁরা খুশি। ইউনিলিস বলেন, 'ওঁদের সাহায্য করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

**আজকের দিনটি**

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও সমস্যার সমাধান হয়ে মানসিক শান্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বৃষ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মিথুন : ব্যবসায় অতিরিক্ত লগ্নিতে লাভ হবে। নতুন কোনও সম্পর্কে পড়বেন। কর্কট : বাতের ব্যথা নিয়ে সারাদিন সমস্যায়। বোনের চাকরির সংবাদে খুশি। সিংহ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। দূরের কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসায় লাভ। কন্যা : পরিবারে নতুন অতিথি আসতে পারে। চাকরির জায়গায় আপনারই জয় হবে। তুলা : জনসেবায় ব্যস্ত থেকে আনন্দ লাভ। পথে খুব সাবধানে চলুন। চোখের সমস্যা বাড়বে। বৃশ্চিক : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। ধনু : লোভ সংবরণ করতে না পারলে সমস্যা হতে পারে। পরীক্ষার্থীদের শুভ দিন। মকর : ব্যবসা নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মতভেদ হতে পারে। প্রেমে মান অভিমান চলবে। কুম্ভ : প্রায় বিনা কারণেই কেউ অপমান করতে পারেন। শত্রুকে চিনতে পেরে আশ্চর্য হবেন। মীন : নতুন ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন।

**দিনপঞ্জি**

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ চৈত্র, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫, ২ বহাগ, সংবৎ ৩ বৈশাখ বদি, ১৭ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৫।৫৫। বুধবার, তৃতীয়া দিবা ১০।৩৭। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ৩।২২। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ২০।১৬। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।৩৭ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।২৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৩।২২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১০।৩৭ গতে নৈর্‌ঋতে। কালরাত্রি ২।২৯ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। যাত্রা - শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।১ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৭ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।২২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।৭ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৫।১৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৩ গতে ৩।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# পয়লা বৈশাখে নতুন জামাও জুটল না ছেলেদের

অসীম দত্ত

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** ছোট ছেলে রিতমের বয়স সবে দেড় বছর। আর বড় ছেলে রিয়ান পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। কিন্তু এবার পয়লা বৈশাখে মুখ ভার দুজনেরই। বাবা রজত ঢালি যে নববর্ষে দুই ছেলেকে নতুন জামাকাপড়টাও কিনে দিতে পারেননি।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়ে এখন দিশেহারা শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যামন্দিরের গ্রুপ-ডি কর্মী রজত। সংসার চালানোই দায়, নববর্ষ পালন তো বিলাসিতা!

বাবা রবীন্দ্রনাথ ঢালি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু নার্সিংহোমে চিকিৎসা করানোর খরচ সামলাতে না পেরে আলিপুরদুয়ার রেল হাসপাতালে ভর্তি করান বাবাকে। মা চিত্রা ঢালি বাড়িতেই শয্যাশায়ী। স্ত্রী বিউটি গৃহবধূ। এমন পরিস্থিতিতে দিন কয়েক আগেই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন রজত। তারপর থেকেই সংসারে নেমে এসেছে হতাশা। চরম অন্ধকার গ্রাস করেছে গোটা পরিবারকে। এমনিতেই রজতের একার উপার্জনে কোনওমতে টেনেটুনে চলত গোটা পরিবার। আচমকা চাকরি হারিয়ে এখন যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন তিনি।

চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। রজত বলেন, 'কোথায় যাব? কী করব? কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। বাবা-মায়ের চিকিৎসাই বা কীভাবে করব? ওষুধের টাকা কোথা থেকে আনব? সংসারটা কীভাবে চালাব? কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তিনি ভেবেছিলেন সরকারি চাকরিতে একটা নিরাপদ জীবন কাটাবেন। আস্তে আস্তে সংসারটাও সামলে নেবেন। কিন্তু সেসব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। স্কুলের চাকরিটা হারিয়ে রজতের আক্ষেপ, 'নতুন বছরে ছোট ছেলেটাকে নতুন জামা কিনে দিতে পারলাম না। বড় ছেলেটাও নতুন জামার জন্য আবদার করেছিল। ওর আবদারও রাখতে পারিনি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর থেকেই আমার গোটা পরিবারে অন্ধকার নেমে

## চাকরিহারা শিক্ষকের আক্ষেপ

এসেছে। খাওয়াদাওয়াও জুটবে কি না, বুঝতে পারছি না। আমার চাকরি চলে যাওয়ার খবর শোনার পর বাবা ও মায়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

হতাশ দেখাচ্ছিল রজতের স্ত্রী বিউটিকে। বললেন, 'আমার স্বামীর রোজগারেই আমাদের সংসারটা চলত। এখন শ্বশুরমশাই ও শাশুড়ি মায়ের চিকিৎসার খরচ কীভাবে জোগাড় হবে, তা নিয়ে রজত সবসময় চিন্তায় রয়েছে। পয়লা বৈশাখে আমার কথা ছেড়ে দিন। দুটো ছেলেকেই কিচ্ছু কিনে দিতে পারলাম না। এর থেকে দুঃখের আর কী আছে। বাচ্চা দুটোর মুখের দিকে আমি ও রজত তাকাতেই পারছি না।'

## কাজ শুরু

**বারবিশা, ১৫ এপ্রিল :** নববর্ষের প্রথম দিন পুড়ে যাওয়া দোকানঘরের পরিকাঠামো গড়ার কাজ শুরু হল বারবিশায়। সম্প্রতি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১টি দোকান পুড়ে যায়। সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ও বারবিশা ব্যবসায়ী সমিতি। প্রকাশের ২ লক্ষ ও ব্যবসায়ী সমিতির টাকা দিয়ে দোকানঘর নির্মাণ শুরু করা হয়।

## বৃক্ষরোপণ

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ এপ্রিল :** মঙ্গলবার নতুন বছরের শুরুতে কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল মাঠে বৃক্ষরোপণ করা হয়। গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঘিরে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন হরিশংকর দেবনাথ, মিহির সূত্রধর, কমল ঘোষ প্রমুখ। তাঁরা জানিয়েছেন, এলাকায় গাছের সংখ্যা বাড়াতে চান।

*জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া ভুটানগামী সড়কের ধারে এই দোকানগুলি ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।*

# রাস্তা সংস্কার শুরু হতেই উচ্ছেদ আতঙ্ক

**জয়গাঁ, ১৫ এপ্রিল :** জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ড থেকে ভুটানগামী প্রধান সড়ক মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে মাস দুয়েক আগে। ওই কাজের অংশ হিসেবে রাস্তার পাশে ঢালু করে স্ল্যাব বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। স্ল্যাবগুলির সাহায্যে রাস্তার জল পাশের নালায় এসে পড়বে। সেই কাজকেই বাস্তবায়িত করতে রাস্তার ধারে যে সমস্ত অস্থায়ী দোকান রয়েছে সেগুলিকে সরানোর কাজ শুরু করল প্রশাসন। মঙ্গলবার ব্যবসায়ীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ওই এলাকার ব্যবসায়ীদের মনে জাঁকিয়ে বসেছে উচ্ছেদের আতঙ্ক।

স্থানীয় ফল ব্যবসায়ী সুশীলা দেবী বললেন, 'আমরা বছরের পর বছর এখানেই ব্যবসা করছি। প্রশাসন তো এতদিন সবই দেখে এসেছে। এতদিন প্রশাসন কিছু বলেনি, অথচ এখন আমাদের উঠে যেতে বলছে।'

জয়গাঁ থেকে ভুটানগামী এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ৭৫০ মিটার। রাস্তাটি নিয়ে বহু অভিযোগ। রাস্তার প্রচুর গর্ত, ধুলো, জলকাদায় সাধারণ জনগণ থেকে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। রাস্তা সংস্কারের দাবিকে মান্যতা দিয়ে পূর্ত দপ্তর ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৬৮

> আমরা বছরের পর বছর এখানেই ব্যবসা করছি। প্রশাসন তো এতদিন সবই দেখে এসেছে। এতদিন প্রশাসন কিছু বলেনি, অথচ এখন আমাদের উঠে যেতে বলছে।
>
> **-সুশীলা দেবী**
> *ফল ব্যবসায়ী*

হাজারের বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়। রাস্তা মেরামতি শুরু হলে স্থানীয়দের মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু কাজ এগোতেই চিন্তায় পড়েছেন নালার ওপর অস্থায়ী দোকানদাররা। তাঁদের কেউ ২০ আবার অন্য কেউ ৩০ বছর ধরে ব্যবসা করছেন এভাবেই। দোকান ভাঙা হলে তাঁরা কোথায় যাবেন বুঝতে পারছেন না।

সরকারি স্থানে জবরদখল মেনে নেওয়া হবে না বলে আগেই জানানো হয়েছে পূর্ত দপ্তর। মঙ্গলবার ওই ব্যবসায়ীদের সরে যেতে বললেন জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। ভুটানগামী ওই রাস্তাটি ২৫ ফুট উঁচু হবে। পাশের নালা পরিষ্কার রাখা হবে। রাস্তা থেকে স্ল্যাব বসিয়ে জল নালায় ফেলা হবে। গঙ্গাপ্রসাদ বলেন, সড়কের কাজ শুরু হওয়ায় সকলেই খুশি। রাস্তায় যাতে বৃষ্টির জল না দাঁড়ায় তাঁর জন্যই ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে হবে। সরকারি জায়গায় অবৈধ নির্মাণে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না।'

প্রশাসন উঠে যেতে বলেও দোটানায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এক ব্যবসায়ী আমিনা বিবির কথায়, আমাদের সরে যেতে বলা হয়েছে। না সরলে প্রশাসনের তরফে উঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছ। রোজগার হবে কোথা থেকে জানি না।'

গত বছর জুন মাসে জেলা শাসক, জেডিএ চেয়ারম্যান সহ অন্য আধিকারিকরা ভুটানগামী সড়কের মাপজোখ করেছিলেন। সেই সময় চার লেনের রাস্তা তৈরির কথা ছিল। চোখেমুখে আতঙ্ক দেখা গিয়েছিল মঙ্গলাবাড়ি ও গোপীমোহন এলাকার ব্যবসায়ীদের। উচ্ছেদের ভয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি জানান। জানুয়ারিতে জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী কোনও উচ্ছেদ হবে না বলে ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেন। সেসময় স্বস্তি ফিরলেও ফের উচ্ছেদের আতঙ্কে রয়েছেন দোকানদাররা।

# ১৫ কিমি হেঁটে প্রেমিকের বাড়িতে নাবালিকা

রাজু সাহা

**শামুকতলা, ১৫ এপ্রিল :** নববর্ষের দিন বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে প্রেমিকের বাড়িতে পৌঁছাল এক নাবালিকা। প্রেমিককে বিয়ে না করে কোথাও যাবে না বলেও জেদ ধরে সে। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনায় শামুকতলা থানা এলাকার একটি গ্রামে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই কিশোরীর বয়স মাত্র ১৬ বছর। সে এখন দশম শ্রেণির ছাত্রী। সোমবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে সেই কিশোরী প্রেমিকের বাড়িতে পৌঁছেছিল। তার প্রেমিক নিজেও উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র। তার বয়স ১৯। প্রেমের টানে সে ঘর ছেড়ে প্রেমিকের বাড়িতেই থাকার পণ করে। ওই তরুণ কুমারগ্রাম থানা এলাকার একটি গ্রামের বাসিন্দা। পরে শামুকতলা থানার পুলিশ এসে নাবালিকাকে থানায় নিয়ে যায়। থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'মেয়েটির কাউন্সেলিং শুরু করা হয়েছে। তার মাথা থেকে বিয়ের ভূত নামিয়ে তাকে পড়াশোনায় ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

প্রেমিকের পরিবার বারবার ওই কিশোরীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও সে বাড়ি যেতে রাজি হয়নি। তাকে এও বলা হয় যে, তার ১৮ বছর বয়স পেরোলে এবং ছেলেটি স্বাবলম্বী হলে বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হয়নি। ওই তরুণের বাবা বলেন, 'মেয়েটি বাড়িতে চলে আসার পরই আমরা বিষয়টি জানতে পারি। আমার ছেলে এখনও পড়াশোনা করছে।' এরপর প্রেমিকের বাড়ির লোকেরা ওই কিশোরীর বাড়িতে খবর দিলেও মেয়েটি বাড়ি ফিরতে রাজি না হওয়ায় সকলে শামুকতলা থানায় বিষয়টি জানান। পুলিশ দুই পরিবারের সঙ্গে আলোচনায় বসে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে তাকে একটি হোমে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিশোরীর মায়ের কথায়, 'বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়ার নাম করে ১৫ কিলোমিটার হেঁটে যে মেয়ে এভাবে চলে যাবে, তা আমরা ভাবতেও পারিনি। ওকে বোঝাচ্ছি যাতে আবার পড়াশোনায় মন দেয়।'

# পটকা, মশালে থোড়াই কেয়ার হাতির পালের

রাজু সাহা

**শামুকতলা, ১৫ এপ্রিল :** প্রতি রাতেই বুনো হাতির দল হানা দিচ্ছে ছোট ও বড় চৌকিরবস গ্রামে। ছিপড়া স্কুলডাঙ্গা গ্রামেও বুনো হাতির হানা রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাতপাহারা দিয়েও হাতির থেকে ফসল রক্ষা করতে পারছে না গ্রামবাসী ও বনকর্মীরা। পটকা, মশাল জ্বেলে হল্লা করলে আগে হাতির দল জঙ্গলে চলে যেত। কিন্তু এখন সে সবকে তোয়াক্কা করছে না হাতি। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে হাতির হানা বন্ধ হবে, সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের।

গ্রামের চারপাশে ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের বেড়া দেওয়ারও দাবি তুলেছেন অনেকে। এরই মধ্যে ছোট চৌকিরবস গ্রামের বেশ কিছু বাসিন্দা নিজেরাই গ্রামের চারপাশে কিছু জমিতে ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের তারের বেড়া দিয়েছেন। যেখানে এমন বেড়া দেওয়া হয়েছে, সেখানে হাতির পাল ঢুকতে পারছে না। কিন্তু যেসব জমিতে সেই ধরনের বেড়া নেই, সেখানে হাতির দল ঢুকে খেতের ফসল তছনছ করে দিচ্ছে। এমনকি বুনো হাতির হানায় ঘরবাড়ির ক্ষতি ও জীবনহানির ঘটনাও ঘটছে মাঝেমধ্যে।

ছোট চৌকিরবস গ্রামের চাষি অজিত দেবনাথের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর কথায়, 'ফুলকপি, বাঁধাকপি, এমনকি আলু চাষেও ব্যাপক ক্ষতি করেছে বুনো হাতির দল। এখন খেতে বোরো ধান লাগানো হচ্ছে। কী করে হাতির হানা থেকে ধান রক্ষা করব, সেটাই বড় চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের গ্রামের অনেক চাষি নিজেরাই জমির ফসল রক্ষা করার জন্য ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের তারের বেড়া দিয়েছেন। সবার সেই বেড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই। আমরা চাই, সরকার গ্রামের চারপাশে ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। দীর্ঘদিন আগে একবার বেড়া দেওয়া হয়েছিল বটে, তবে এখন সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' বড় চৌকিরবস এলাকার বাসিন্দা বাসব পণ্ডিতেরও একই কথা, 'রাত জেগে জমি পাহারা দিতে হয়। হাতির দল চাষের জমিতে চলে এলে পটকা, মশাল জ্বালিয়েও তাদের জঙ্গলমুখো করা যাচ্ছে না।'

*ছোট চৌকিরবস গ্রামে বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর।*

**বেড়ার দাবি**

- বুনো হাতির হানা ঠেকাতে রাতে টহল দিচ্ছেন বনকর্মীরা
- পটকা, মশাল জ্বালিয়েও হাতির দলকে জঙ্গলমুখো করা যাচ্ছে না
- গ্রামের চারপাশে ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের তারের বেড়া দেওয়ার দাবি উঠছে

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'বুনো হাতির হানা ঠেকাতে প্রতিটি গ্রামে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে রাতে টহল দেওয়া হচ্ছে। যেখানেই বুনো হাতি আসছে, বনকর্মীরা সেখানে গিয়ে হাতির দলকে জঙ্গলমুখো করছেন। তারপরেও কোথাও কোথাও ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সপরিবারে।। রাজাভাতখাওয়া ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন রোহিত ঘোষ।

# গাড়ি বিকলে টহলে সমস্যা

## ‘সুযোগ বুঝে’ হাতির হানা, নষ্ট ভুট্টাখেত

অভিজিৎ ঘোষ

**সোনাপুর, ১৫ এপ্রিল :** গত তিনদিন ধরে চিলাপাতা রেঞ্জের একটি গাড়ি বেহাল হওয়ায় প্রভাব পড়ছে বনকর্মীদের কাজে। আপাতত একটি গাড়ি নিয়েই ছুটতে হচ্ছে বনকর্মীদের। গাড়ির অভাবে টহলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর টহলদারির অভাবে জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে লোকালয়ে চলে এলেও বনকর্মীদের সেখানে পৌঁছাতে অনেকটাই সময় লাগছে। সোমবার গভীর রাতেই যেমন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর শিমলাবাড়ি এলাকায় হাতির হানা দিলে সেখানে পৌঁছাতে দেরি হয় বনকর্মীদের। আর ওই সময়ের মধ্যে হাতির হানায় প্রায় ১০ বিঘা ভুট্টাখেত নষ্ট হয়েছে। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ জমেছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

চিলাপাতা জঙ্গল লাগায়া এলাকাগুলোয় গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার হাতির হানা দিচ্ছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। বিশেষ করে পশ্চিম শিমলাবাড়ি, উত্তর শিমলাবাড়ি এলাকায় হাতির হানায় বেশ কয়েক বিঘা ভুট্টাখেত নষ্ট হয়েছে। ভুট্টাখেতে হাতি হানা দেওয়ার খবর দিলেই দ্রুত পৌঁছে যেতেন বনকর্মীরা। তবে গাড়ি বিকল হওয়ায় তিনদিন ধরে টহলে খামতি দেখা দিয়েছে। চিলাপাতা রেঞ্জ থেকে বিভিন্ন বিট এলাকায় টহল দিতে হয়। একটি গাড়ি এলাকায় ঘুরে বেড়ায়, আরেকটি গাড়ি হেডকোয়ার্টারে থাকে। কোনও

ক্ষতিগ্রস্ত ভুট্টাখেত। শিমলাবাড়িতে মঙ্গলবার। –সংবাদচিত্র

এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে যেতে হলে সেই গাড়ি নিয়েই যাওয়া হয়। তবে ওই গাড়ি বিকল হওয়ায় টহলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি মাদারিহাটে পাঠানো হয়েছে। সেটা সারিয়ে দ্রুত নিয়ে আসা হবে। অন্যদিকে, যে বাসিন্দাদের ভুট্টাখেতে ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও জানানো হচ্ছে।

চিলাপাতার বিট অফিসার রাজারাম অধিকারীর কথায়, ‘ফসলের ক্ষতির বিষয়টি আমার শুনেছি। গ্রামবাসীরা আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’ তবে ক্ষতিপূরণের প্রলেপে ক্ষত মিটছে না, এমনই বক্তব্য উত্তর শিমলাবাড়িবাসীর। রাতে ওই এলাকায় হাতির হানায় ভুট্টাখেতের পাশাপাশি সুপারি বাগানও নষ্ট হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, চিলাপাতা জঙ্গল থেকে একপাল হাতি ওই গ্রামে ঢোকে। যদিও বন দপ্তর বলছে, তাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে সেখান থেকে জানা গিয়েছে, একটি বড় দাঁতাল ওই এলাকায় গিয়েছিল। যে কয়টা হাতি হোক না কেন ক্ষতি যে হয়েছে সেটা মানছেন প্রায় সবাই। ওই গ্রামের বাসিন্দা ভীম মঙ্গর, শ্যাম কার্জি, সোনাল ওরাওঁয়ের মতো বাসিন্দার ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ভীমের কথায়, ‘আমারই প্রচুর ভুট্টাখেত নষ্ট হয়েছে। ৬০টি সুপারি গাছ ভেঙেছে। বন দপ্তরকে ফোন করা হলেও সুরাহা হয়নি। যদি টহল না বাড়ে তবে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।’ গ্রামবাসীদের দাবি, রাত ১২টা থেকে সকাল পর্যন্ত বেশি টহল দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু এই সময়েই টহলে ঢিলেমি চলছে।

টুকরো খবর

## মিছিল

**সোনাপুর, ১৫ এপ্রিল :** এসএসসি মামলায় চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাটে পথসভা ও মিছিল করল সিপিএম। অন্যদিকে, এদিনের পথসভা থেকে দলের ব্রিগেড সমাবেশের প্রচারও করা হয়। আগামী ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের ব্লক সম্পাদক জয়নাথ রায়, সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

## তরুণের মৃত্যু

**সোনাপুর, ১৫ এপ্রিল :** মঙ্গলবার বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের নাথোয়াটারি গ্রামের। সোমবার বাড়ির ছাদে জল দেওয়ার সময় সেখান থেকে পড়ে আহত হযন অঙ্কুশ রায় (১৮)। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে থেকে পরে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন তরুণের দেহ বাড়ি ফিরতে শোকের ছায়া নামে এলাকায়।

## চুরি

**হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল :** সোমবার গভীর রাতে হ্যামিল্টনগঞ্জের নেতাজিপল্লির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। ব্রিজকিশোর শা পরিবার নিয়ে ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। সে সময় চোরের দল ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ। কালচিনি থানার পুলিশ জানিয়েছে এই বাসিন্দা নতুন ঘর বানিয়েছেন। ঘরে স্থায়ী দরজা নেই। সেই সুযোগে সম্ভবত চোরের দল ঘরে ঢুকেছে। ওই বাসিন্দার মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

## ওলটাল গাড়ি

**মাদারিহাট, ১৫ এপ্রিল :** মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ মাদারিহাট-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে ছাগলকে বাঁচাতে গিয়ে উলটে গেল যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি। ঘটনাটি হয়েছে ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া এলাকায় রাজ্য সড়কে। জখম হন তিন যাত্রী। তাদের ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানান, গাড়িটি থানায় আনা হয়েছে।

## নেশা করে একের পর এক খুন চা বলয়ে

# প্রাণ কেড়েও নির্বিকার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

**বীরপাড়া, ১৫ এপ্রিল :** এ যেন খুনের নেশা! নাকি নেশার জন্য খুন। বীরপাড়া থানা এলাকার চা বলয়ের অলিগলিতে এখন এই প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে আসছে। হাঁড়িয়া, মদ, চোলাই আরও কত কী! নেশার সামগ্রীর তালিকা বীরপাড়ায় বেশ লম্বা। সন্ধ্যা নামতেই নেশায় বুঁদ চা বলয়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অশান্তির বোঝা। কখনও সেই অশান্তি চরমে উঠলে খুন যেন সহজ সমাধান। অতি সাম্প্রতিক ঘটনাটি জয়বীরপাড়া চা বাগানের নীচ লাইনের। অবিনাশ ওরাওঁ নামে এক অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিককে কুপিয়ে খুন করেছে তাঁর ছেলে জল্পেশ ওরাওঁ। কারণ জানতে চাওয়ায় তার অকপট স্বীকারোক্তি, ‘বাবা মা-কে পেটাচ্ছিল। আমি বাবাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছি।’ তার কথাটি এক নিমেষে হাজারটা প্রশ্ন তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট। নেশার প্রভাব ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার ধারণ করছে।

কখনও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ প্রিয়জনকে নির্দ্বিধায় খুন করছে। কখনও আবার মাতালের কারবারে তিতিবিরক্ত পরিবারের সদস্য তাঁর আপনজনকে মেরে ফেলতে দু’বার ভাবছেন না। মৃত অবিনাশ মদ্যপান করে প্রায়ই বাড়িতে অশান্তি করতেন বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার আদালত তাঁর ছেলে জল্পেশের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বাগানের বাসিন্দাদের দাবি, নিজের স্বল্প উপার্জনের বড় অংশ অনেকেই মদ্যপানে ব্যয় করেন। পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা টেম্পু ওরাওঁয়ের কথায়, ‘কেবল অশান্তি নয়, নেশায় আসক্তরা নানা রোগব্যাধিতেও ভুগছেন। নেশামুক্তি অভিযানে প্রশাসনের এগিয়ে আসা উচিত।’ বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, আবগারি দপ্তর ছাড়াও পুলিশও বেআইনি মদের কারবার রুখতে পদক্ষেপ করে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে নিজেরা না বুঝলে প্রশাসনের পক্ষে একা কি কিছু করা সম্ভব! ২০২৪ সালের ২ জুন বাগানের ৫ নম্বর লাইনে নেশার ঘোরে অজয়দাস বরা স্ত্রী রিনাকে পিটিয়ে মারে। ১৪ মে ডিমডিমা চা বাগানে একইভাবে মন্তাজ সান্তাল স্ত্রী ফুলিনকে পিটিয়ে ঘাড় মটকে হত্যা করে। ২৯ ফেব্রুয়ারি লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ডাকবাংলা লাইনের পারমিতা কামিকে কুপিয়ে খুন করেছিল তাঁর স্বামী অঞ্জন বিশ্বকর্মা। সব ক্ষেত্রেই খুনিদের নেশার প্রবৃত্তি এক।

এছাড়া ২০২৩-এর ২৩ জানুয়ারি বান্দাপানি চা বাগানের জঙ্গল লাইনে মা রুকমিন ছেত্রীকে ছেলে রাম পিটিয়ে মারে। বোন রিতা সিংও রেহাই পাননি। এমনকি স্ত্রীকেও খুনের চেষ্টা করেছিল রাম। নেশা করার টাকা না পেলেই রাম রুদ্রমূর্তি ধরত। ২০২২-এর ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে ওই বাগানেই মদ্যপ অবস্থায় দশরথ ওরাওঁ এবং তাঁর ভাইপো সুরজের মধ্যে ঝামেলা হওয়ায় পরদিন সুরজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে দশরথকে কুপিয়ে মারে। আদালত সুরজকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। ২০২০-র ১১ জুন রহিমপুর চা বাগান লাগোয়া সরুগাঁও বস্তিতে রাজু ওরাওঁ স্ত্রী সুমান্তিকে হত্যা করে।

বীরপাড়ার চা বলয়ে বেআইনি মদের কারবারের কথা আবগারি দপ্তরও অস্বীকার করেনি। গত এক বছরে কয়েক কোটি টাকার ভুটানি মদ ও বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সরুগাঁও বস্তি সহ আরও কয়েকটি এলাকায় চোলাই, হাঁড়িয়ার ঠেক ভাঙা হয়। তবে ফের আসর বসতে বেশি সময় লাগে না। দলমোর চা বাগানের বাসিন্দা তথা রাজী পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত নামে একটি আদিবাসী সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের মহাসচিব ভগবানদাস মুন্ডা বলছেন, ‘নেশা চা বাগানের বাসিন্দাদের ক্ষতি করে চলেছে। শিক্ষার অভাব এর অন্যতম কারণ। আমরা সংগঠনের তরফে বিভিন্ন সময়ে নেশাবিরোধী সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান করে থাকি।’

ছবি : এআই

### বাড়ছে উদ্বেগ

**২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি :** পারমিতা কামিকে কুপিয়ে খুন করেছিল স্বামী অঞ্জন বিশ্বকর্মা

**২০২৪ সালের ১৪ মে :** মন্তাজ সান্তাল স্ত্রী ফুলিনকে পিটিয়ে ঘাড় মটকে হত্যা করে

**২০২৪ সালের ২ জুন :** নেশার ঘোরে অজয়দাস বরা স্ত্রী রিনাকে পিটিয়ে মারে

> আবগারি দপ্তর ছাড়াও পুলিশও বেআইনি মদের কারবার রুখতে পদক্ষেপ করে।
>
> –নয়ন দাস
> ওসি, বীরপাড়া থানা

# প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দল তৃণমূলে

অসীম দত্ত

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** বাংলা বছরের প্রথম দিন রাস্তার কাজের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল।

মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বঞ্চুকামারি ও তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতে সাড়ে ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১ কিলোমিটার রাস্তার কাজের উদ্বোধন ছিল। অভিযোগ, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল দলের জনপ্রতিনিধিদের একাংশকে অন্ধকারে রেখে রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেন। আর এতেই দলের অন্য নেতারা বেজায় চটেছেন।

সুমনের বিরুদ্ধে দলের একাংশের অভিযোগ, তিনি সরকারি কোনও অনুষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ডাকেন না। নিজে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, ‘আমি ওই এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি। অথচ আমাকে ডাকা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকদিনের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ওই রাস্তাটি তৈরির অনুমোদন দিয়েছেন। ওটা বিধায়কের একার রাস্তা নয়।’ তাঁর সংযোজন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, সরকারি কাজ সকলকে নিয়ে করতে হবে। সেখানে কাউকে ডাকা হল না। বিধায়ক যদি মনে করেন, জোর করে মানুষের মনে জায়গা করে নেবেন তবে তিনি ভুল করছেন। আমরাও এই দল করি। আমাদের বাদ দিয়ে রাস্তা উদ্বোধন কোনওভাবেই মেনে নিতে পারব না।’

মনোরঞ্জন ছাড়া ওই রাস্তার উদ্বোধনে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিল্পী দে সরকার, সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায়, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সান্ত্বনা রায় অধিকারী, তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেফালী বর্মন সহ অন্য জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ।

### রাস্তা উদ্বোধনে বিতর্ক

ফিতে কেটে উদ্বোধন করছেন সুমন কাঞ্জিলাল।

যদিও সুমন তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘ওই রাস্তার কাজটি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসআরডিএ) করছে। ওঁদের আহ্বানে আমি ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। আর কাদের ডাকা হয়েছে তা আমার জানা নেই।’

রাস্তা উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূলে ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। সুমনের বিরুদ্ধে একের পর এক নেতৃত্ব প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করেছে। তপসিখাতা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায় ঘটনাটি ভালো চোখে দেখছেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের কাউকে না ডেকে বিধায়ক মাত্র ১০-১১ জন নিয়ে অনুষ্ঠান করেছেন। এত বড় কাজের সূচনা হল অথচ কেউ বিষয়টি জানতে পর্যন্ত পারল না।’

ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ডাক না পেলেও জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রতন মহন্ত ও ওয়েস্ট এসআরডিএ আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার সংস্থাকে ওই অনুষ্ঠানে থাকতে দেখা গিয়েছে।

দলের অন্দরে যে কোন্দল শুরু হয়েছে তার জল অনেক দূর গড়াবে বলে ঘাসফুল শিবির মনে করছে।

## পথ দুর্ঘটনা

**বারবিশা, ১৫ এপ্রিল :** কুমারগ্রাম ব্লকের কদমতলা ও বারবিশায় পৃথক পথ দুর্ঘটনায় সোমবার রাতে দুই ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে দলদলি ও রাধানগরের মাঝে কদমতলা এলাকায়। বাইকচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে ছিটকে পড়ে জখম হন। বারবিশায় আরও একটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে। বারবিশা দক্ষিণ রামপুরের বাসিন্দা সূর্য বিশ্বাসের বাইকে ধাক্কা মারে একটি ছোট গাড়ি। রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। উভয় ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ।

## চড়কমেলা

**রাঙ্গালিবাজনা ও ফালাকাটা, ১৫ এপ্রিল :** রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলের মাঠে সোমবার সন্ধ্যায় চড়কপুজো হয়। রাত পর্যন্ত চড়কমেলায় জনসমাগম ছিল। অন্যদিকে, ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুরঘাটে চড়কমেলা অনুষ্ঠিত হয়। চড়কের আগে অবশ্য সন্ন্যাসীরা নানারকম খেলা প্রদর্শন করেন। পরে বড়শিতে গেঁথে একজনকে চড়কে ঘোরানো হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন আশপাশ এলাকায় চড়কমেলা হয়।

## উদ্বোধন

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ এপ্রিল :** মঙ্গলবার পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পারোকাটা রাভাপাড়ায় কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ সৌরবিদ্যুৎচালিত উচ্চ বাতিস্তম্ভ উদ্বোধন করলেন। ওই এলাকার বাসিন্দারা বিধায়কের কাছে সৌরবিদ্যুৎচালিত উচ্চ বাতিস্তম্ভের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদের কথা রেখে বিধায়ক তহবিল থেকে ৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ব্যয়ে সৌরবিদ্যুৎচালিত উচ্চ বাতিস্তম্ভ উদ্বোধন করলেন।

## সামগ্রী বিলি

**বীরপাড়া, ১৫ এপ্রিল :** রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমচি রাভাবস্তির শতাধিক পড়ুয়াকে মঙ্গলবার খাতা, কলম, পেন্সিল বিলি করে কংগ্রেসের মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লক কমিটি। ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক অক্ষয় বর্মন, কালচিনির ব্লক সভাপতি রতন চক্রবর্তী, মাদারিহাট বীরপাড়ার ব্লক কমিটির সভাপতি অশোক গুহ প্রমুখ।

# ভাঙনের ভয়ে নদীর পুজো

সুভাষ বর্মন

**শালকুমারহাট, ১৫ এপ্রিল :** ‘এবার যেন এই ভয়ংকর নদীর কবল থেকে রক্ষা মেলে। এবারের বর্ষায় যেন রাতের পর রাত জেগে থাকতে না হয়। ঘরবাড়ি, জমি যেন আর নদীগর্ভে তলিয়ে না যায়।’ মঙ্গলবার নতুন বছরের প্রথম দিন শিসামারা নদীর পাড়ে এসবই প্রার্থনা ছিল স্থানীয়দের। এদিন সেখানে পুরোহিত দিয়ে নদীর পুজো করা হয়। এদিন পুজো করেন স্থানীয় পুরোহিত রণজিৎকুমার সরকার। তিনি বলেন, ‘গত বর্ষায় শিসামারার আতঙ্কে রাতের পর রাত আমরা ঘুমোতে পারিনি। যদিও এবার বাঁধের কাজ হচ্ছে। তবে দেবদেবীরা যাতে এই নদীর বাঁধকে রক্ষা করতে পারেন, আমরা যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি। এজন্যই এদিনের পুজো।’

শিসামারা নদী জলদাপাড়া বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে শালকুমার-১ ও শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত হয়ে উত্তর-দক্ষিণে বইছে। তবে এই নদী উজানে তোর্ষার সঙ্গে যুক্ত। আবার ভাটার দিকে শিলতোর্ষায় গিয়ে মিশেছে। তাই গ্রামবাসীরা এদিন তোর্ষাপির, তিস্তাবুড়ি ও গঙ্গাপুজো করেন। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জলদাপাড়া গ্রামেই শিসামারায় বাঁধের ভাঙন। সেখানেই এদিন সকালে দেবদেবীর পুজো হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধান শ্রীবাস রায়ও। তাঁর কথায়, ‘গত বর্ষায় শিসামারা নদীর তাণ্ডবে গ্রামের অনেকের চাষের জমি, সুপারি বাগান নদীগর্ভে চলে যায়। তাই নববর্ষের এই পুণ্য দিনে আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুজো দিলাম।’

২০২৩ সাল থেকেই শিসামারা নদীর বাঁধে ভাঙন শুরু হয়। এই নদীতে সাত-আট বছর আগে নতুন প্রযুক্তির জিও সিন্থেটিকের বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রযুক্তি এখানে ফলপ্রসূ হয়নি। পাশেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল। মাঝেমধ্যে হাতি, বাইসন চলে আসায় বাঁধের ক্ষতি হয়। আর গত বর্ষায় তো বারবার বাঁধ ভেঙে নদীর জল গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়ে। এভাবেই ত্রাস সৃষ্টি করে এই নদী। তখন অবশ্য জরুরি অবস্থায় বাঁধ সংস্কারের কিছু কাজ হয়। তবে স্থানীয়দের দাবি ছিল স্থায়ী বাঁধের। সেই দাবির কথা বিধানসভায় তুলে ধরেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তারপর সেচ দপ্তর শিসামারায় বোল্ডার বাঁধের জন্য এক কোটি ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। গত ১২ এপ্রিল সেই বাঁধের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। তখন থেকে গ্রামবাসীরা কিছুটা আশার আলো দেখছেন। তবে সামনেই বর্ষা। তাই দেবদেবীর প্রতিও প্রার্থনা এলাকাবাসীর। স্থানীয় তাপসকুমার সেন এদিনের পুজোয় উপস্থিত ছিলেন। তাপসের কথায়, ‘বহু বছর আগে শিসামারা নদী ছিল একটি ঝোরা। কিন্তু ক’বছর ধরে আমাদের আতঙ্কের কারণ এই নদী। গত বর্ষায় নদীর ভয়ংকর ছবিটা আমরা দেখি। এখন বাঁধের কাজ হচ্ছে। তবে দেবদেবীরা সহায় থাকলে আমরা সুরক্ষিত থাকব। এজন্যই এদিনের পুজো।’ সুবোধচন্দ্র রায়, রণজিৎ রায়, দুর্গা রায়, রুদ্রমায়া ছেত্রী, নকবাহাদুর ছেত্রীদের মতো বাকি স্থানীয়রাও তোর্ষাপির, তিস্তাবুড়ি ও গঙ্গাদেবীর কাছে এদিন প্রার্থনা করেন।

মঙ্গলকামনায় শিসামারা নদীতে পুজো গ্রামবাসীর। মঙ্গলবার জলদাপাড়ায়।

# টানা ছুটিতেও মন্দা পর্যটনে

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** রাজ্যের সরকারি কর্মীদের টানা চারদিন ছুটিতেও আশানুরূপ ব্যবসা হল না আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে। বিভিন্ন পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনের অনুমান, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হওয়া কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছে পর্যটনশিল্পে। তবে ভিড় না হওয়ার পেছনে যে এই কারণই রয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয় অনেকের কাছেই।

গত কয়েকদিন জলদাপাড়া, জয়ন্তীতে পর্যটকদের কিছুটা আনাগোনা থাকলেও চিলাপাতা, রাজাভাতখাওয়ার হোমস্টেগুলিতে সেই অর্থে ভিড় দেখা যায়নি। কুমারগ্রাম ব্লকেও পর্যটকদের খুব একটা ভিড় ছিল না। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, ‘জয়ন্তীতে আশানুরূপ ভিড় হয়নি। রাজাভাতখাওয়া ফাঁকাই ছিল। চিলাপাতাতেও একই অবস্থা। জলদাপাড়ায় শনি ও রবিবার কিছু সংখ্যক পর্যটক এসেছেন। কুমারগ্রামে যে কয়েকটি হোমস্টে আছে, সেগুলোও কার্যত ফাঁকাই ছিল।’ মানবের সংযোজন, ‘রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। তার একটা প্রভাব আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটনশিল্পেও পড়েছে বলে আমরা মনে করছি।’

একেই হাইকোর্টের মৌখিক রায়ে গত বছর ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হোমস্টে, হোটেলগুলিতে পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ লজ, রিসর্ট, হোটেলগুলিতে রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ থাকার নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। যদিও পরে সেই নোটিশ খুলে নেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শিবচতুর্দশী থেকে হোমস্টেগুলিতে টুকটাক পর্যটকদের রাত্রিযাপন শুরু হলেও আদালতের নির্দেশের প্রভাব বজায় থাকে, পর্যটকদের আনাগোনা বেশ কমে যায়। সেখানে বক্সার বদলে চিলাপাতা, জলদাপাড়াকে বক্সার বিকল্প ডেস্টিনেশন হিসেবে ধরে যাওয়া শুরু করেন পর্যটকরা।

জলদাপাড়া গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপ বলেন, ‘গত শনি ও রবিবার কিছুটা ভিড় ছিল। তবে সোমবার ভিড় কমে যায়। পয়লা বৈশাখেও ভিড় কমই ছিল। টানা ছুটিতে যতটা আশা করা হয়েছিল সেই অনুযায়ী ভিড় হয়নি।’

চিলাপাতা পর্যটনকেন্দ্রে মোট ৪৬টি হোমস্টে ও রিসর্টের কয়েকটিতে কিছু পর্যটক ছিলেন। চিলাপাতার দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি, বানিয়া, আন্দু, দেওগাঁও, উত্তর চকোয়াখেতির লজগুলি ফাঁকাই ছিল। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের শিলটং বনবাংলোও ফাঁকাই ছিল। এছাড়াও কুমারগ্রামের কাঞ্জালিবস্তি, ময়নাবাড়িতেও পর্যটকদের দেখা পাওয়া যায়নি।

## সভা

**কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ এপ্রিল :** তৃণমূল কংগ্রেসের খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চলের ১০/১২৩ নম্বর বুথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চলের সভাপতি সুদয় নার্জিনারি, ব্লক সাধারণ সম্পাদক শ্যামল ঘোষ সহ অন্যরা। সুদয় জানান, ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হল।

# মাটিয়া খেলা, হালখাতায় জেলাজুড়ে বর্ষবরণ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

**১৫ এপ্রিল :** মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাটে নানা লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। আবার বারবিশায় হয় শোভাযাত্রা। এছাড়া জেলাজুড়ে গ্রামীণ এলাকায় আর কোথাও বর্ষবরণের তেমন জাঁকজমক অনুষ্ঠান হয়নি। অথচ ইংরেজি বর্ষবরণে এর থেকে বেশি মেতে ওঠেন সকলে। নিয়মরক্ষায় অবশ্য বিভিন্ন হাটবাজারের দোকানগুলোতে হালখাতা হয়। ক্যালেন্ডারের চাহিদা আগের মতো না থাকলেও মিষ্টিমুখ করতে দেখা যায় অনেককে।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে বর্ষবরণ হয় মাটিয়া খেলার মাধ্যমে। এখানে একাধিক গ্রামে চড়কপুজো হয়। সোমবার চৈত্র সংক্রান্তির দিন গ্রামে গ্রামে হয় চড়কমেলা। সেই চড়কের উদ্যোক্তারাই মঙ্গলবার আয়োজন করেন মাটিয়া খেলার। মাটিতে বসে, শুয়ে প্রার্থনা করেন উদ্যোক্তারা। সেই মাটিতে জল ঢেলে দেওয়া হয় পরে। কাদামাটিতে চলে একের পর এক প্রার্থনা। প্রধানপাড়া, কলাবাড়িয়া, মধ্য মুন্সিপাড়া গ্রামে এদিন মাটিয়া খেলা হয়। প্রধানপাড়ার কার্যকর্তা পুণ্যদেব রায় বলেন, ‘এটাই আমাদের পুরোনো ঐতিহ্য। মাটিয়া খেলার মাধ্যমেই আমরা নববর্ষকে স্বাগত জানাই।’

শালকুমারহাটে মাটিয়া খেলা। ছবি : সুভাষ বর্মন

> মাটি খেলা আমাদের পুরোনো ঐতিহ্য। মাটিয়া খেলার মাধ্যমেই আমরা প্রতিবছর নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে থাকি।
>
> –পুণ্যদেব রায়
> কার্যকর্তা, প্রধানপাড়া

এছাড়াও মঙ্গলবার শালকুমারহাট, শিলবাড়িহাট, পলাশবাড়ি এলাকার পুরোনো দোকানগুলিতে হালখাতা হয়। প্রসাদ নিতে ভিড় করেন গ্রামবাসী। তবে কোথাও শোভাযাত্রা বা অন্য কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা যায়নি। এদিকে, দীর্ঘ বছর পর বারবিশা উদয়শ্রী ক্লাব আবার সক্রিয় হয়ে উঠল নববর্ষে। বরং বলা ভালো, মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ঘিরে একটি সংস্থার হাত ধরে নতুন কলেবরে একসঙ্গে পথ চলা শুরু হল ক্লাবের। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, স্মারক সম্মাননা প্রদান সহ নানা কর্মসূচিতে নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে দুই সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ‘উদয়শ্রী ছন্নছাড়া, একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা’ নামে আত্মপ্রকাশ করল। প্রবীণ নবীনদের এই একত্রে সংস্কৃতিচর্চা করতে দেখে বারবিশা সংস্কৃতিপ্রেমীরা ভীষণ খুশি। একসঙ্গে এই পথ চলার সিদ্ধান্তকে বারবিশার সকলে স্বাগত জানান।

বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার হ্যামিল্টনগঞ্জের সমাজকর্মী গোবিন্দ বাগচী স্থানীয় শ্রীচৈতন্য আশ্রমে প্রায় ১০০ জন দুঃস্থর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের হাতে নতুন জামাকাপড়ও তুলে দেওয়া হয়। কালচিনি, হ্যামিল্টনগঞ্জ ও হাসিমারায় বাঙালি ব্যবসায়ীদের অনেকেই দোকানে গণেশপুজোর মাধ্যমে নববর্ষ পালন করেন। অনেকে আবার লতাবাড়ির গ্রিনপার্কে পরিবার নিয়ে ঘুরতে যান।

## ধৃত বিদেশি

অনুপ্রবেশের অভিযোগে সুন্দরবন থেকে ২৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল কোস্টাল থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে চারজন শিশুও রয়েছে।

## থাকবে গরম

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অস্বস্তিকর গরম থেকে এখনই রেহাই নেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গবাসীর।

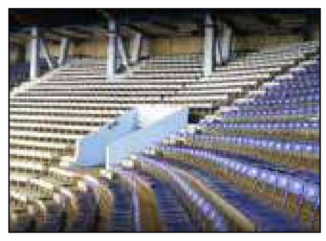

## ইমাম বৈঠক

ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী নিজের অবস্থান স্পষ্ট করবেন।

## ভাঙড়ে গ্রেপ্তার

ভাঙড়ে অশান্তির ঘটনায় সোমবার রাতভর অভিযান চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনে সোমবার রণক্ষেত্র হয় ভাঙড়। এরপরই পুলিশ তল্লাশি অভিযানে নামে।

## আরও ৮ লক্ষ উপভোক্তাকে টাকা জুনে

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও আট লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে জুন মাসে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে নবান্ন। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে তার জন্য ওই ৮ লক্ষ উপভোক্তার নামের তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ৮ লক্ষ উপভোক্তার প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তালিকায় যাতে কোনও স্বজনপোষণের অভিযোগ না ওঠে, সেই কারণে প্রশাসন আরও এক দফা যাচাইয়ের কাজ করতে চাইছে। গত ডিসেম্বরে প্রথম পর্যায়ে যে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ উপভোক্তা ইতিমধ্যেই বাড়ির লিন্টন পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। তাই তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে বা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়া হবে।

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে লিন্টন পর্যন্ত বাড়ি করা উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দ্রুত দেওয়ার প্রস্তুতি আমাদের চলছে। কারণ, দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেলে তাঁরা বাড়ির কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। একই সঙ্গে তাঁদের হাতে টাকা যাওয়া দেখলে এখনও পর্যন্ত যাঁরা কাজে পিছিয়ে রয়েছেন, তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার আশায় দ্রুত কাজ শেষ করবেন।' পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো এই বছরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে। তার মধ্যে ৮ লক্ষ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে যাতে দ্রুত পান, আমরা সেই প্রস্তুতিও নিচ্ছি।'

## দিঘায় মন্দির উদ্বোধনের বৈঠক আজ

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের প্রস্তুতি নিয়ে বুধবার বিকালে নবান্নে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টের সঙ্গে ওই বৈঠক হবে মুখ্যমন্ত্রীর। এছাড়া বৈঠকে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। আগামী ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ায় এই জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনে অন্তত ১২ থেকে ১৫ হাজার ভক্ত সমাগম হবে বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। তাই ভক্তদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্তরের আধিকারিক ২৭ এপ্রিল দিঘা পৌঁছে যাবেন। মূলত পূর্ত, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষকর্তারা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দিঘায় থাকবেন।

## আজি নব-বরষ-প্রভাতে...

বাংলা বছরের প্রথম দিনে নদিয়া ও কালীঘাটের দুই মুহূর্ত। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই এবং আবির চৌধুরী

# শিক্ষকদের প্রতিবাদে 'অভয়া'র বাবা-মা'ও

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিবাদের সঙ্গে মিশে যাবে আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবি। ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী এবং চাকরিহারাদের ঐক্য মঞ্চ। ওই কর্মসূচিতে থাকবেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যখন আওয়াজ তুলবেন চাকরিপ্রার্থীরা, তখন তাঁদের ন্যায়বিচারের দাবি ও নিজের মেয়ের মৃত্যুর বিচারের দাবিও করবেন নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'ওরা আমারও সন্তান। আমাদের নবান্ন অভিযানে থাকতে বলা হয়েছে। তাই ওদের ন্যায় বিচারের দাবি আমরা করব। তেমনই ওই মিছিলে আমার মেয়ের মৃত্যুর বিচারের দাবিও থাকবে।' মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানে শামিল থাকার জন্য প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানাতে যায় এই সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তবে তাদের আটক করে পুলিশ।

> ওরা আমারও সন্তান। আমাদের নবান্ন অভিযানে থাকতে বলা হয়েছে। তাই ওদের ন্যায় বিচারের দাবি আমরা করব। তেমনই ওই মিছিলে আমার মেয়ের মৃত্যুর বিচারের দাবিও থাকবে।
>
> **নির্যাতিতার বাবা**

সোমবার পানিহাটিতে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী এবং চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের তিন প্রতিনিধি। তাঁদের কর্মসূচি নিয়ে কথা বলেন নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে। তাঁদের ওই কর্মসূচিতে থাকার অনুরোধ জানান তাঁরা। ওই সংগঠনের সদস্য দেবাশিস বিশ্বাস জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। তাই তাঁরা এই বৃহত্তর কর্মসূচির পথে হাঁটছেন। আর সেই মিছিলে শামিল হতে বলেছেন আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা-মাকে। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'ওরা যেমন অন্যায়ের শিকার হয়েছেন। তার বিচার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানে থাকব। আমারও মেয়ের ন্যায় বিচার চাই।'

## উৎসব নিয়েও তপ্ত রাজ্য রাজনীতির বাতাবরণ

# নববর্ষে তর্জায় তৃণমূল-বিজেপি

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** নববর্ষের দিন সারা রাজ্যব্যাপী রাস্তায় সকাল থেকেই শোভাযাত্রায় একযোগে নেমেছে তৃণমূল-বিজেপি। বৈশাখের প্রথম দিনটি 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে ধুমধাম করে পালনের ঘোষণা আগেই করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গিরীশ পার্ক থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নববর্ষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

বিজেপির তরফেও কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিধান রায়ের বাড়ি থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত 'আলোর পথে বর্ষবরণ' ব্যানার নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল, শমীক ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ, রুদ্রনীল ঘোষ সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব। আরজি কর ঘটনা, চাকরিহারাদের আন্দোলনের মতো রাজ্যের সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে প্রতীকী ব্লক তৈরি করে ট্যাবলো সহযোগে মিছিল করে বিজেপি। সেখানে প্ল্যাকার্ডে দেখা যায়, 'নববর্ষের শঙ্খধ্বনি, বিদায় নাও চোরের রানি'-র মতো রাজ্য সরকার বিরোধী মন্তব্যও। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নববর্ষের সকালে তমলুকে চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির থেকে বর্গভীমা মন্দির পর্যন্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বর্গভীমা মন্দিরে 'হাল ফেরানোর খাতা'য় সিঁদুর লাগাতেও দেখা যায় তাঁকে।

রবীন্দ্র সদনের 'একতারা মুক্তমঞ্চ'-এ সকাল ৮টা থেকে বঙ্গ সংস্কৃতি নির্ভর একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল রাজ্য প্রশাসনের তরফে। রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে বিকালে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের উপস্থিতিতে 'বাংলা দিবস' পালিত হয়। এবছর অনেক আগে থেকেই লিখিত বিবৃতি জারি করে তৃণমূলের রাজ্য সংগঠন থেকে শুরু করে জেলা, ব্লক ও বুথ স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের 'বাংলা দিবস' পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সেখানে প্রভাতফেরি, রক্তদান, মনীষীদের শ্রদ্ধা, বয়স্কদের সম্মানজ্ঞাপন সহ একাধিক সামাজিক অনুষ্ঠান পালনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালেই এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নাগরিকদের উদ্দেশে 'শুভনন্দন' বার্তা দেন। রাজ্যবাসীর মধ্যে 'ভ্রাতৃত্ব বন্ধন'-এর বার্তাও তিনি দিয়েছেন।

বঙ্গ বিজেপির তরফে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে পালটা বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করছে তৃণমূল। ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালন করবে বিজেপি। তবে বিজেপির এই মন্তব্যকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূলের জয়পুর ব্লক সভাপতি কৌশিক বটব্যাল। পাশাপাশি বাঁকুড়ার সতীঘাটে হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে পথচলতি মানুষকে লাড্ডু বিতরণ করে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপন করলেন স্থানীয় সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। অবশ্য তমলুকের শোভাযাত্রা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'নিজেদের হাল ফেরানোর সঙ্গে বেহাল রাজ্যের হাল ফেরানোর প্রার্থনা করুন।'

বর্ষবরণের শোভাযাত্রায় দিলীপ ঘোষ সহ অন্যরা। মঙ্গলবার কলকাতায়।

## বাংলা দিবস পালটাতে চান শুভেন্দু

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** বাংলা নববর্ষকে বাংলা দিবস বা পশ্চিমবঙ্গ দিবস বলে দাবি করা নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে দিনভর সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বাংলা নববর্ষকে বাংলা দিবস বলে তৃণমূলের এই প্রচারের মধ্যেই সোমবার নববর্ষ উদযাপনের প্রাক অনুষ্ঠানে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর গলায় বেসুরো গান নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ল না বিজেপি।

এদিন নিজের ফেসবুক পোস্টে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, 'ইতিহাস মুছে ফেলার আপনার অভিপ্রায় কখনও পূরণ হবে না। রাজ্যের নাম বদল করে পশ্চিমবাংলার পরিবর্তে বাংলা করার অভিপ্রায়ও যেমন পূরণ হবে না, তেমনই পশ্চিমবাংলার প্রতিষ্ঠা দিবসকে বাংলা নববর্ষের সঙ্গে এক করে দেওয়াও সম্ভব হবে না।' শুধু তাই নয়, শুভেন্দু আরও বলেন, 'আগামী বছর রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ২০ জুন তারিখেই সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হবে।'

সোমবার কালীঘাটে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় 'বেসুরো গান' নিয়ে এদিন কটাক্ষ করে রোম সম্রাট নিরোর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর তুলনা করে শুভেন্দু বলেন, 'রোম যখন পুড়ছিল, সম্রাট নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। আর রাজ্যে যখন হিংসার আগুন জ্বলছে, আপনিও যে গান গাইবেন সেটাই স্বাভাবিক। তবে গানের সুরটা বড় বেসুরো হয়ে গেল।' নববর্ষকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শান্তিশৃঙ্খলার বার্তা দিয়েছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তাকেও কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'নাগরিকদের শুভনন্দন জানানোর আগে যে সকল 'বরাহ-নন্দন' দাঙ্গা করেছে, সরকারি সম্পত্তি পোড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আগে কঠোর ব্যবস্থা নিন। যাতে রাজ্যের নাগরিকরা নিজেদের সুরক্ষিত বলে মনে করতে পারে।'

যদিও এক্স হ্যান্ডেলে নববর্ষ উপলক্ষ্যে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকাই সবথেকে জরুরি। কিছু মানুষ ঘৃণা ছড়িয়ে ধর্মীয় মেরুকরণ করে। যারা আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। নববর্ষে দলের প্রতিটি কর্মীকে সেই সংকল্প নিতে হবে। মনে রাখতে হবে একতাই আমাদের বড় শক্তি।'

## স্পর্শকাতর এলাকায় নজরদারি

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** মুর্শিদাবাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের অন্যান্য স্পর্শকাতর এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া শুরু করল রাজ্য পুলিশ। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন বীরভূমের নলহাটি, মুরারই থানা এলাকা, পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার একাংশ, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের কয়েকটি এলাকা, উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা, হাড়োয়া, স্বরূপনগর, বাগদা এলাকায় গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে। তারপরই সেখানে নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই নির্দেশের পর মঙ্গলবার থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় রুটমার্চ শুরু করেছে পুলিশ।

## তদন্তের আর্জি হাইকোর্টে

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে উত্তাল হয় মুর্শিদাবাদ। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় শামসেরগঞ্জ, সুতি, ধূলিয়ান সহ একাধিক এলাকা। বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে। অনেকে এখনও বাড়িছাড়া। রাজ্য প্রশাসনের তরফে ঘরছাড়াদের ফিরিয়ে আনা ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল। বুধবার শুনানির সম্ভাবনা।

# ব্রিগেডের মাঠে যুবরাই ভরসা সিপিএমের

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** সিপিএমের চারটি গণসংগঠনের ডাকে ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ হতে চলেছে। কৃষক, শ্রমিক, বস্তি ও খেতমজুর সংগঠনের ডাকে ব্রিগেডের প্রস্তুতি নেওয়া হলেও মাঠ ভরানোর জন্য যুবদের ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে আলিমুদ্দিনকে। সিপিএমের ধরাশায়ী পরিস্থিতিতে ব্রিগেডের মাঠে কত লোকের সমাবেশ হবে তা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন রয়েছে।

ইতিমধ্যেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় যুব কর্মীদের মাঠ ভরানোর ডাক দিয়েছেন। এছাড়াও ব্রিগেডের বক্তা হিসেবে মীনাক্ষী থাকছেন কি না তা নিয়েও দলের একাংশের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ব্রিগেডে বক্তার তালিকায় রাখা হয়েছে মহম্মদ সেলিম, নিরাপদ সর্দার, অনাদি সাহু, বন্যা টুডু, অমল হালদার, সুখরঞ্জন দে-র মতো নেতাদের। কিন্তু সদ্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাওয়া মীনাক্ষী কোনও বার্তা দেবেন কি না তা নিয়েই চর্চা চলছে।

সিপিএমের অন্দরেই আলোচনা, '২৬-এর নির্বাচনের আগে দলের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সিপিএমের কাছে ব্রিগেড একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র। তাই যুবদের ভিড় থাকলে তরুণ প্রজন্ম উৎসাহিত হবে, তেমনই দলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বৃদ্ধতন্ত্রের অভিযোগ ভোটের আগে কাটানো সম্ভব হবে। আর মীনাক্ষীর মতো জনসমর্থন পাওয়া নেত্রী যদি বক্তব্য রাখেন, তা দলের জন্যই ইতিবাচক হয়ে দাঁড়াবে।

তরুণদের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারা ও আদর্শ তুলে ধরতে দলের পদক্ষেপ যথাযথ নয়। এই বিষয়ে সিপিএমের মধ্যেও বহুবার চর্চা হয়েছে। সিপিএমের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে, তরুণদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে এমন বিষয়গুলি নিয়ে দলকে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে দল সেই ভূমিকা নিতে অগ্রণী নয়। তাই প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও ব্রিগেডের মাঠে যুবদের ভিড়ই বেশি মাত্রায় রাখতে চাইছে সিপিএম। ব্রিগেডে ভিড় হবে এমনটা ধারণা করে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ করার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে প্রচারের ক্ষেত্রে ঝড় তুলতেও বিশেষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের তরফে তাদের সংগঠনের সমস্ত স্তরের যুবকে ব্রিগেড সমাবেশে আসার ডাক দেওয়া হয়েছে।

সিপিএমের এক রাজ্য নেতার কথায়, 'সিপিএম শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে। যুবরাও শ্রেণি ধারণার বাইরে নয়। তাই ব্রিগেডের মাঠে সকলের মতো যুবরাও উপস্থিত থাকবে। তারাই তরুণ প্রজন্ম, তারাই ভবিষ্যৎ।' সিটুর এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য, 'ব্রিগেডের মাঠে তরুণ প্রজন্ম থাকবে না এটা হয় না। তাই স্বেচ্ছাসেবক থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই যুবদের থাকার জন্য অনুরোধ করেছি।'

বক্তা হিসেবে মীনাক্ষীর থাকা নিয়ে দলের এক রাজ্য নেতার বক্তব্য, 'মীনাক্ষী বক্তা হিসেবে থাকবেন কি না তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে দলের অধিকাংশ কর্মী-সমর্থক বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করছেন। তাঁদের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে।' আরেক নেতার কথায়, 'মীনাক্ষীর জনসমর্থন রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রমিক, কৃষকদের নামে ব্রিগেড হলেও বামপন্থী দল কখনও মুখের রাজনীতি করে না। তাই কেউ বক্তব্য রাখতেই পারে। সেক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। দল ঠিক করবে।'

## শিক্ষকের আত্মহত্যায় ভুয়ো বার্তা

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** এসএসসি চাকরি বাতিলের আবহেই মঙ্গলবার সকালে জয়নগর টিএস সনাতন হাইস্কুলের এক শিক্ষক আত্মঘাতী হন। সেই নিয়ে পয়লা বৈশাখ সকাল থেকেই মৃত শিক্ষককে ২০১৬ এসএসসি প্যানেলের চাকরিহারা শিক্ষক বলে বর্ণনা করে একাধিক ভুয়ো পোস্ট সমাজমাধ্যমে ছেয়ে যায়। তবে 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস'-এর তরফে জানানো হয়, মৃত শিক্ষক প্রণব নাইয়ার সঙ্গে এসএসসির ২০১৬ সালের চাকরিহারাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কুলতলির প্রণব নাইয়া এসএসসির ২০১৩ সালের প্যানেলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে কুলতলির তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামে প্রণবের বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

# আইনজীবীর অভাব, উদ্বেগ তৃণমূলে

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে পরপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ধাক্কা খেয়ে এখন দলের শক্তিশালী আইনজীবী সেল বা সংগঠনের অভাব টের পাচ্ছে উদ্বিগ্ন তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। এই নিয়ে চিন্তায় আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। রাজ্য তৃণমূল সূত্রে মঙ্গলবারের খবর, এই ব্যাপারে দলের শীর্ষনেতৃত্বের কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। চাকরি বাতিল, আরজি কর কাণ্ড সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রাজ্যকে মাঝেমধ্যেই বিপাকে পড়তে হয়েছে। এ ব্যাপারে দলের নির্ভরতা একমাত্র কংগ্রেসপন্থী বিশিষ্ট আইনজীবীদের দিকেই গিয়েছে। বিরোধী সিপিএম ও বিজেপির পক্ষে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে বহু বিশিষ্ট আইনজীবী রয়েছেন। সেই তুলনায় তৃণমূলে বিশিষ্ট আইনজীবীর সংখ্যা নেহাতই কম বলে এখন মনে করছে শাসকদল তৃণমূল। দিল্লিতে একমাত্র দলের সাংসদ বিশিষ্ট আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মামলায় নির্ভর করতে হচ্ছে দলকে। এর বাইরে কংগ্রেসপন্থী বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি, কপিল সিবালের মতো আইনজীবীদের ওপর ভরসা করেই মামলা লড়তে হচ্ছে তৃণমূলকে। যেটা মোটেই খুশি করতে পারছে না দলকে। দল এখন চাইছে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট স্তরে দলের আইনজীবী সেল বা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে। যাতে ভবিষ্যতে দল অনেক মামলার বিষয়েই আশ্বস্ত হতে পারে।

# চাহিদা নেই ঠাকুরের ছবির ক্যালেন্ডারের

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** একসময় হিন্দু গৃহস্থবাড়ির দেওয়ালগুলিতে শোভা পেত দেবদেবীর ছবিওয়ালা বাংলা ক্যালেন্ডার। নববর্ষের দিন গৃহকর্তারা বাড়ির কচিকাঁচাদের সঙ্গে হাতে বড় ব্যাগ নিয়ে বেরোতেন হালখাতা করতে। প্যাকেটের মিষ্টির সদ্ব্যবহার করার আগেই দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার টাঙানো হয়ে যেত ঘরের দেওয়ালে। বাংলা ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি সমান আদর ছিল পঞ্জিকার। বাড়ির বয়স্ক গুরুজনেরা নিয়ম করে পাতা উলটে পুজোপার্বণ ও নানা আচার-আচরণের দিনক্ষণ দেখে নিতেন। সময় বদলেছে। গত কয়েক বছরে আচমকাই ধর্মীয় জিগির বেড়েছে। কিন্তু দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার দেওয়াল থেকে কার্যত উধাও। কারণ দোকানদাররা আর এই ধরনের ক্যালেন্ডার ছাপার অর্ডার দিচ্ছেন না। আক্ষেপ করে এটাই জানালেন ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতারা।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে একটু এগিয়ে সৈয়দ স্যালি লেন। 'ক্যালেন্ডার গলি' নামে পরিচিত সরু গলির দু'পাশে তপ্ত দুপুরেও শোনা যাচ্ছে ছাপাখানার আওয়াজ। অধিকাংশ দোকানে থরে থরে সাজানো অর্ডারি ক্যালেন্ডার। ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর দেড়টা। গলির শুরুতেই বামপাশে রামলাল আগরওয়ালের দোকান। বসে খাতায় অর্ডারগুলি মিলিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি। বললেন, 'এখন আর বাংলা ক্যালেন্ডারের চাহিদা তেমন নেই। ৬০০টা অর্ডার এলে তার মধ্যে ৫০০টাই ইংরেজি ক্যালেন্ডার। আর এখন দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের অর্ডার তেমন আসে না।' খানিকটা এগিয়ে আরেকটি দোকানে চোখ পড়তেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো ইংরেজি ক্যালেন্ডার। বাংলা ক্যালেন্ডারগুলির বেশিরভাগেই রাজনৈতিক নেতাদের ছবি। দোকানের কর্ণধার নীরেন্দ্র জানা বললেন, 'খদ্দেররা দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের বরাত দেয় না বললেই চলে। ইংরেজি ও বাংলা নববর্ষের সময় রাজনৈতিক দলের থেকে বরাত পাওয়া অর্ডারই বেশি থাকে।' একই অবস্থা শিয়ালদার বৈঠকখানাতেও। ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকারক রাজেন্দ্র ঝা বললেন, 'এখন আর গৃহস্থ বাড়িগুলিতে ক্যালেন্ডার টাঙানো হয় না বললেই চলে। তাই অনেক ক্ষেত্রে ক্যালেন্ডার তৈরির ক্ষেত্রেও বদল আনতে হয়েছে। ছোট মাপের ক্যালেন্ডার বেশি তৈরি করছি।' বিক্রেতাদেরও একই আক্ষেপ। কলেজ স্ট্রিট মোড়ে পঞ্জিকা, ক্যালেন্ডার ও বই নিয়ে বসেছেন বিক্রেতা মহেন্দ্র মণ্ডল। বললেন, 'এই নববর্ষের সময়টুকুই পঞ্জিকা, ক্যালেন্ডার যা বিক্রি হয়। তবে বাংলা ক্যালেন্ডারগুলির অধিকাংশ ছবিবিহীন। সেগুলিই বিক্রি হয়েছে।'

চাহিদা কমেছে পঞ্জিকারও। কলেজ স্ট্রিটের বিখ্যাত পঞ্জিকা প্রস্তুতকারক দোকানটির সামনে নববর্ষের দিন যথারীতি ভিড় ছিল। দোকানের এক কর্মীর বক্তব্য, 'সারা বছর টুকটাক পঞ্জিকা বিক্রি হলেও নববর্ষের সময়ই চাহিদা বেশি থাকে। তবে আগের তুলনায় অনেক কম।' অক্ষয় তৃতীয়া, পয়লা বৈশাখে বাংলা নতুন বছরের আমেজে মেতে ওঠে আমজনতা। বিশেষ করে সোনার দোকানগুলিতে হালখাতা করার ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। সেই উৎসাহ এখন কমেছে। বড়বাজারের একটি বিখ্যাত সোনার দোকানের কর্মী বললেন, 'সোনার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন ক্রেতার সংখ্যা অনেকটাই কম। তাই ক্যালেন্ডার কম রাখা হয়েছে। এখন ধনতেরাসের সময় নববর্ষের থেকে বেশি ভিড় হয়।'

**মালদা ডিভিসনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ**

**সংশোধন এবং সংযোজন**

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্গঠন সম্পর্কিত কাজে প্রি নন-ইন্টারলকিং (০৭.০৮.২৫ থেকে ০৯.০৮.২৫) এবং নন-ইন্টারলকিং (১০.০৮.২৫ থেকে ১৩.০৮.২৫ পর্যন্ত) কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পূর্ব প্রকাশিত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছে : ● ১৩১৪৬ রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২৫), ১৫৭১১ হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২৫) এবং ৫৩০২৮ মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৮.২৫) – ট্রেনগুলিও বাতিল থাকবে। ● পূর্বের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২৫-এর পরিবর্তে ১৫৭১২ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২৫) বাতিল থাকবে। ● ১২.০৮.২৫ তারিখে, ১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস-এর পরিবর্তে ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাবরুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস পুনর্নির্ধারিত হবে। ● ১৩০১২ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৮.২৫) -ও রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৬ সংখ্যা, বুধবার, ২ বৈশাখ ১৪৩২

## মস্তিষ্কে ধর্ষণ

নববর্ষে বিরাটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প করতেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে এই দিনটি ছিল তাঁর কাছে পরস্পরের কাছে আসার উৎসব হিসেবে। বড়দের প্রণাম, ছোটদের সম্ভাষণ, সমবয়সিদের কোলাকুলি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মানুষে মানুষে নৈকট্যের বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন বুঝেছিলেন তিনি। বৈশাখের এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের সংকল্প ছিল, 'মুছে যাক গ্লানি/ ঘুচে যাক জরা।' অথচ ১৪৩২ আমাদের জীবনকে গ্লানিতে ভরিয়ে দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'-এর বদলে খণ্ড খণ্ড হয়ে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বুকে নতুন বছরের সূচনা হচ্ছে যেন। মোথাবাড়ি সতর্ক করেছিল। আমরা শিক্ষা নিইনি। রক্তাক্ত হয়ে গেল সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান। রাজনীতির ছোঁয়ায় পুলিশের পর নামল আধাসেনা। তা সত্ত্বেও বিভেদ ছড়িয়ে গেল মালদা, কান্দি, এমনকি শিলিগুড়িতে। ঘটনাগুলি যত ছোটই হোক বা যত নিয়ন্ত্রণেই থাক, রবীন্দ্রনাথের ঐক্য চেতনার এক বিপরীত স্রোত বয়ে চলেছে যেন।

কিছু মানুষ জীবিকাচ্যুত হয়ে এক অস্থির সময়ের মধ্যে পড়লেন নতুন বছরে। অপরাধ যারই হোক, সেখানেও যোগ্য-অযোগ্যের বিভাজন। পরস্পরের প্রতি দোষারোপের পালা ক্লেদ বইয়ে দিচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। কবিরা প্রশ্ন তুলছেন, ধর্ষণ কি শুধু যৌনাঙ্গে হয়, মস্তিষ্কে হয় না? অযোগ্য শব্দটি উচ্চারণের সুযোগ তৈরি হল যাঁদের পাপে, তাঁদের বিরুদ্ধে বরং ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ হতে পারত নববর্ষের সংকল্প।

বদলে পারস্পরিক সন্দেহ বিষিয়ে দিচ্ছে জীবিকার জন্য লড়াইয়ের ঐক্যবদ্ধ পরিবেশকে। মস্তিষ্কে ধর্ষণের কারণেই প্রতিবেশীকে, সহ নাগরিকের প্রতি এত সন্দেহ, এত ঘৃণার চাষ হয়ে চলেছে চারদিকে। যার ফসল মোথাবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি- একের পর এক অশান্তির বাতাবরণ। হিংসায় কেউ হারাচ্ছেন প্রাণ, কেউ হারাচ্ছেন স্বজন। কারও বাড়ি জ্বলছে, কেউ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন। ধর্মীয় কারণে উচ্ছেদ হওয়ার পুরোনো স্মৃতি বিভীষিকা হয়ে ফিরছে কারও কারও জীবনে। অসহনীয় রূঢ় বাস্তব!

রবীন্দ্র চেতনার বিপরীতে আমাদের কেউ কেউ বিদ্বেষ ভাবনায় প্রভাবিত হচ্ছেন। যে ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পনামাফিক। কখনো-কখনো বিদেশের মাটি থেকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। কবির ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, ধর্ষিত হচ্ছে মস্তিষ্ক। শুভচিন্তার বদলে হৃদয়ে তাই ঠাঁই পাচ্ছে ভিনজাত, ভিনধর্মের প্রতি আক্রোশ, ঘৃণা। মৌলবাদ এখন পৃথিবীজুড়ে মানবতার সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। যে মৌলবাদ বিভিন্ন ধর্মের বেশ ধরে আসে।

যে বেশেই আসুক না কেন, মৌলবাদের লক্ষ্য বিনাশ, নিধন। আন্তর্জাতিকতাবাদের যে চিন্তা রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়েছিলেন, তার স্থান নিচ্ছে সংকীর্ণ জাতীয়তার ভাবনা। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে রাজনীতির নামে মতাদর্শগত বিচ্যুতি ভয়ংকর বিপদকে জড়িয়ে দিয়েছে আমাদের জীবনে। মোথাবাড়ি থেকে মুর্শিদাবাদ- গুজবের চাষ সম্প্রসারিত করে চলেছে মৌলবাদ। কখনও দেশের গণ্ডির মধ্যে থেকে, কখনও সীমানা পার হয়ে অন্য ভূখণ্ড থেকে সেই চক্রান্ত অবিরাম হয়ে চলেছে।

ঐক্যবদ্ধভাবে সেই বিদ্বেষ ঠেকানো যেখানে নববর্ষের সংকল্প হওয়া উচিত, সেখানে একদল মানুষ সেই চক্রান্ত বুঝেও তাতে শামিল হয়ে যাচ্ছেন শুধু সংকীর্ণ ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে। মৌলবাদ আমাদের সমাজ জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। তাকে আটকানোর চেষ্টা না করে প্রতিবেশীকে, ভিনধর্মকে, ভিনজাতকে অহেতুক শত্রু ঠাউরে ফেলার খেলা চলছে।

মোথাবাড়ির দুই ধর্মের দুই শিশুর একসঙ্গে মিড-ডে মিল খাওয়ার যে ছবি ভাইরাল হয়েছে, তা আমাদের আশার উদ্রেক করে বটে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যে, এই ছবিকেও বিষিয়ে দিতে তৎপরতা কম নয়। নতুন বছর আমাদের অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয় বটে। কিন্তু জীবন যতক্ষণ, ততক্ষণ অনন্ত আনন্দবোধে নিজেদের জারিত রাখার সুযোগ হেলায় নষ্ট করে চলেছি আমরা। এই বিষবৃক্ষের বিনাশই হতে পারে এবারের নববর্ষের সংকল্প।

## অমৃতধারা

অতীতে যা হয়েছিল তা এখন হচ্ছে,এখন যা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে হবে,তার জন্য চিন্তিত হচ্ছো কেন? প্রতিদিনের মাঝে নিহিত আছে গুপ্ত রহস্য অনেকবার সেটা তুমি দেখেছ। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না, সে নিজের প্যাঁচের ধাঁধায় আটকে পড়ে। সৎ ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যে কোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই।

-ব্রহ্মাকুমারী

## আলোচিত

বাংলা জ্বলছে। দাঙ্গাবাজদের একটাই দাওয়াই, ডান্ডা। লাথো কা ভূত বাতো সে কাহাঁ মাননেওয়ালা হ্যায়! ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দাঙ্গাবাজদের স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে। যারা হিংসা ছড়াচ্ছে, তাদের শান্তির দূত বলছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তিকারীরা বাংলাদেশ চলে যান না!

-যোগী আদিত্যনাথ

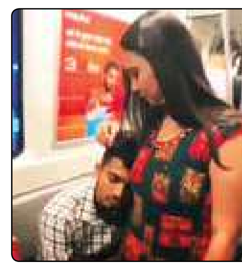

## ভাইরাল

অচেনা। তা বলে কি প্রেম দেব না? মেট্রোয় ক্লান্ত অবস্থায় বারবার ঘুমে ঢলে পড়ছিলেন এক তরুণ। তাঁর অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন এক তরুণী। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তরুণের মাথা নিজের বুকে টেনে নিলেন ওই তরুণী। 'মোমেন্ট হে ভাই মোমেন্ট হে...।' ছবি ভাইরাল।

## আজ

**১৯৬৬**

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি শিল্পী নন্দলাল বসু।

**১৯৮৭**

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট অভিনেতা বিকাশ রায়।

## সোজা-সাপটা

**বাজি ধরে ঘুষ খেতেন তিনি। চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখেছিলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুষ খাবেন। এক গ্রামীণ মানুষকে মাদি-ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে দেখে আটকালেন। বললেন, এ কি! মাদি ঘোড়ায় চড়েছ কেন?**

# পকেটভরা চপমুড়ি ও বিচিত্র মানুষদের ভুলিনি

### ভগীরথ মিশ্র

সুকোমল। বালুরঘাটের ছেলে। তাকে চিনতাম। ব্লক পরিচালিত একটি ইটভাটায় সুপারভাইজার ছিল সে। খুবই মিষ্টভাষী আর পরোপকারী ছেলে। তার ছিল বিচিত্র স্বভাব। সেই স্বভাবের কথা অনেকের মতো আমিও জানতাম না।

গাছ খুব ভালোবাসত সুকোমল। বাগান করতেও ভালোবাসত। কিন্তু তার ছোট্ট বাড়িতে বাগান করবার জন্য একটুও জায়গা ছিল না। সেই কারণে সে করত কি, রাতের বেলায় একজনের বাগান থেকে লুকিয়ে কয়েকটি গাছ তুলে এনে অন্যের বাগানে লাগিয়ে দিত। রাত পোহাতেই একপক্ষ দেখত, তার বাগানের কয়েকটি গাছ হাওয়া। অন্যপক্ষ দেখত, তার বাগানে রাতারাতি গুটিকয় অতিরিক্ত গাছ ঢুকে পড়েছে। অথচ কেউই বুঝতে পারত না, কেমন করে এটা সম্ভব হল! একবার একের গাছ অন্যের বাগানে লাগাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সুকোমল। তাতেই ব্যাপারটা জানা গেল। আমরাও জানলাম। পরবর্তীকালে ওই নিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিত না, কেবল মিটিমিটি হাসত।

বালুরঘাট ব্লকে একজন পিএ অর্থাৎ প্রোগ্রেস অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন, নামটা আজ আর মনে নেই, তবে কুশমণ্ডি এলাকায় বাড়ি ছিল তাঁর। তাঁর মধ্যেকার উদ্ভট ব্যাপারটা ছিল এই যে, সংবৎসর গায়ে একটি হাওয়াই শার্ট পরেই থাকতেন ভদ্রলোক। ভেতরে গেঞ্জি অবধি থাকত না। এমনকি, ঘোর শীতকালেও এই ছিল তাঁর পোশাক।

হিলি ব্লকের এক গ্রামসেবক। গাছপালা তাঁর হাতে কথা বলত। এককথায় তিনি ছিলেন গাছ তৈরির জাদুকর। জেলার ডিএম, এসপিদের মতো উচ্চপদস্থদের কোয়ার্টারের বাগানগুলি তিনি নিপুণ হাতে বানিয়ে দিতেন। তাঁর হাতের জাদুতে মুগ্ধ থাকতেন ওই আমলারা। এমন একজন গুণী মানুষের চরিত্রের একটা অন্যদিকও ছিল। তিনি মুড়ি-মুড়কির মতো ঘুষ খেতে পারতেন। এমনকি, বরেন দাসের নামে মঞ্জুর হওয়া লোন বিলি করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, সরকারি নথিতে বরেনের 'র'টি ভুল করে 'ব' হয়ে গিয়েছে। ওটা ছিল সত্যিকারের ভুলই। বাবার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু 'ব'-এর তলার ওই ফুটকির অনুপস্থিতিই যত গোল বাধাল। শোনা যায়, ব-এর তলায় একটি ফুটকি বসিয়ে দেওয়ার মূল্য হিসেবে করকরে একশোটি টাকা নগদ আদায় করেছিলেন ভদ্রলোক।

তিনি নাকি বাজি ধরে ঘুষ খেতেন। একবার নাকি রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখেছিলেন, আধঘণ্টার মধ্যেই একজনের থেকে ঘুষ খাবেন। আধঘণ্টা যখন প্রায় অতিক্রান্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে একজন গ্রামীণ মানুষকে একটি মাদি-ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে দেখে ওকেই আটকালেন ভদ্রলোক। বললেন, এ কি! মাদি ঘোড়ায় চড়েছ কেন? গাই-গোরু দিয়ে হাল চষানো, মাদি ঘোড়ায় চড়া, এসব যে বেআইনি, তা জানো না? গ্রামীণ মানুষটি শুনেই থতমত খেয়ে একসা। সুযোগ বুঝে তাঁর থেকে কিছু নগদ দক্ষিণা আদায় করেছিলেন ভদ্রলোক।

পুষ্পাক্ষ চাকমা ছিলেন গঙ্গারামপুরের বিডিও। এমনিতে খুব সহজ-সরল মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার-স্যাপার ছিল যার জন্য ভদ্রলোককে আজও ভুলিনি। প্রথমত, খুব তড়বড় করে কথা বলতেন। তাঁর উচ্চারণেও একজাতের 'আধো-আধো বোল' গোছের ব্যাপার ছিল। সেই কারণেই, তাঁর মুখনিঃসৃত কথাগুলি একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই বুঝি ষোলোআনা বুঝতে পারত না। প্যান্টের পকেট দুটোই ছিল তাঁর বাজারের ব্যাগ-কাম-টিফিনবাক্স। বাজারে তিনি কোনও থলি নিয়ে যেতেন না। আলু-পেঁয়াজ ইত্যাদি যাবতীয় সবজি তিনি প্যান্টের দুটি পকেটে ভরেই নিয়ে আসতেন। মাছ জাতীয় আমিষ বস্তুগুলি কীভাবে আনতেন তা অবশ্য এতদিন বাদে আর মনে নেই।

মনে আছে, আমাদের জেলা স্তরের মিটিংগুলোতে যখন আসতেন, তাঁর দুই পকেটে কেক-বিস্কুট জাতীয় টিফিন ভরে আনতেন। খিদে পেলেই পকেট থেকে বের করে খেতেন। একবার বালুরঘাটে, একটা মেলায় তাঁকে দেখেছিলাম। মেলার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মুড়ি ও তেলেভাজা খাচ্ছেন। প্যান্টের একটি পকেটে ঠাসা রয়েছে মুড়ি, অন্যটাতে আলুর চপ, বেগুনি জাতীয় তেলেভাজা। মেলার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে দিব্যি এক পকেট থেকে মুড়ি ও অন্য পকেট থেকে তেলেভাজা বের করে খাচ্ছেন।

খুব আলাভোলা গোছের মানুষ ছিলেন পুষ্পাক্ষ। পোশাক-আশাকের কোনও ছিরিছাঁদ ছিল না। ইস্ত্রিহীন কোঁচকানো জামা ও ঢলঢলে প্যান্ট পরে তিনি অফিস করতেন। জেলা স্তরের মিটিংগুলোতেও আসতেন ওই জাতের পোশাক পরে। আমার গৃহিণীও তাঁকে একাধিকবার দেখেছেন। সেই কারণেই আমাকে এলোমেলো পোশাক পরতে দেখলে বলতেন, তুমি যে দিন-দিন চাকমা হয়ে উঠছ!

একটা ঘটনার কথা বলি। তখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। ওই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় মাঝে মাঝেই জেলাগুলোতে এসে মিটিং করতেন। একবার খবর এল, তিনি বালুরঘাটে মিটিং করতে আসবেন। এও খবর পাওয়া গেল, শিলিগুড়িতে মিটিং সেরে তাঁর বালুরঘাটে পৌঁছোতে অনেক রাত হবে। মালদা-বালুরঘাট রোড ধরেই তাঁকে আসতে হবে বালুরঘাটে। মধ্যে পড়বে গঙ্গারামপুর ব্লক। ব্লক অফিসের সামনে দিয়েই তাঁকে যেতে হবে। খবরটা পেয়েই পুষ্পাক্ষ একটা কাজ করলেন। রাস্তার ধার ঘেঁসে একটা আদিবাসীদের বস্তি ছিল। সন্ধে নাগাদ হ্যাজাক জ্বালিয়ে ওই বস্তির ধারে একটা টিউবওয়েল পুঁততে শুরু করে দিলেন। একসময় পাইপ পোঁতার কাজে নিজেও লেগে গেলেন।

রাত এগারোটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার কালে দেখলেন, গভীর রাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে টিউবওয়েল পোঁতার কাজ চলছে। কৌতূহলবশত তিনি তাঁর কনভয় থামিয়ে খোঁজ নিলেন, কারা এত রাত অবধি টিউবওয়েল বসাবার কাজ করছে? তলব পাওয়ামাত্র

পুষ্পাক্ষ দৌড়োতে দৌড়োতে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির কাছে এসে হাজির। তাঁর তখন পুরোপুরি খালি গা। পরনে কেবল একটি আন্ডারওয়্যার। সারা শরীর ঘর্মাক্ত ও কর্দমাক্ত। ওঁর পরিচয় পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী একেবারে তাজ্জব ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরের দিন জেলা স্তরের মিটিংয়ে তিনি ঘটনাটির উল্লেখ করে ওই বিডিওর শতমুখে প্রশংসা করলেন, বিডিও স্বয়ং আন্ডারওয়্যার পরে টিউবওয়েল পুঁতছে! ভাবা যায় না!

পরবর্তীকালে গঙ্গারামপুরের অন্য কর্মচারীদের মুখ থেকে পেছনের পুরো ঘটনাটা শুনে আমরা হেসে বাঁচি না। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রী চলে যাবার পর খোদ জেলা শাসকও ওই নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন।

ডিএম-এর মিটিংগুলোতে পুষ্পাক্ষকে নিয়ে অনেক রকমের মজা হত।

একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

ওই সময়কালে প্রত্যেক ব্লকের জন্য কৃষিলোনের কোটা বেঁধে দেওয়া থাকত। অঞ্চল-প্রধানরা লোন প্রাপকের তালিকা পেশ করতেন বিডিওর কাছে। বিডিও সেই তালিকা ধরে ধরে তদন্ত করাতেন। তদন্ত শেষে তালিকাটি চূড়ান্ত করা হত। তারপর লোন প্রাপকদের একটা বন্ডে সই করতে হত। তারপর শুরু হত লোন বিলির কাজ। তো, জেলা স্তরের মিটিংয়ে ব্লকে-ব্লকে লোন বিলির ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাকালে একসময় আসত গঙ্গারামপুরের পালা। ওই সময় বিডিও-ডিএম-এর মধ্যে কথোপকথনটি হত এই রকম—

বিডিও, গঙ্গারামপুর--, আপনার ব্লকে কত মানুষের লোন পাওয়ার কথা?

দেড়শো স্যর।

কী অবস্থা?

কাজ কমপ্লিট স্যর।

টাকাটা কি সবার হাতে পৌঁছে গিয়েছে?

এক সপ্তাহের মধ্যেই সবাই হাতে পেয়ে যাবে স্যর।

বন্ডে সইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে?

ওটাই কেবল বাকি স্যর। এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ডে সই হয়ে যাবে। তারপরই—

এনকোয়ারি শেষ করে বেনিফিশিয়ারি সিলেকশনের কাজ শেষ হয়ে গেছে?

এনকোয়ারি এক সপ্তাহের মধ্যেই সেরে ফেলব স্যর। তারপর বন্ডে সই করিয়েই লোন বিলি শুরু করে দেব।

অঞ্চল প্রধানদের থেকে বেনিফিশিয়ারির তালিকা এসে গেছে?

এই সপ্তাহের মধ্যেই সব তালিকা পেয়ে যাব স্যর। তারপরই এনকোয়ারি শেষ করে বন্ডে সই করিয়ে লোনগুলো বিলি করে দেব।

ততক্ষণে সারা হল জুড়ে হাসির রোল উঠেছে।

এই ছিলেন চাকমা সাহেব।

এই মুহূর্তে আরেক মজার মানুষের কথা মনে পড়ছে। তাঁর ব্যাপারটা ছিল আরেক রকমের। তিনি ছিলেন বালুরঘাট কালেক্টরেটেরই একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দিব্যি মনে থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের নামটা উহ্য রাখতে হচ্ছে স্রেফ সৌজন্যের খাতিরে। তবে তাঁর পদবি ছিল দে।

খুবই সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন মি. দে। তবে পাবলিকের থেকে দু'হাতে পয়সা লুটতেন। সে তো অনেকেই লোটে, কিন্তু মি. দে'র কিছু বিশেষত্ব ছিল। তার মধ্যে একটি হল, সম্ভবত বিনে পরীক্ষায় চাকরি বলেই তাঁর মনে হয়ে থাকবে যে, অন্যদের মনে তাঁর জ্ঞানগম্যি নিয়ে সংশয় থাকলেও থাকতে পারে। সম্ভবত সেই কারণে, তিনি পরিচিত, আধা-পরিচিত সবার সামনে কথায় কথায় আইন সম্পর্কে নিজের জ্ঞান জাহির করতে সদা তৎপর ছিলেন। অন্যের আইন-জ্ঞানের পরীক্ষাও নিতেন। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য ফাঁস হয়ে গেল যে, ওই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দুটির বেশি প্রশ্ন নেই। একনম্বর প্রশ্নটি হল, বলুন তো, লিডিং কোয়েশ্চন বলতে আইনের পরিভাষায় কী বোঝায়? আর, প্রশ্নমালার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, ৩০২ ধারা আর ৩০৪ ধারার মধ্যে তফাত বোঝেন?

আইন নয়, আমাদের কাছে যেটা খুব মজাদার ঠেকত, তা হল, প্রায় দু'-তিন বছর একই স্টেশনে কাজ করেছি, ওই সময়ে যতবার যাকেই তিনি আইনের কূটিলতা বোঝাতে গিয়েছেন, একশোভাগ ক্ষেত্রেই আইনের ওই দুটো প্রসঙ্গ তুলেছেন। মজলিশ বা পার্টিতে এলে সর্বদা ডিএম, এসপি গোছের ওজনদারের কাছাকাছি চেয়ারে বসবার জন্য উশখুশ করতেন। আর বসামাত্র ঘুরেফিরে আইনস্য কুটিলা গতি নিয়ে শুরু করতেন ভাষণ। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই ডিএম, এসপিরাও রায় সাহেবের বিচিত্র চরিত্রের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন। ওই নিয়ে আড়ালে খুব হাসাহাসি করতেন তাঁরাও।

যতদিন বালুরঘাটে ছিলাম, লক্ষ করেছি, রায় সাহেবের ওই হীনমন্যতাজনিত আচরণগুলো বেড়েই যাচ্ছিল।

## জনমন জনমত

### আমরা যেন পথভ্রষ্ট

মুর্শিদাবাদ থেকে চারশোর কাছাকাছি এক্সোডাস। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে লালিত একটি রাষ্ট্রের কালো সময়। ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘুদের আন্দোলন- গণতান্ত্রিক পরিসরে অবশ্যই স্বাগতম। কিন্তু শান্তিপূর্ণ শব্দ যখন আন্দোলনের চরিত্রকে প্রতিস্থাপিত করে লুটপাট, মারধর, সরকারি সম্পত্তির ধ্বংস সাধন করে, তখন সেটা চিন্তার বিষয় হয়ে দেখা দেয় অবশ্যই। সাংবিধানিক দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ঘৃণার চিত্রনাট্য। যারা মারছে এবং যারা মার খাচ্ছে, উভয়ের কাছে ধর্ম আসলে টিকে থাকার কৌশল, জীবনের অবলম্বন বলে আমার অন্তত মনে হয় না। রাখিবন্ধনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমাদের, আর আমরাই কি না পথভ্রষ্ট হয়ে জ্বালছি হিংসার পাণ্ডুলিপি। ভুলছি রবীন্দ্রনাথ, মানছি না নজরুল।

নিজেদের দাবিকে জোরালো করতে অন্য ধর্মের মানুষজনের ওপর নিপীড়নের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে আসা আমার রাজ্য। এসব কেন ভাবতে গিয়ে খুঁজে পাই এক রাজনৈতিক অন্ধকার। প্রশাসন সদর্থক পদক্ষেপ করে সহনাগরিকদের নিরাপত্তা দিক।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেই একই জায়গাতে আমাদের কাঁটা আটকে। ধর্মের মোহের এসব কালাজাদু পেরিয়ে নতুন ভোরের দিকে তাকিয়ে থাকুক যাবতীয় মানুষ। হ্যাঁ হিন্দু-মুসলিমের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে শুধুই মানুষ।

**সৌরভ মজুমদার**
**প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।**

## চাকরি বাতিল নয়, আসলে কর্মী ছাঁটাই

বেকারত্বের অনুভূতি নিয়ে মিথ্যে খেলায় মেতে উঠছে সরকার। প্রথমে টেনেহিঁচড়ে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করাতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারপর নিয়োগের প্রক্রিয়াগত দুর্নীতি, প্রশ্ন নিয়ে দুর্নীতি, কাউন্সেলিংয়ে দুর্নীতি, বদলি নিয়ে দুর্নীতি। এসবই তো চলছে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কোনও ভূমিকা দেখতে পাচ্ছেন?

রাজ্য বলুন বা কেন্দ্র, শাসকদল বা বিরোধী দল আসলে সরকারি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ আপনার সঙ্গে নেই। এরা কেউ শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে না। কেউ সরকারি শিক্ষকতার চাকরি দিতে চাইছে না। এত শিক্ষকের চাকরি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, নতুন চাকরি দেওয়া হচ্ছে কয়টা? এই একটামাত্র ডিপার্টমেন্ট, যেখানে প্রচুর কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। তাই চেষ্টা একটাই, না থাকবে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, না থাকবে সরকারি শিক্ষক হওয়ার চাহিদা। তার আগেভাগে যদি শিক্ষা নিয়ে আরও কিছু টাকাপয়সা উপার্জন করা যায়, সেজন্য নেতারা মিটিং-মিছিল কমিয়ে আইনজীবীর ভূমিকায় কেস-কেস খেলা খেলছেন।

নিয়োগ নিয়ে মামলাগুলিতে নেতাদের যেমন সাইড ইনকাম থাকছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে ফুটেজ। সাধারণ জনগণ, বেকার তরুণ-তরুণীদের বোকা বানিয়ে রাখা হচ্ছে। শিক্ষা সংক্রান্ত কেসগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার সম্মান নষ্ট হচ্ছে।

জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা করেছে আদালত করেছে। কোর্টের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না। সেই সুযোগের অপব্যবহারে কলমের খোঁচায় বুকে গুলি করা হচ্ছে শিক্ষকদের। বেকার তরুণ-তরুণীদের মন থেকে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার স্বপ্নকে হত্যা করা হচ্ছে। শিক্ষকদের হাত থেকে বেত কেড়ে নিয়ে সমাজের মেরুদণ্ডকেই ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। চক্রান্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, শিক্ষকরা বসে বসে বেতন নেয়। সরকারি স্কুলে পড়াশোনা হয় না। আমরা শুধু অন্ধের মতো তা মেনে নিই। গভীরে গিয়ে ভাবি না।

এভাবেই তো চলছে কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং রাজ্যের শিক্ষার পিপিপি মডেলের চুপিচুপি প্রয়োগ। চলছে গরিব শ্রেণির একটা প্রজন্মকে মূর্খ করে রাখার অপচেষ্টা। যেখানে শিক্ষা কম, সেখানে প্রতিবাদ কম। শাসন-শোষণ সুবিধাজনক। তাই নেতারা চাইছেন, জনগণ সরকারি শিক্ষকদের ঘৃণা করুক। সরকারি সিলেবাসকে গাঁজাখুরি মনে হোক। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাক। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে গেলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ডেকে আনার বাতাবরণ সৃষ্টি করা সহজ হবে। দেশে বা রাজ্যে যা পরিস্থিতি চলছে তা শুধু বেসরকারিকরণেরই নীল নকশা। সবটাই পুঁজিপতিদের স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীতদাস হয়ে শিক্ষাদান এবং শিক্ষালাভ করার মতো অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই যুবসমাজকে অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের চোখের পট্টি খুলুন। রাজনৈতিক বোঝাপড়া আর নোংরা ষড়যন্ত্রটা বোঝার চেষ্টা করুন। তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস কারও মুখাপেক্ষী না থেকে রাজপথে নামুন। শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলুন। এটা শুধুই অযোগ্যদের বাতিল নয়, এটা কোনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, এটা একধরনের সরকারি কর্মী ছাঁটাই পর্ব চলছে।

**দীপঙ্কর বর্মন**
**পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।**

## নববর্ষে আসুন বাংলা চর্চার অঙ্গীকার করি

গতানুগতিকভাবে প্রতি বছর বাংলা নববর্ষ আসে আর চলে যায়। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হয়ে থাকে। নববর্ষে আমরা সবাই এক আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠি। সরকারি কর্মচারীরা এবং সকল সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটি ছুটির দিন উপভোগ করেন।

অত্যন্ত আনন্দের খবর এই যে, বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার সম্মান লাভ করেছে। আসুন পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে আমরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করি। ঘরে ঘরে যতটুকু সম্ভব বাংলায় কথা বলি। লক্ষ করলে দেখা যায়, বিশেষত কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা কথা বলার সময় বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে কথা বলতে খুবই আগ্রহী।

বলতে দ্বিধা নেই, যুগ যুগ ধরে বাংলা ভাষায় প্রচুর অন্য ভাষার শব্দ এসে যুক্ত হয়েছে এবং এভাবেই আমরা সেগুলোকে রপ্ত করে নিয়েছি।

কিন্তু দেখা যায়, বর্তমান যুগের বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা বিশেষত যারা ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা করে তারা হিংলা (হিন্দি+ইংরেজি+বাংলা) ভাষায় কথা বলছে, যা অত্যন্ত শ্রুতিকটু। তাই আসুন বাড়িতে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলা ভাষায় কথা বলতে উৎসাহিত করি।

সব ভাষাকে সম্মান জানিয়ে বলছি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামের ফলক নিজের পছন্দের ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও লেখা বাধ্য করা হোক এবং সেজন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। এভাবেই বাংলা ভাষা দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

**ধনঞ্জয় পাল**
**দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৬

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ★ | ২ | | ৩ | | ★ | ৪ |
| ৫ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | ৬ | | ৭ | | |
| | ★ | ৮ | | ★ | | ★ | ★ |
| ★ | ★ | | ★ | ৯ | | ★ | ১০ |
| ১১ | | | ১২ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | | ★ | ১৩ | | |
| | ★ | ১৪ | | | | ★ | |

**পাশাপাশি :** ২। ধ্বংস, ছারখার বা তছনছ ৫। গোলাকার বা বৃত্তাকার ৬। নিজের খিদে মেটানোর মতো যার সম্বল নেই ৮। আসল নয় কিন্তু মাছ ধরতে লাগে ৯। সাধারণ জনতা অথবা ফলের নাম ১১। কোন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক বা বাদানুবাদ ১৩। কখনও নয় ১৪। চড়াই পাখির অন্য নাম।

**উপর-নীচ :** ১। দেব সেনাপতি কার্তিকের স্ত্রী ২। মুহূর্ত বা নিমেষ ৩। বাঁদর অথবা পোকা ৪। প্রদীপ জ্বালাতে লাগে ৬। সাম্প্রতিক বিষয় ৭। যে ঘরে পুরুষদের ঢোকা বারণ ৮। পাচক বা হজমি ৯। জমির সীমানা বা মৌমাছির হুল ১০। ভিড়ের চাপে আহত ১১। যে ফন্দি আঁটে ১২। পাকা খোলা জায়গা ১৩। অজ্ঞাতবাসে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

**সমাধান ■ ৪১১৫**

**পাশাপাশি :** ১। অঙ্গরাখা ৩। কণ্টক ৫। জাপটাজাপটি ৬। শকুন ৭। গোলাপ ৯। করালবদনা ১২। লালিমা ১৩। জরিমানা।
**উপর-নীচ :** ১। অহর্নিশ ২। খারাপ ৩। কলিজা ৪। কপাটি ৫। জান ৭। গোলা ৮। পদ্মাসনা ৯। কমলা ১০। লহমা ১১। দরাজ।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

# ভারতের সুতো আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশে

**ঢাকা, ১৫ এপ্রিল :** ভারত থেকে সুতো আমদানিতে রাশ টানল বাংলাদেশ। সেদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বেনাপোল, ভোমরা, সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারী সহ সবকটি স্থলবন্দর দিয়ে এখন থেকে সুতো আমদানি স্থগিত থাকবে। সমুদ্রপথ বা অন্য কোনওভাবে সুতো আমদানি অবশ্য আগের মতোই চলবে।

সম্প্রতি তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্টের সুবিধা বাতিল করে দিয়েছে ভারত। সেই সিদ্ধান্তের পরেই ইউনূস সরকারের ভারত থেকে সুতো আমদানিতে রাশ টানার চেষ্টা তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রক আগেই জানিয়েছে, ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের ফলে ভারতের মধ্যে দিয়ে নেপাল বা ভুটানে পণ্য রপ্তানি করতে বাংলাদেশের সমস্যা হবে না। তারপরেও ভারত থেকে সুতো আমদানিতে ঢাকার রাশ টানার চেষ্টা নিয়ে এদিন পর্যন্ত অবস্থান স্পষ্ট করেনি কেন্দ্র।

বাংলাদেশ প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতীয় সুতোর ওপর নির্ভরতা কমাতে সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছিল বস্ত্র মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল অ্যাসোসিয়েশন। স্থানীয় যদিও এর ফলে পোশাক তৈরির খরচ বাড়ার আশঙ্কা করছেন বস্ত্র রপ্তানিকারীদের বড় অংশ। তাঁদের মতে, পালাবদলের পর আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার গভীর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে। যার জেরে আমেরিকা ও ইউরোপে বাজার হারিয়েছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প। ভারত থেকে কম খরচে সুতো আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বুমেরাং হতে পারে।

# বরখাস্ত নাসার বিভাগীয় প্রধান

**ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল :** ট্রাম্পের নির্দেশে এবার চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন নাসার একটি ল্যাবের প্রধান ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীলা রাজেন্দ্র। নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাব ডিইআই-এর প্রধান ছিলেন নীলা। ট্রাম্প জানিয়েছেন, যে প্রোগ্রামগুলি তিনি করছেন সেগুলি জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে মার্কিনদের বিভক্ত করছে। এটা লজ্জাজনক বৈষম্য। এতে মার্কিন করদাতাদের অর্থ নষ্ট হচ্ছে। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার বৈচিত্র্য, সাম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভাগ ডিইআই। এখানে অন্য যে কর্মীরা ছিলেন তাঁদের চাকরিও চলে গিয়েছে। মার্কিন সরকার ডিইআই পদটিকেই মুছে দিয়েছে। তবে নীলাকে চাকরিতে বহাল রাখতে সবরকমের চেষ্টা করেছিল নাসা। পারেনি। ট্রাম্প সরকার ডিইআই পদ তুলে দেওয়ার পর নাসা কর্তৃপক্ষ নীলাকে দলীয় উৎকর্ষ ও কর্মচারী সাফল্য বিভাগের প্রধান করেছিল। ট্রাম্প সেই পদ থেকেও নীলাকে ছেঁটে দেন।

# এবার বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল :** এবারের বর্ষাকালে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার মাসের এই বর্ষাকালে গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১০৫ শতাংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদি গড়ের (৮৭ সেন্টিমিটার) চেয়ে বেশি।

এই পূর্বাভাস কৃষি ও দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক খবর। ভারতের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৫২ শতাংশ বর্ষার জলের ওপর নির্ভর করে। এছাড়া পানীয় জল ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও বর্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানান, এবছর এল নিনো পরিস্থিতির সম্ভাবনা কম, যা সাধারণত বর্ষায় কম বৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত থাকে। তবে জলবায়ু বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন, সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিপাত বেশি হলেও তা সর্বত্র একই মাত্রায় নাও হতে পারে। বর্তমানে বর্ষার দিনের সংখ্যা কমলেও অল্প সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়ছে। এর ফলে খরা ও বন্যা ঘনঘন দেখা দিচ্ছে।

# ধাক্কা মুখ্যমন্ত্রীর

**বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিল :** জোর ধাক্কা কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। মাইসুরু নগরোন্নয়ন বিভাগ (মুডা)-এর জমি বেআইনিভাবে বণ্টনের অভিযোগে তাঁর নাম জড়িয়েছে। মঙ্গলবার এমপি এমএলএ আদালত জানাল, মামলায় লোকায়ুক্ত পুলিশ সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধেও তদন্ত চালিয়ে যাবে। আদালত জানিয়েছে, দুর্নীতিতে জড়িত প্রত্যেকের ব্যাপারে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। আদালত জানিয়েছে, ইডি রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করতে পারে। লোকায়ুক্ত পুলিশেরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাধা নেই।

## হাসপাতাল থেকে চুরি ও ধর্ষণ নিয়ে শীর্ষ আদালতের কড়া অবস্থান

# শিশু হারালে লাইসেন্স বাতিল করার সম্ভাবনা

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল :** কোনও হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত শিশু চুরি বা নিখোঁজ হলে সবার আগে ওই হাসপাতালের 'লাইসেন্স' বাতিল করতে হবে। মঙ্গলবার শিশুপাচার সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিতে এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শিশুপাচার সংক্রান্ত সব মামলায় ছ'মাসের মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চের নির্দেশ, প্রতিটি নিম্ন আদালতের কাছে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিতে হবে হাইকোর্টগুলিকে।

শিশু পাচারের একটি মামলায় অভিযুক্ত তিনজনকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে জামিন দিয়েছিল, তা মঙ্গলবার বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালত কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং হাইকোর্টের ভূমিকারও।

ওই মামলায় অভিযুক্তদের আগাম জামিনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন নিখোঁজ এক শিশুর মা। তাঁর অভিযোগ, নবজাতককে চুরি করে তাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল পুত্র-সন্তানের অভিলাষী এক দম্পতির হাতে।

সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, এমন অপরাধে দোষীদের জামিন দেওয়া সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। শীর্ষ আদালতের মতে, একটি শিশু মারা গেলে কালক্রমে তা সয়ে যায় মা-বাবা'র। তাঁরা এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনাকে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বলে মেনে নেন। কিন্তু যদি শিশু হারিয়ে যায় এবং তাকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে সেই যন্ত্রণা তাঁরা সারাজীবন বয়ে বেড়ান। এটা মৃত্যুর থেকেও বেশি যন্ত্রণাদায়ক।

সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে দেশের সব রাজ্যকে শিশু পাচার রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, যদি কোনও রাজ্য এই নির্দেশ অমান্য করে, তাহলে তা আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হবে।

দেশের সমস্ত হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শিশু পাচারের মামলাগুলির বিচার ছয় মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য নিম্ন আদালতগুলিকে নির্দেশ দিতে। প্রতিটি রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা প্রতিবেদন খতিয়ে দেখে দ্রুত তা রূপায়িত করতে হবে। শিশু পাচারের মামলা হলে প্রতিটি রাজ্যের হাইকোর্টকে মামলার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রতিদিনের ভিত্তিতে শুনানি চালিয়ে যেতে হবে।

আদালত জানিয়েছে, যদি কোনও নবজাতক কোনও হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ বা পাচার হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের লাইসেন্স সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করতে হবে। সেই সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর নবজাতকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায় রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের মতে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট মামলাটি হালকাভাবে নিয়েছে এবং জামিন দেওয়ায় অনেক অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কেন রাজ্য সরকার এই জামিন আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে কোনও আপিল করেনি। আদালতের কথায়, 'উত্তরপ্রদেশ সরকার যেভাবে এই মামলাটি পরিচালনা করেছে, তাতে আমরা অত্যন্ত হতাশ। বোঝাই যাচ্ছে, তারা কোনও গুরুত্বই দেয়নি মামলাটিকে।'

# এলাহাবাদ হাইকোর্টের মন্তব্য 'অসংবেদনশীল'

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল :** নির্যাতনের দায় নির্যাতিতার ঘাড়ে চাপানো যায় না। এই সহজ সত্যটা ভুলে রায় দিয়ে ফের শীর্ষ আদালতের রোষের মুখে পড়তে হল এলাহাবাদ হাইকোর্টকে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট এক ধর্ষণ মামলায় রায় দেওয়ার সময় মন্তব্য করে, নিজের দোষেই বিপদে পড়তে হয়েছে নির্যাতিতাকে। তাঁর যৌন হেনস্তার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। সেই মন্তব্যে মঙ্গলবার উচ্চ আদালতকে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্য করা একেবারেই অনুচিত। হাইকোর্ট যা বলেছে তা 'অত্যন্ত অসংবেদনশীল' বলেও মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের।

দিনকয়েক আগেই এক ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। রায় দেওয়ার সময় বিচারপতি সঞ্জয়কুমার সিংয়ের বেঞ্চ মন্তব্য করেছিল, 'নির্যাতিতার অভিযোগকে যদি সত্য বলে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও এটা বলা যায় যে তিনি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। এর দায় সর্বতোভাবে তাঁর।' সেই মন্তব্য নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ও আপত্তি জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের ডিভিশন বেঞ্চ ওই রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেছে, 'জামিন দেওয়া যেতেই পারে অভিযুক্তকে। কিন্তু নির্যাতিতা নিজেই বিপদ ডেকে এনেছেন, একথা বলা যায় না। যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনায় মন্তব্য করার আগে আরও সতর্ক থাকতে হবে আদালতকে।'

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশের নয়ডার এক নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তিন বান্ধবীর সঙ্গে দিল্লির হাউস খাস এলাকায় একটি পানশালায় গিয়েছিলেন। সেখানে পূর্বপরিচিত কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তরুণীর দাবি, পানশালায় তিনি মত্ত অবস্থায় ছিলেন। রাত ৩টে পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন সেই পানশালায়। অভিযোগ, সেখানে ওই পুরুষদের মধ্যে একজন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন। তরুণীর আরও দাবি, পানশালা থেকে ফেরার পথে অভিযুক্ত তাঁকে অনবরত খারাপভাবে স্পর্শ করতে থাকেন এবং নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বদলে গুরুগ্রামে এক আত্মীয়ের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। অভিযোগ, সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার পরে নয়ডার এক থানায় অভিযোগ জানান নির্যাতিতা এবং গত বছরের ১১ ডিসেম্বর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও অভিযুক্তের দাবি, ধর্ষণ নয়, যা হয়েছে তা তরুণীর সম্মতিতেই। সেই মামলাতেই অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। পাশাপাশি নির্যাতিতাকেই দায়ী করে আদালত। এলাহাবাদ হাইকোর্ট অন্য একটি মামলায় 'বিতর্কিত' মন্তব্য করেছিল। কিশোরীর স্তনে হাত দিলে বা তার পাজামার দড়ি খোলার চেষ্টা করলে তা ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা নয় বলে রায় দিয়েছিল এলাহাবাদ উচ্চ আদালত। তা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। সেবারও হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল বিচারপতি গাভাইয়ের বেঞ্চ। তারা জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশে তারা ব্যথিত। এতে 'পুরোপুরি সংবেদশীলতার অভাব' রয়েছে। কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে এই বিষয়ে জবাবও তলব করেছিল শীর্ষ আদালত।

*হরিদ্বারের এক আশ্রমে সাধুদের প্রসাদ পরিবেশন। মঙ্গলবার।*

# রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি কমিটি গঠন স্ট্যালিনের

**চেন্নাই, ১৫ এপ্রিল :** সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যপাল আরএন রবির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে তামিলনাড়ু সরকার। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখতে পারেন না রাজ্যপাল। সেই রায়ের পরেই রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। কমিটির প্রধান করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কুরিয়ান জোশেফকে। সদস্য মনোনীত হয়েছেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার অশোকবর্ধন শেট্টি এবং মু নাগরাজন।

স্ট্যালিনের দাবি, রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতেই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের অধিকার রক্ষা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি অনুসন্ধান করবে এবং সুপারিশ জমা দেবে।'

> রাজ্যের অধিকার রক্ষা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি অনুসন্ধান করবে এবং সুপারিশ জমা দেবে।
>
> **এমকে স্ট্যালিন**

তিনি জানান, আগামী বছর জানুয়ারির মধ্যে কমিটি তার প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করবে। চূড়ান্ত রিপোর্ট দু-বছরের মধ্যে জমা পড়ার ব্যাপারে সরকার আশাবাদী। শুধু তামিলনাড়ু নয়, সব রাজ্যের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন কমিটি গঠনের কথা বলতে গিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির (এনইপি) আড়ালে অহিন্দি ভাষী রাজ্যগুলির ওপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে ফের সরব হয়েছিলেন স্ট্যালিন।

তামিলনাড়ুতে এনইপি কার্যকর না করায় রাজ্যের বিপুল বরাদ্দ কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। স্ট্যালিন বলেন, 'এনইপিকে গোটা দেশে হিন্দি প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ত্রিভাষা নীতির নামে কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এনইপি না মানার কারণে শিক্ষা-খাতে রাজ্যের প্রাপ্য আড়াই হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র।'

# ইডি'র চার্জশিটে সোনিয়া ও রাহুল

## ৬ ঘণ্টা জেরা রবার্ট ভদরাকে

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল :** ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় অস্বস্তি বাড়ল সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির। মঙ্গলবার ওই মামলায় দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। চার্জশিটে নাম রয়েছে সোনিয়া ও রাহুলের। নাম রয়েছে কংগ্রেসের প্রবাসী শাখার প্রধান স্যাম পিত্রোদারও।

বিশেষ আদালতের বিচারক বিশাল গগনে জানান, ২৫ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ওইদিন মামলার তদন্তকারীরা এবং ইডির আইনজীবী কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেবেন ও মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শুনানি হবে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড আর্থিক তছরুপ মামলায় এই প্রথম সোনিয়া ও রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ল। এ নিয়ে গান্ধি পরিবার বা কিংবা পিত্রোদার তরফে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ইডি'র পদক্ষেপকে 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ষড়যন্ত্র' বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'এটা মোদির চক্রান্ত, কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে চাইছে বিজেপি। ইডিকে দিয়ে যা খুশি করানো হচ্ছে। আমরা ভয় পাই না, লড়াই চালিয়ে যাব।'

এজেএল যে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকা প্রকাশ করে, তার মালিকানা রয়েছে ইয়ং ইন্ডিয়ান সংস্থার হাতে। সোনিয়া ও রাহুল উভয়েরই এই সংস্থায় ৩৮ শতাংশ করে শেয়ার রয়েছে।

অন্যদিকে মঙ্গলবার চার্জশিট জমা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইডি ঘণ্টা ছয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধির স্বামী রবার্ট ভদরাকে। হরিয়ানার একটি রিয়েল এস্টেট চুক্তি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির

অভিযোগ রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় কংগ্রেস সমর্থকরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন, 'যখন মোদি ভয় পায়, তখন ইডিকে সামনে আনে'। এই তদন্তকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাবি করেন ভদরা। তিনি জানান, তিনি আগেও বহু ঘণ্টা ধরে তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। এখনও তাতে তাঁর আপত্তি নেই।

শনিবার ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ৬৬১ কোটি টাকার স্থায়ী সম্পত্তি নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার নোটিশ জারি করেছিল ইডি। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল)-এর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগের তদন্তে নেমে এই স্থায়ী সম্পত্তিগুলি নিজেদের হেপাজতে নিচ্ছে ইডি। দিল্লি ও মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় বাড়ি, লখনউয়ের বিশ্বেশ্বরনাথ রোডে এজেএল বিল্ডিং এবং দিল্লির বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে ন্যাশনাল হেরাল্ড হাউস নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার কথা রয়েছে ইডি'র। সেই জন্য ওইসব সম্পত্তি খালি করতে বলা হয়েছে ইডির তরফে।

# কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তেজস্বীর বৈঠক

## নজরে বিহার বিধানসভা ভোট

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল :** সরকারিভাবে দিন ঘোষণা না হলেও বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিল বিরোধী জোট। মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও।

কয়েক মাস ধরে বিহারে নিজেদের সমর্থনের ভিত পোক্ত করার চেষ্টার করছে কংগ্রেস। আরজেডি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অখিলেশ প্রসাদ সিংয়ের পরিবর্তে প্রদেশ সভাপতি করা হয়েছে রাজেশ কুমারকে। সচিন পাইলট, কানহাইয়া কুমারের মতো নেতারা রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে খাড়গের বাসভবনে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তেজস্বীর বৈঠক ইন্ডিয়ার জোট রাজনীতির নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেস সূত্রের দাবি, বিধানসভা ভোটের আগে বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসাবে তেজস্বী যাদবকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে আরজেডি। এদিকে সচিন পাইলট সহ প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের একাংশ দাবি করছেন, নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর নাম স্থির হবে। সেই জট কাটাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তেজস্বী।

তবে আরজেডির সেকেন্ড ইন কমান্ডকে খাড়গে, রাহুল কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এ ব্যাপারে কংগ্রেস-আরজেডি কোনও তরফেই কিছু জানা যায়নি। বৈঠক সেরে বেরিয়ে তেজস্বী বলেন, 'বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে এবার এনডিএ-র হার নিশ্চিত।' মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে বিজেপি 'হাইজ্যাক' করে নিয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিহারে আরজেডি একক বৃহত্তম দল উঠে এসেছিল। ৭৫টি আসনে জিতেছিল লালুপ্রসাদের দল। কিন্তু জোট সঙ্গী কংগ্রেস ৭০টি আসনে প্রার্থী দিলেও মাত্র ১৯টিতে জিততে পেরেছিল। তুলনায় ভালো ফল করেছিল বামদলগুলি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার কংগ্রেসকে অনেক কম আসন ছাড়তে বদ্ধপরিকর তেজস্বী। সেটা আঁচ করেই কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

*মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বৈঠকে রাহুল ও খাড়গের সঙ্গে তেজস্বী।*

# হার্ভার্ডের সাহসিকতাকে কুর্নিশ ওবামার

**ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল :** ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মোক্ষম জবাব দিয়েছে মার্কিন মুলুকের অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের নয়া ফরমান তারা মানছে না। কারণ, তাদের মতে, মার্কিন প্রশাসনের দাবি শিক্ষাঙ্গনের স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী। হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষের এহেন দৃঢ় অবস্থানকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি বলেছেন, হার্ভার্ডের সিদ্ধান্ত দৃষ্টান্তমূলক। তারা শিক্ষার স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে।

হার্ভার্ডের এই সিদ্ধান্তের পরেই তাদের ওপর 'শাস্তির খাঁড়া' নামিয়ে এনেছে ট্রাম্পের প্রশাসন। তারা হার্ভার্ডকে ২২০ কোটি ডলারের সহায়তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৬ কোটি ডলারের একটি চুক্তিও স্থগিত রাখা হয়েছে।

হার্ভার্ডের ওপর ট্রাম্পের এমন খাপ্পা হয়ে ওঠার কারণ কী? আসলে পশ্চিম এশিয়ায় হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধের আবহে আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্যালেস্তাইনের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখানো চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইহুদি-বিদ্বেষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিক পদক্ষেপ করছেন না বলেও অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষ বন্ধ করার জন্য কী করণীয়, সেই বিষয়ে কিছু নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সরকারের তরফে। বলা হয়েছিল, সেগুলি না-মানলে 'শাস্তিস্বরূপ' বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হবে।

ইতিমধ্যে সোমবার মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে আমেরিকার সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হার্ভার্ড। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ডকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর জবাবে হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালেন এম গার্বার বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় নিজের স্বাধীনতাকে সঁপে দেবে না বা নিজের সাংবিধানিক অধিকারও ত্যাগ করবে না। আমরা নির্দেশ মানছি না।'

মঙ্গলবার এক্স-এ ওবামা বলেন, 'হার্ভার্ড একটা দুর্দান্ত উদাহরণ তৈরি করল। বেআইনি এবং জবরদস্তিমূলক চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করে তারা শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে। তাদের কুর্নিশ।'

# বোয়িং বিমান কেনা স্থগিত করল চিন

**বেজিং, ১৫ এপ্রিল :** চিনের ওপর নজিরবিহীন ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পালটা মার্কিন পণ্যে ১২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে চিনও। বাণিজ্যযুদ্ধের পারদ যখন চড়ছে, সেইসময় মার্কিন বিমান নির্মাতা সংস্থা বোয়িংকে নিশানা করল শি জিনপিংয়ের সরকার।

চিনা বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন বিমান কিনতে বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি না করে। শুধু বিমান নয়, আমেরিকা থেকে বিমানের যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রেও চিন বিধিনিষেধ জারি করেছে। বোয়িংয়ের বড় বাজার রয়েছে চিনে। আমেরিকা থেকে নিয়মিত বিমান

## আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধের জের

ও বিমানের যন্ত্রাংশ আমদানি করে চিনা যাত্রীবিমান সংস্থাগুলি। সেই বাজার হাতছাড়া হলে বোয়িং যে বড়সড়ো ক্ষতির মুখে পড়বে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এর ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারে বোয়িংয়ের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী এয়ারবাস। চিনা বিমান নির্মাতা কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন অফ চায়না (কোম্যাক)-কেও এই সিদ্ধান্ত বাড়তি সুবিধা দেবে।

খবর, চিনের প্রথমসারির বিমানসংস্থাগুলি বোয়িংয়ের থেকে বড় সংখ্যায় বিমান কেনার পরিকল্পনা করেছিল। এই তালিকায় রয়েছে এয়ার চায়না, চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স ও চায়না সার্দার্ন এয়ারলাইন্স। ৩টি সংস্থা মোট ১৭৯টি যাত্রীবিমান কেনার জন্য বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। চিন সরকারের নির্দেশের পর সেইসব চুক্তি কার্যকর হওয়া কঠিন। ফলে চিনের বিমান সংস্থাগুলিতে বিমানের অভাব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাড়বে পুরোনো বিমান রক্ষণাবেক্ষণের খরচও। সেইজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির জন্য চিন সকারের তরফে সাহায্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বোয়িংয়ের সঙ্গে হওয়া চুক্তি বাতিল হলে বিকল্প হিসাবে তৃতীয় কোনও সংস্থার থেকে বোয়িংয়ের বিমান ভাড়া নেওয়ার কথাও ভাবছে চিনের বিমান সংস্থাগুলি।

# যিশুর হাত ধরে বলিউড বাংলায়

নীলাঞ্জনার থেকে সরে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু করলেন যিশু সেনগুপ্ত। কিন্তু কার সঙ্গে? জানেন তাঁর নাম? তিনি সৌরভ দাস। সঙ্গে মহেশ ভাটও আছেন।

যিশু এবং নীলাঞ্জনা মিলে শুরু করেছিলেন ব্লু হোয়াটার মোশন পিকচার্স। ফাটিয়ে কাজ করত সেই সংস্থা। টিভিতে একেবারে একচেটিয়া কাজ ছিল তাদের। কিন্তু এবার সে সব ভেঙেচুরে সাফ। নীলাঞ্জনা নতুন করে শুরু করেছেন নিনি চিনি'স মাম্মস প্রোডাকশন।

এদিকে থেমে নেই যিশুও। তিনি এবার হাত দিলেন। আর পয়লা বৈশাখে খবরও দিলেন। হোয়াই সো সিরিয়াস ফিল্মস। হ্যাঁ, এটাই তাঁর হাউসের নাম। সঙ্গে আছেন সৌরভ দাস আর মহেশ ভাট।

জানা যাচ্ছে যে, সিনেমা থেকে গান, বিনোদনের সমস্ত কিছু দর্শকরা উপহার পাবেন এই সংস্থা থেকে।

যিশু তাঁর নতুন এই 'হোয়ই সো সিরিয়াস ফিল্মস' সংস্থা প্রসঙ্গে জানালেন, 'আমি আর সৌরভ দুজনেই একটা প্রোডাকশন হাউস খুলেছি। সৌরভই প্রস্তাব দেয়। দুজন অভিনেতা এক জায়গায় এলে ফ্রিকশন তৈরি হতে পারে। কোথায় সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি বিস্তর। সৌরভ স্পষ্ট জানে ও জীবন থেকে কী চায়। আমাদের লক্ষ্য এক, তবে পদ্ধতি আলাদা। আমাদের প্রিয় চরিত্র ব্যাটম্যানের জোকার। প্রথমে ভেবেছিলাম জোকার বা ওরকম কিছু রাখবো। তারপর জোকারের প্রিয় সংলাপ 'হোয়াই সো সিরিয়াস' মাথায় রেখেই এই নামকরণ করা হয়।'

এই প্রথম বাংলার কোনও প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে যুক্ত হলেন সম্মানীয় পরিচালক মহেশ ভাট। আলিয়ার বাবা জানালেন, 'যিশু সেনগুপ্ত আমার ছেলের মতো। ও কিছু বললে, আমাকে রাজি হতেই হবে।'

# হেথা থেকে যাও 'পুরাতন'

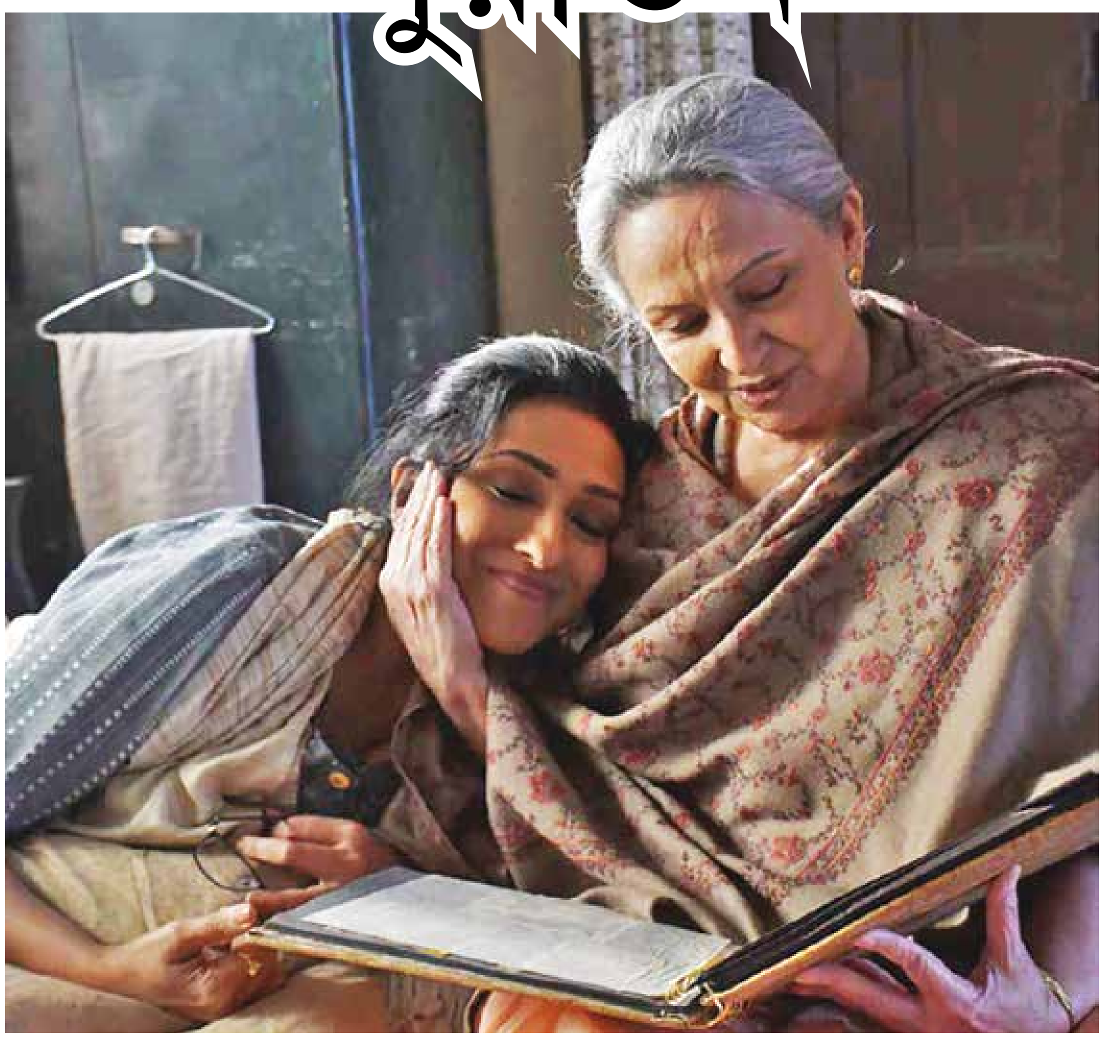

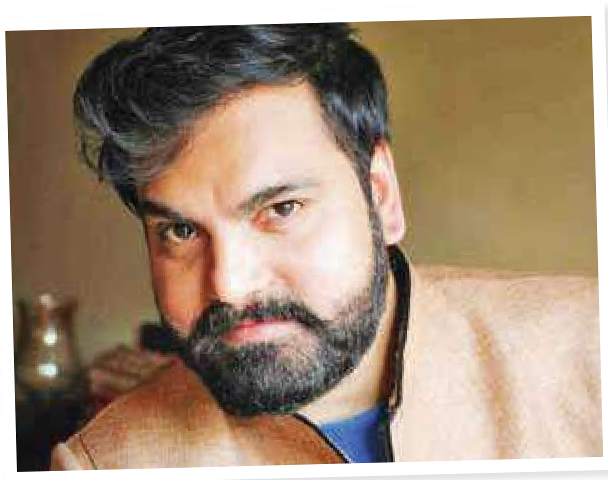

## বাংলা সিনেমার দুই দেবী শর্মিলা ঠাকুর এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর নতুন ছবি 'পুরাতন'। অনুভূতি লিখছেন নবীন পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাস

'যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজাল।/ যদি থাকি কাছাকাছি,/ দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি –/ তবু মনে রেখো।'

সবটা কি মনে আছে, কতটা বেমালুম ভুলে গেছি। আর যা মনে রাখতে চাইনি তা কেমন বেঁচে আছে, 'ভুলেও খুলোনা এরে, ফেলে দাও কালের গহ্বরে'। কোথায় যাব, কতদূর গেলে তুমি আর আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে না 'পুরাতন'। মরচে ধরা জীবনের হাতবাক্সে পুরাতন কি শুধুমাত্র স্মৃতির খেলা, হাতড়ে যাওয়ার অতল সন্ধান, নাকি একটি মানুষের অস্তিত্বও। ইতিহাস প্রাচীন মজগের অন্ধকারে যখন খুঁজে চলেছি, আমি কে? 'ভেসে ভেসে যায় যে সময় নিরুদ্দেশে, ভেসেছি আমি তোমার বেশে ডেকে যায় আলেয়া' নিজের প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে একলা ভবঘুরে মন। কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সবাই আছে-- আমি, তুমি, সে ও সখা আলো ও অন্ধকার।

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ছবি 'পুরাতন' তেমনি এক পুরাতনী গানের অনুরণন, প্রাক্তনী বারান্দায় বসে যুগের প্রবাহিত স্রোতের দিকে তাকিয়ে কুয়াশার স্মৃতি যাপন। সুমন ঘোষ পরিচালিত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রযোজিত 'পুরাতন' ছবির অন্দরবাস গল্পও যেন তাই। আর এই গল্পজুড়ে অবাধ বিচরণে যিনি তাঁর নিজস্ব জগৎ নির্মাণ বিনির্মাণ করে চলেছেন

তিনি ছবির মুখ্য চরিত্র অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর, ছবির শিরা-উপশিরায় বিস্তার করেছেন সুরের মতো। পুরাতন দেখার একটা আলাদা রকম অপেক্ষা ছিল, শ্রীমতী ঠাকুরের দীর্ঘ এক দশক ধরে যে প্রভাব আমার কর্ম এবং ব্যাক্তি জীবনে পড়েছে সেখানে তাঁর সৃষ্টির প্রতি নিজ গুণে একটু বাড়তি প্রসাদ গ্রহণের অভিপ্রায় অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকবে সেটাই স্বাভাবিক, গাছের ছায়ার মতো তিনিও থেকেছেন। পুরাতন রোমন্থনের গল্প, সেই জল সেঁচতে বসে ছায়ার মতো ভেসে আসছিল দীর্ঘ একটা সময়ের ছবি। আমার প্রথম ছবির স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ের পরের সময়, নীরবতায় কাচের জানালায় বাইরে তখন শীতের দুপুরে নরম রোদ এলিয়ে পড়ছে, স্লো মোশনে পাতা ঝরছে , আমরা সেদিকে তাকিয়ে বসে আছি বিজয়ার পরে সবেমাত্র পড়া শেষ করে। তিনি বলেছিলেন এই ছবি হবে, ছায়ার মতো করে হয়েছে। প্রদীপের সলতেয় তিনিই প্রথম আলো জ্বেলেছেন। সেই শিকড় আঁকড়েই বাকিটা বিচরণ আগামীর, পুরাতনের পাদপ্রদীপে। রিভিউ পড়ে ছবি দেখাটায় খুব একটা বিশ্বাসী নই, অন্যের দৃষ্টির ভার বহন না করে নিজের দেখার ওপর বিশ্বাস করাটা এবং সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান দেওয়াই যথাযোগ্য। যেখানে বিচরণ করছেন ছায়াছবির দিকপালেরা, তাঁদের সৃষ্টি এবং অবদানের সম্মুখে কিছু লেখাই ধৃষ্টতা, বরং নীরবে আস্বাদ গ্রহণ করাই উপযুক্ত কাজ, তারচেয়ে বরং 'পুরাতন' অনুভূতি লিখি।

বিশ্বায়নের ইঁদুর দৌড়ে তাই পুরাতন একটু থেমে থাকার গল্প। জীবনে মন্থরতারও কত যে প্রয়োজন, দুদণ্ড জিরিয়ে নেওয়া সন্ধে নামার আগে। তাইতো বলতে চেয়েছেন ঋতুপর্ণা ও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত এবং সুমন ঘোষের 'পুরাতন' চিত্র আর তার আবহ সুর যেন কয়েক যুগের অহল্যা অপেক্ষার জগদ্দল পাথর। কতকগুলো চেনা চরিত্রের দিন যাপন, চোখে লেগে থাকা সত্যি-মিথ্যে, কার অস্তিত্ব কার কাছে, নেই তবু আছে। হীরা হোক বা অর্চনা, ঋতিকা হোক বা রাজীব, মামণি, নাকি মামণির মা 'নামে কি যায় আসে' হীরা বলেছিল ঋতিকাকে। তাইতো সত্য কি যায়, কি আসে--আসলে কি আমরা এস্কেপিস্ট? নিজের টুকুই ভেবেছি প্রত্যেকে, সময়ের অজুহাতে 'ভুলেও খুলোনা এরে' কিন্তু পালিয়ে উঠতে পারিনি। সম্পাদক জুড়েছেন ঠিক সেভাবেই আগে পরে, পরে আগে করে। এভাবেই খেলা চলে স্মৃতির খেয়াল বাজে প্রাচীন গহ্বরে আছে কি কেউ, চেনো কি আমায়। কেন দেখতে পারো না আমার মতো করে। অবিশ্বাস লেগে থাকা প্রশান্ত দৃষ্টিতে ভালোবাসার ওম বুনে চলে 'পুরাতন' হয়ে যাওয়া মা শর্মিলা ঠাকুর আর তাঁর সজীব স্মৃতিরা। তাঁকে না ঘেঁটে দিয়ে পুরাতনের ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখে ভাঙা কাচের টুকরো ইমেজারির সঙ্গে, নিজেদের সেখানে থাকতে দিলে কেমন হয়, 'ইন দ্য কেভ অফ দ্য পাস্ট'।

'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।/ ও সেই চোখে দেখা, প্রাণের কথা, সেই কি ভোলা যায়।'

# দুই মেগা শো বন্ধ?

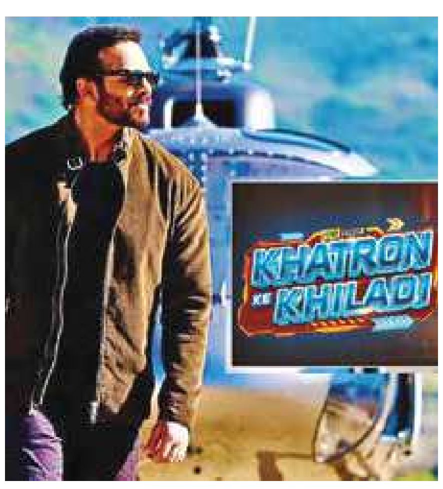


কালার্সের দুটো জনপ্রিয় অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিগ বস এবং খতরোঁ কা খিলাড়ি। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে ইনস্ট্রা বলিউড থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়, যেখানে দেখা যাচ্ছে বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'ক্যানসেল'। বিগ বস ১৯ এবং খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫ কি সম্প্রচারিত হবে না এই বছর? নীচে ছোট করে লেখা রয়েছে প্রযোজক চ্যানেল ছেড়ে দিয়েছেন। ছবিটি পোস্ট করে ক্যাপশন লেখা রয়েছে, বানিজয় এশিয়া কালার্স টিভির সঙ্গে আর কাজ করবেন না। চ্যানেলের সঙ্গে প্রযোজকের কাজ না করার জন্য বন্ধ হতে চলেছে বিগ বস এবং খতরোঁ কে খিলাড়ি। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ব্যবসায়িক পদক্ষেপ এই অনুষ্ঠানগুলির আগামী সিজন বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।'খবরটি শোনামাত্রই বহু দর্শক ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছেন। কেউ অবশ্য বলছেন যে, সলমন খান নিজেই প্রযোজক হয়ে যাবেন। ভবিষ্যতে সত্যিই তেমন কিছু হয় কিনা।

# ডন ৩, শর্বরী নায়িকা

ডন ৩-এ শর্বরী ওয়াঘই নায়িকা হচ্ছেন। গত বছরের দারুণ সাফল্যের পর চলতি বছর তাঁর টুপিতে নতুন পালক লাগল। সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে আরও এক নায়িকাও নির্মাতাদের নজরে ছিলেন, কিন্তু তিনিই শেষ অবধি বাজি জিতেছেন। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সুযোগ পাওয়া নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি। এটিও অ্যাকশন ফিল্ম। আবার তাঁর মহিলা কেন্দ্রিক স্পাই ইউনিভার্স আলফার থেকে এই ছবি আলাদা হবে। শর্বরী সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, তিনি চিত্রনাট্য বেছে নিচ্ছেন খুব ভেবে যেন সে ছবি দর্শকদের ভালো লাগে। তিনি হয়তো মুঞ্জ্যা-র পরের ভাগ মহা মুঞ্জ্যা-তেও থাকবেন যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। যশরাজ ফিল্মসের আলফা ছাড়াও তাঁকে ইমতিয়াজ আলির পরের ছবিতেও দেখা যাবে। এর অর্থ এখন থেকেই তিনি ভিন্ন ধারার ছবিতে অভিনয় করছেন। জানা গিয়েছে, ২০২৫-এর শেষ থেকে নির্মাতারা শুটিং করার কথা ভাবছেন। ততদিনে শর্বরী আলফার প্রচার ইত্যাদি শেষ করে ডন ৩-এ মন দিতে পারবেন। আলফা মুক্তি পাবে খ্রিস্টমাসে। রণবীর সিংও আদিত্য ধরের অ্যাকশন ছবি শেষ করে ডন হতে পারবেন। ডন-এর পরিচালক ফারহান আখতারের ১২০ বাহাদুর মুক্তি পাবে ২১ নভেম্বর। বিক্রান্ত মাসে ডন-এর ভিলেন হবেন, ততদিনে তিনিও তাঁর হাতের কাজ শেষ করে ফেলবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

# অভিনয়ে ধোনি

ক্রিকেটার ধোনির অনুরাগীর সংখ্যা প্রশ্নাতীত। এবার তিনি অভিনয়ে এলেন। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো সংলাপ বললেন। করণ জোহার নিজের ইন্সটায় একটি ক্লিপ শেয়ার করেছেন, তাতে ধোনিকে লাভার বয় হিসেবে দেখা যাচ্ছে। কারণ ক্যাপশনে লিখেছেন, প্রথমবার ধোনির রোমান্টিক অবতার। তারপর তাঁকে হাতে বেলুন নিয়ে দেখা যায়, তিনি বলেন, 'তুমি সঙ্গে থাকেলে সব সফরই সুন্দর হয়।' এই ক্লিপ নেটে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুরাগীরা ভাবছেন এবার ধোনি নায়ক হচ্ছেন। আসল কথা, তেল কোম্পানি গল্ফ প্রাইডের জন্য বানানো বিজ্ঞাপন ছবিতে মাহিকে এই অবতারে দেখা যাবে। করণের ধর্মা ২.০-র ব্যানারে ছবিটি হচ্ছে, পরিচালক পুনিত মালহোত্রা।

# স্বাস্থ্যের খবর দিলেন ধরমজি

বয়স নব্বই ছোঁবে, কিছুদিন আগেই ছানি অপারেশন করেছেন, একা, চোখে ব্যান্ডেজ—এই অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভালো আছি'। এবার জিমে ওয়ার্ক আউট করার ছবি দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবর দিলেন ধর্মেন্দ্র। একটি ভিডিও শেয়ার করে, সঙ্গে ক্যাপশন দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'বন্ধুরা, আমার জন্ম আপনাদের বিনোদন এবং প্রেরণা দেওয়ার জন্য---আপনাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং শক্তিশালী হন। আমি এক্সারসাইজ শুরু করেছি, সঙ্গে ফিজিওথেরাপিও চলছে। আমি খুব ভালো আছি। আশা করি আপনারা আমাকে এভাবে দেখে খুশি হয়েছেন। আমার মাসলস দেখুন।' এরপরই তাঁর কমেন্ট বক্স ভরে গিয়েছে মন্তব্যে। রণবীর সিং লিখেছেন, আসল হি-ম্যান। ববিতা ফোগত লিখেছেন, আপনি সবার আদর্শ আর প্রেরণা। ববি ও এষা দেওল হার্ট ইমোজি দিয়েছেন। আমিশা পটেল তাঁকে বলেছেন, সবথেকে হ্যান্ডসাম ও সবথেকে দয়ালু হৃদয়ের মানুষ। ধরমজিকে এবার দেখা যাবে শ্রীরাম রাঘবনের ইক্কিস-এ, সঙ্গে থাকবেন অগস্ত্য নন্দা।

# একনজরে সেরা ৫

## দ্য ভূতনীর মুক্তি

সঞ্জয় দত্তর নতুন ছবি দ্য ভূতনীর মুক্তির তারিখ ১ মে, ২০২৫। ছবিতে আরও আছেন মৌনী রায়, সানি সিং, পলক তিওয়ারি প্রমুখ। ছবির ট্রেলার ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। ছবিতে অতি প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে রসবোধের মোড়ক আছে। অ্যাকশন তো আছেই। সঞ্জয় হয়েছেন ঘোস্টবাস্টার বাবা, তিনি ছবি নিয়ে বেশ আপ্লুত।

## অক্ষয়ের অনুরোধ

দিল্লিতে কেসরি ২-এর প্রদর্শনীতে অক্ষয়কুমার দর্শকদের অনুরোধ করেন, 'দয়া করে ফোন বন্ধ করে ব্যাগে রাখুন। ছবির সংলাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। যদি ইনস্টাগ্রামে চেক করতে থাকেন, তাহলে ছবিকে অপমান করা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন আর মাধবন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি প্রমুখ। ছবির মুক্তি ১৮ এপ্রিল।

## রণদীপের যুক্তি

সম্প্রতি রণদীপ হুডা বলেছেন, আমির খানের রং দে বাসন্তী-তে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু রামগোপাল বার্মা আমাকে বললেন, ছবির পোস্টারে তোমাকে আমির খানের পিছনে দাঁড়াতে হবে। আমি জাট, তেমনই আমার রাগ, তাই করলাম না। ফারহান আখতারের রক অনও একই কারণে করিনি। তাঁকে এখন জাট ছবিতেই দেখা যাচ্ছে ভিলেন রণতুঙ্গা হিসেবে।

## লতার প্রশ্ন

লতা মঙ্গেশকর এ আর রহমানের সুরে প্রথম গান করেন দিল সে ছবিতে। গীতিকার গুলজার সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন, রহমান রেকর্ডিংয়ের সময় একা থাকতেন। আর কেউ থাকত না। লতাজি রেকর্ডিংয়ের সময় বলেন, আমি কার জন্য গান করছি? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি রহমানকে বলে কাছাকাছি টুল নিয়ে বসেছিলাম।

## আমিরের না

২০২২ সালের বসিল জোসেফ অভিনীত জয় জয় জয় জয় হে-র হিন্দি রিমেক করতে চেয়েছিলেন আমির খান। কিন্তু কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে, সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় আমির ছবি করেননি। এটি জয়ললিতা নামে এক সাধারণ মেয়ের জীবনের গল্প। পরিচালনায় বিপিন দাস।

## ছোট্ট তারা

ফালাকাটা নম্বর-২ স্টেট প্ল্যান প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র অভিরাজ সরকার। সে পড়াশোনায় খুব ভালো। পাশাপাশি গান ও আবৃত্তিতে পারদর্শী অভিরাজ।

# হাল ছেড়ো না বন্ধু...

নববর্ষ ও হালখাতার স্মৃতিই শুধু। আজকাল সেই আন্তরিকতাটা নেই। হারিয়েছে নিমন্ত্রণ-মিষ্টিমুখ, হারিয়েছে সেই উৎসবের আমেজ। তবুও হাল ছাড়া যাবে না। লিখলেন লেখক ও শিক্ষক যুগল পণ্ডিত

হালখাতার আমন্ত্রণে সাড়া। আলিপুরদুয়ারে।

খোলা জানালা

বাবা হাল ছাড়েননি। খাতায় লিখে রেখেছেন, 'নাম মনে নেই, দুই টাকা চার আনা।' পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আরও অনেক খদ্দেরের নাম। তপন, খোকন, সালাম, রবি আরও কত। সাবেকি নাম সব। দেশে-বিদেশে তাঁদের আর টিকিটির নাগাল পাওয়া যাবে আজ? পঞ্চাশ বছর আগের কথা যে! কবেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছেন তাঁরা!

কেউ জমা করেছিল বারো আনা, কেউ তিন পাই, কেউ এক টাকা চার আনা। কেউ জমা না করেই হয়তো লাড্ডু-জিলিপি-সন্দেশ খেয়ে গিয়েছেন। না থাকুক লেনাদেনা, তবুও নিমন্ত্রণপত্র বিলি হত ঘরে ঘরে। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। নতুন বছরের শুরুতে পুরোনো খাতার জের টেনে লিখে রেখেছেন 'ইজা।' ইজা মানে দুই টাকা চার আনা। শীর্ষে সেই, 'নাম মনে নেই।'

অনেকদিন পর যখন বাবার বাক্সপ্যাঁটরার মাঝে খাতাটি পেয়েছিলাম, পড়ে শুধু হাসতাম। কে সেই ব্যক্তি? যার নামে আজও পাওনা আছে, দুই টাকা চার আনা? খাতার উপর চুপসে যাওয়া সিঁদুরে পাঁচ আঙুলের চিহ্ন। শুঁকে দেখতেই, হারিয়ে যাই অষ্টমী স্নানের মেলায়। মাথার উপর চৈত্রের কড়া রোদ। ফুটিফাটা বিলের তপ্ত মাটি থেকে, কেউ হাত ধরে নিয়ে যায় ঝিরিঝিরি বট গাছটির তলে।

ফালি ফালি লাল তরমুজ। আহা তৃষ্ণা! এরপর যেন কী উৎসব? হালখাতা! আমরা সেই শুভারম্ভের প্রতীক্ষায় দিন গুনতাম। দিদিদের হাতাকাটা সাদা জামা। আমাদের শার্ট অথবা গেঞ্জি। মায়ের জন্য শাড়ি। বাবার ফতুয়া কি হত ফি বছর? মনে নেই। কাগজের ঝালর কেটে দোকান সেজে উঠেছে। রাতে জ্বলবে হ্যাজাক বাতি। কেউ আবার হালখাতা উপলক্ষ্যে বাউলগানের ব্যবস্থাও করেছেন। সেই সব চমৎকার দিনগুলো হাল-আমলে কই? তবুও, হাল ছেড়ে দিলে হবে? 'হাল' তো নতুন মাটিকে চিরে পুরোনো মাটিকেই তুলে ধরে। নবকলেবরে ফিরে আসা। যেমন আসে বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ। মায়ের লালপাড় শাড়ি হয়ে ওঠে ভোরের পুবদিক। বসন্তের শেষ মৃদু ধুকপুক। নতুন রঙে সেজে ওঠা দরমার বেড়া। মোট কথা নতুন করে সেজে ওঠা। চলাচল। কিন্তু আজকাল পয়লা বৈশাখে সেই উন্মাদনাটা কিছুটা স্থবির হয়ে আছে, যতটা বড়দিন, ১ জানুয়ারিতে দেখা যায়। একের পরে 'লা' দেখে, আজকাল অনেককেই পড়তে শুনি 'একলা বৈশাখ।' 'পয়লা' বলে না ওরা। 'একলা' শুনে মনে হয়, মানুষগুলো ভীষণ একলাই হয়ে গিয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির যে স্রোত, তার থেকে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি আমরা। ভাষা থেকে, পোশাক থেকে, নৈতিকতা থেকেও বটে।

প্রচুর পোশাক-আশাক কিনব, কিন্তু কাউকে উপহার দেব না। প্রচুর মিষ্টি কিনব, কিন্তু বিলোব না। কিন্তু মিষ্টি বিতরণে যে মনের মিষ্টি সুখ, তার স্বাদ বুঝি হারিয়েছি। একেবারেই কি হারিয়েছি? তা কিন্তু নয়। সেদিন একটি গয়নার দোকান থেকে ফোনে বাংলা নববর্ষে নিমন্ত্রণ জানাল। আরও অনেক কয়েকটি জায়গা থেকেও পেলাম। 'হালখাতা' শব্দটি, না উচ্চারণ করলেও মনে হল খাতায় আমাদের নাম আছে। বিষয়টি ব্যবসায়িক হলেও, সুখানুভূতি দিল আমাকে।

ছোটখাটো ব্যবসায়ীদেরও বলছি, চারআনার খদ্দের হলেও, নাম লিখে রাখুন। যোগাযোগ রাখুন। সম্পর্ক রাখুন। সম্পর্কের হাল ধরে রাখুন। হালখাতা ফিরিয়ে আনুন। আমাদের একটা সন্দেশ পেলেই হবে।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে খুদেদের শোভাযাত্রা আলিপুরদুয়ার শহরে। (মাঝে) আলিপুরদুয়ার জংশন যুব সংঘ ক্লাবের মাঠে আয়োজিত প্রদর্শনীতে ভিড়। (ডানদিকে) ফালাকাটায় বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার ছবিগুলি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ দেব ও ভাস্কর শর্মা।

## ক্লাবে ক্লাবে বারপোস্টপুজো

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** প্রতি বছরের মতো এবারেও পয়লা বৈশাখের দিন আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন ফুটবল অ্যাকাডেমিগুলিতে বার পোস্টপুজো হল। সকাল থেকেই সেখানে ফুটবল শিক্ষার্থী সহ প্রশিক্ষক এবং অন্য বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। আলিপুরদুয়ার জংশনের গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির বারপোস্টপুজো রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। আগামী মরশুমে জেলার সকল ফুটবলারদের শুভ কামনায় বার পোস্টপুজো করা হয়। সেখানে ওই অ্যাকাডেমির সিনিয়ার, জুনিয়ার ফুটলারদের মতো ফুটবল প্রশিক্ষক, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ ও বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। এবার ওই ক্লাবের পুজোর ৩২তম বছর। মর্নিং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ফুটবল অ্যাকাডেমির উদ্যোগেও ডিআরএম মাঠে বার পোস্টপুজো হয়েছে। সূর্যনগর ক্লাবের তরফেও বারপোস্টপুজো হয়েছে। আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখার তরফেও এদিন বার পোস্টপুজো হয়েছে।

### জরুরি তথ্য
**মজুত রক্ত**
মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

■ **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | - ১ |
| বি পজিটিভ | - ২ |
| ও পজিটিভ | - ৪ |
| এবি পজিটিভ | - ০ |
| এ নেগেটিভ | - ০ |
| বি নেগেটিভ | - ০ |
| ও নেগেটিভ | - ২ |
| এবি নেগেটিভ | - ০ |

■ **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | - ১ |
| বি পজিটিভ | - ০ |
| ও পজিটিভ | - ১ |
| এবি পজিটিভ | - ০ |
| এ নেগেটিভ | - ১ |
| বি নেগেটিভ | - ১ |
| ও নেগেটিভ | - ০ |
| এবি নেগেটিভ | - ০ |

■ **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

| | |
|---|---|
| এ পজিটিভ | - ০ |
| বি পজিটিভ | - ০ |
| ও পজিটিভ | - ০ |
| এবি পজিটিভ | - ০ |
| এ নেগেটিভ | - ০ |
| বি নেগেটিভ | - ০ |
| ও নেগেটিভ | - ০ |
| এবি নেগেটিভ | - ০ |

নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

# ৫০০ কণ্ঠের গানে বর্ষবরণ

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** ৫০০-কণ্ঠের গানের সুরে মধুর হয়ে উঠল নববর্ষের সন্ধ্যাটা। মঙ্গলবার শহর সংলগ্ন জংশন রেল ইনস্টিটিউট মাঠে প্রেরণা সাংস্কৃতিক মঞ্চে এই আয়োজন হয়। শুধু প্রেরণা নয়, এদিন একাধিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষ পালিত হয় আলিপুরদুয়ারে। প্রেরণা সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে ৫০০ শিল্পীর গানে পারফর্ম করেন নৃত্যশিল্পীরাও। রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি বিশ্বশান্তির বার্তা দিতে বেদমন্ত্রের শ্লোক পাঠ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা সহ অন্যরা।

মঙ্গলবার শহরের নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে আলিপুরদুয়ার শিক্ষা সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন ৩৫০ শিল্পী যোগব্যায়াম, নাচ, গান, আবৃত্তি করেন। এছাড়া ১০০ জন ছবি আঁকেন। গাছের চারাও বিতরণ করা হয়। গোটা অনুষ্ঠানমঞ্চ সেজে উঠেছিল খুদেদের নানা কারুকার্য দিয়ে।

মঙ্গলবার সকাল সকাল আবার নেতাজি রোড দুর্গাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সকাল ৯টা নাগাদ একটি শোভাযাত্রা হয়। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাতুল বিশ্বাস সহ অন্যরা।

জেলা তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে শহরের রবীন্দ্র ভবনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক আর বিমলা, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ সহ অন্যরা। হাটখোলা এলাকায় আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে তাদের তৃতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বর্ষবরণের অনুষ্ঠান করা হয়। শহর সংলগ্ন বাদলনগর যুব সংঘ ক্লাবের মাঠে একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী হয়।

দিনভর নানা অনুষ্ঠানে বর্ষবরণ করা হয়। এরই মধ্যে বিজেপি জেলা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে সকালে শহরের চৌপথি থেকে ডিমা ব্রিজ পর্যন্ত প্রভাতফেরি হয়। 'অমঙ্গল ঘট' নিয়ে মহিলারা হাঁটেন। সবশেষে ডিমা নদীতে সেই 'অমঙ্গল ঘট' বিসর্জন দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের দুর্নীতির জন্যই এই 'অমঙ্গল ঘট' বানিয়েছিলেন কর্মীরা।

শহরের রাজপথে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারীরা আলপনা দেন নববর্ষ উপলক্ষ্যে। তাছাড়া পুরসভার উদ্যোগে তোরণ তৈরি করে বেলুন লাগিয়ে ডিভাইডার সাজিয়ে তোলা হয়। নেতাজি রোড দুর্গাবাড়ি, নিউটাউন দুর্গাবাড়ি, হাটখোলা দুর্গাবাড়ি মন্দিরে সকাল থেকেই ভিড় ছিল। বছরের প্রথম দিনটা পুজো দিয়ে শুরু করল বহু পরিবার।

### নানা আয়োজন

বর্ষবরণে শহরজুড়ে দেখা গেল উৎসবের আমেজ

পুরসভার তরফে আগের দিন থেকেই সেজে উঠেছিল আলিপুরদুয়ার শহর

শহর থেকে শুরু করে শহরতলি এলাকার সর্বত্র বর্ষবরণ পালন করা হল নানাভাবে

কোথায় সমবেত নাচ-গানের আয়োজন, কোথাও আবার চলল প্রদর্শনী

বছরের প্রথম দিনটা শুরু করতে মন্দিরে মন্দিরে উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড়

## ফালাকাটায় লাইভ পেন্টিং

ভাস্কর শর্মা

**ফালাকাটা, ১৫ এপ্রিল :** 'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে...' নাচে, গানে একেবারে উৎসবের আমেজে বর্ষবরণে মেতে উঠলেন ফালাকাটাবাসী। নববর্ষের পাশাপাশি মঙ্গলবার ছিল বিশ্ব শিল্পকলা দিবস। সৃজনশীল শিল্পকর্ম এবং চারুকলা প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে এদিন ব্লক প্রশাসনের তরফেই মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফালাকাটা শিশু সদনের সামনে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই বর্ষবরণের মূল অনুষ্ঠান হয়। মূলমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বসেছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নানা স্টল। সন্ধ্যার পর থেকেই উৎসব মঞ্চের দিকে ভিড় বাড়তে থাকে সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষের।

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশেই এদিন সাংস্কৃতিক ও মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষবরণের আয়োজন করা হয়েছিল। করা হয়েছিল স্ট্রিট আর্ট। তাছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্টলও বসেছিল।'

নববর্ষ উপলক্ষ্যে ফালাকাটায় এই প্রথম বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাও আবার সরকারি উদ্যোগে। স্বাভাবিকভাবেই এদিন সকাল থেকেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ফালাকাটা পুরসভার সামনে থেকে শিশু সদন পর্যন্ত সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। করা হয়েছিল ফোটো গ্যালারি, কয়েকজন শিল্পী গ্যালারির সামনেই রংতুলি দিয়ে ছবি আঁকছিলেন। এই 'লাইভ পেন্টিং' দেখতে বেশ ভালোই ভিড় জমেছিল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্টলের সামনেও অনেকে জড়ো হয়েছিলেন। এদিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে বর্ষবরণ করে নেয় খুদে শিল্পীরা। পরে অনুষ্ঠানে এসে যোগ দেন জেলা শাসক আর বিমলা, এসডিও দেবব্রত রায় সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুরসভার একাধিক কাউন্সিলার। বাংলা লোকগান করেন শিল্পীরা।

শহরের চিত্রশিল্পী রঞ্জিত সরকারের কথায়, 'মূলত বিডিওর উদ্যোগেই ফালাকাটায় এত বড় করে নববর্ষকে বরণ করতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। অনুষ্ঠান স্থলে আমরা লাইভ পেন্টিংও করি। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এত সুন্দর অনুষ্ঠানে আমরা সবাই খুব আনন্দ করেছি।' এলাকার কাউন্সিলার অসীম দেব বলেন, 'ব্লক প্রশাসন নববর্ষকে বরণ করতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই।'

এদিন নববর্ষকে ঘিরে শহরজুড়েই ছিল উৎসবের আমেজ। বাজারগুলিতেও সকাল থেকে ছিল ভিড়। শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এদিন গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সুভাষপল্লি মোড়ে ব্যবসায়ীদের তরফে বড় করে গণেশপুজোও হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে বিভিন্ন দোকানে হালখাতা করতেও দেখা গিয়েছে ব্যবসায়ীদের। তখন অবশ্য ভিড়টা আরও বাড়ে।

লাইভ পেইন্টিংয়ে ব্যস্ত শিল্পীরা। ফালাকাটায় মঙ্গলবার।

# বদল মিষ্টির প্যাকেটেও

মিষ্টির দোকানে চলছে কাজ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অভিজিৎ ঘোষ

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** মঙ্গলবার নববর্ষের বিকেল। শহরের নিউটাউন এলাকায় এক গয়নার দোকানে ছেলেকে নিয়ে হালখাতায় এসেছিলেন অমিত বিশ্বাস। ওই দোকানে যদিও নামের হালখাতা। পুরোনো জাঁকজমক অনেকটাই কমেছে দোকানের নববর্ষ উৎযাপনের। গণেশপুজো হয়েছে ঠিকই, তবে আগে যেভাবে অনেককে আমন্ত্রণ জানানো হত, সেই রীতি বদলেছে। দোকানের বাইরে বসার জায়গায় অমিত এবং তাঁর ছেলেকে মিষ্টির প্যাকেট দিয়েছিলেন দোকানেরই এক কর্মী। প্যাকেট খুলে অমিত একটু অবাক হলেও ছেলে কিন্তু বেশ খুশি! এক এক করে বের হল লাড্ডু, বরফি, শনপাপড়ি ও এক প্যাকেট ঝুড়িভাজা। কাছে যেতেই অমিত বললেন, 'কয়েক বছর আগে তো প্যাকেটে শুধু কয়েক ধরনের মিষ্টি দেখতাম। এখন অনেককিছু থাকে।' ততক্ষণে শনপাপড়ি খাওয়া শেষ বছর বারোর মৃগাঙ্কর। ঝুড়িভাজার প্যাকেটটা সবে খুলতে যাবে, তখনই বলল, 'সোনপাপড়ি আমার খুব ভালো লাগে। ঝুড়িভাজাও।' এইটুকু বলেই খাওয়ায় মন দিল ও।

সময়ের সঙ্গে রুচি এবং স্বাদের যেমন বদল এসেছে, তেমনই বদল এসেছে হালখাতার মিষ্টির প্যাকেটেও। এই বদল এনেছেন ব্যবসায়ীরাই। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে এই 'বদল'টাই নজরে এল। মাধব মোড় এলাকার এক মিষ্টির দোকানে গিয়ে যেমন দেখা গেল, কোনও প্যাকেটে দেওয়া হচ্ছে কমলাভোগ, কালোজাম। কোনওটায় আবার মালাই বরফি, ড্রাই ফ্রুট দিয়ে তৈরি শাহি লাড্ডু ও গোন্ডের লাড্ডু।

দোকান মালিক সুব্রত ঘোষের কথায়, 'নতুন করে আর প্যাকেটের অর্ডার নেওয়া হয়নি। সোমবার পর্যন্ত যা অর্ডার নেওয়া হয়েছিল সেগুলো দেওয়া হচ্ছে। মিষ্টির পাশাপাশি আরও অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলো আমার বানাই না, কিনে আনা হয়। খদ্দেরদের সামনে সবই থাকে। আগেকার দিনের মতো আর একদুটো জিনিস রাখলে কেউই পছন্দ করবে না। তাই মিষ্টির পাশাপাশি একাধিক জিনিস থাকে।'

রেলগেট এলাকার এক ব্যবসায়ী সুভাষ বর্মনের বক্তব্য, 'আগে এক দুই ধরনের মিষ্টি দেওয়া হত প্যাকেটে। তবে সেটা বেশি পরিমাণে থাকত। এখন বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি দিতে হয়, তার পাশাপাশি অন্য আইটেমও দিতে হয়। না হলে লোকে পছন্দ করে না।' সময়ের সঙ্গে সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন আসছে। নববর্ষে হালখাতায় মিষ্টির প্যাকেটে সেই পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট।

## সন্তানদলের প্রতিষ্ঠা দিবস

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জংশন বেদ অভেদ ধামে সন্তানদলের ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। দমনপুর কার্যালয়ের মাঠে পতাকা উত্তোলন করা হয়। সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়।

সন্তানদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জিত দাস বলেন, 'বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সন্তানদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই এদিন আলিপুরদুয়ার জংশন নর্থপয়েন্ট বেদ অভেদ ধামে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়।'

জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সন্তানদলের ত্রিশূলাঙ্কিত গৈরিক পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৩ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে মহামিছিল ও শহিদ প্রতিবাদ সভা হবে। সেই কর্মসূচিকে সফল করতে সন্তানদলের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

# শহরে নাটকের পালে হাওয়া

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহর তথা জেলায় বেশ কয়েকটি নাট্যোৎসব মঞ্চস্থ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি গত ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে শহর ও জেলা মিলিয়ে অনেকগুলি নাট্যোৎসব দেখেছে মানুষ। আর নাট্যোৎসবে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এবার ফের নাট্যোৎসবকে ঘিরে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। কেননা ফের সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থার উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কালজানি জাতীয় নাট্যোৎসব আসতে চলেছে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে এই নাট্যোৎসব আয়োজিত হবে। কালজানি জাতীয় নাট্যোৎসব এবার ১৪তম বর্ষে পড়তে চলেছে।

মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখে শহরের নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে আসন্ন কালজানি জাতীয় নাট্যোৎসবের নাট্যসূচি প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ, আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে, শিক্ষক পার্থ সাহা, কবি অম্বরীশ ঘোষ প্রমুখ।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, গত ২ বছর ধরে আলিপুরদুয়ার শহর তথা জেলার নানা প্রান্তের বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী অনুষ্ঠান করে চলেছেন। আর এই নাট্যোৎসবগুলিতে ধীরে ধীরে ভিড় করতে দেখা গিয়েছে আট থেকে আশি সকলকেই। যা সত্যিই জেলার সাংস্কৃতিক জগতের ভালো দিক। একটা সময় আলিপুরদুয়ারে নাটকের জোয়ার ছিল। তারপর বিভিন্ন কারণে নাট্যোৎসব আয়োজন কমতে থাকে। সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই নাট্যদলগুলো ফের আরও বেশি করে নাট্যোৎসবের পথে এগোতে থাকে। যার ফল আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। নাট্যোৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল মোবাইলে ঝুঁকে পড়া যুবসমাজকে প্রেক্ষাগৃহমুখী করা। যাতে অনেকটাই সফল হয়েছেন বলে দাবি আয়োজকদের।

ডিসেম্বরে হতে চলেছে কালজানি জাতীয় নাট্যোৎসব।

> আলিপুরদুয়ারে দর্শকরা মঞ্চমুখী হচ্ছেন। খুবই ভালো খবর। আমাদের নাট্যোৎসবের মাইক, ফ্লেক্সে প্রচারের দরকার পড়ে না। মানুষ বছরভর আমাদের নাট্যোৎসবের অপেক্ষা করে থাকেন।
>
> – পরিতোষ সাহা সম্পাদক, সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থা

এবছর কালজানি জাতীয় নাট্যোৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মিলিয়ে মোট ১১টি নাট্যদল অংশ নেবে। বালিগঞ্জ ব্রাত্যজনের পালক, নেতাজিনগর সরস্বতী নাট্যশালার নষ্ট তারার গল্প, ব্রাত্যসেনা কোচবিহারের আমি কিছুতেই উল্লুক হব না, হলদিবাড়ি নাট্যায়ন, কোচবিহারের সেথুয়া, সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থার জিওলমাটি, অনন্য থিয়েটার, কালিয়াগঞ্জের ত্রিনয়নী, নবাঙ্কুর নাট্যজনের শবাগার, থিয়েটার ডুয়ার্সের নাচোল রানী, বিবেকানন্দ নাট্যচক্র, রায়গঞ্জের নিহত শতাব্দী, মাল অ্যাক্টোওয়ালা, মালবাজারের চল ফিরে যাই ও গিলোটিন, মাথাভাঙ্গার পটলবাবু ফিল্মস্টার।

আয়োজক সংস্থার সম্পাদক পরিতোষ সাহা বলেন, 'আলিপুরদুয়ারে দর্শকরা মঞ্চমুখী হচ্ছে। খুবই ভালো খবর। আমাদের নাট্যোৎসবের মাইক, ফ্লেক্সে প্রচারের দরকার পড়ে না। মানুষ বছরভর আমাদের নাট্যোৎসবের অপেক্ষা করে থাকেন।'

# মদের বোতলে রবির 'দুই পাখি'

## নববর্ষে বিপণনী কৌশলে শুরু বিতর্ক

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

**আসানসোল, ১৫ এপ্রিল :** রোজকার মতো মদ্যপান করে সবে বাড়িতে ফিরেছেন মাঝবয়সি ফ্যামিলিম্যান। অন্যদিন চুপচাপ রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় ধপাস হলেও বাংলা নববর্ষের দিন একটু ব্যতিক্রম ঘটল। ঢুলুঢুলু পায়ে স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ালেন বাঙালি ভদ্রলোক। স্ত্রী কিছুটা অবাক। কী ব্যাপার? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে চেয়ে গড়গড় করে দু'লাইন কবিতা আওড়ালেন। 'খাঁচার পাখি ছিল/সোনার খাঁচাটিতে/বনের পাখি ছিল বনে।' ঢেকুর তুলে আবার কবিতা শুরু, 'বনের পাখি বলে- 'না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।' স্ত্রী অবাক! স্বামীকে সটান প্রশ্ন, 'হ্যাঁ গো, তুমি কবিতা শিখলে কোথা থেকে?'

মদ খেয়ে বাঙালি স্বামীরা বাড়ি ফিরে কবিতা বলতে শুরু করলে অবাক হওয়ার আর কিছু থাকবে না। কারণ, মদের বোতলেই লেখা থাকবে কবিতা। স্বয়ং কবিগুরুর। মঙ্গলবার নববর্ষের দিন থেকে একটি স্কচ ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছে তাদের নতুন ধাঁচের মদের বোতল। আর তাতেই একেবারে বাঙালিয়ানা মাখিয়ে লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতার ওই পংক্তি। আসানসোলের মদের দোকানগুলোতে এদিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই বোতল। যা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা, বিতর্কও। কেউ বলছেন, মদের সঙ্গে একটু কবিতা পাঞ্চ করা থাকলে মন্দ কী? কেউ আবার কড়া সমালোচনা করছেন এই বলে, এতে রবি ঠাকুরের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

রবি ঠাকুর কিন্তু নিজেই বহু বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন লিখেছেন। 'সুলেখা কালি। এই কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।' বিখ্যাত এই বিজ্ঞাপনী ভাষ্য কবিগুরুর। কুন্তলীন কেশতেলের বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইনটিও কবিগুরুর লেখা। রবি ঠাকুরের মৃত্যুর পর ঘি, সাবান, স্নো-পাউডার থেকে শুরু করে নানান প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে কবির লেখা পংক্তি ব্যবহার হয়েছে। তবে এই প্রথম কোনও বিদেশি মদের ব্র্যান্ড বিশ্বকবির কবিতা বোতলে ছাপিয়ে বিক্রি করা শুরু করেছে। মদের বোতল বলেই হয়তো এত বিতর্ক।

আসানসোলে এদিন বাঙালিরা মেতে উঠেছিলেন বর্ষবরণের আনন্দে। রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া, মিষ্টিমুখ তো ছিলই। খানার সঙ্গে পিনাও হয়েছে। মদের দোকানগুলোতে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। আর লাইনে দাঁড়ানো বাঙালির চোখ টেনেছে কবিতা লেখা বোতল।

এক পাখি খাঁচায় বন্দি, আর একটি জঙ্গলে মুক্ত। কবিতায় দুই পাখির কথোপকথনে স্বাধীনতা এবং বন্ধনের এক দ্বন্দ্বমূলক আলোচনা রয়েছে। আর এটাই অনেকের কাছে হয়ে উঠছে বেশ অর্থবহ। জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইছেন অনেকে। কেউ আবার বাঙালি অস্মিতাকে ব্যবহার করে বিপণনী কৌশল বলে বাঁকা চোখে দেখছেন। তবে বেশিরভাগ অংশই সমালোচনায় মুখর। এই যেমন বাংলা পক্ষ। সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বিশ্বকবির ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার প্রয়াস বলে মনে করছেন। অক্ষয় বলেন, 'আমরা বরাবর দাবি করি বাংলার প্রতিটি দেওয়াল, দোকান এবং গাড়িতে বাংলা ভাষায় লেখা ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, মদের কোম্পানিগুলো বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপব্যবহার করবে।' বোতল থেকে কবিতার পংক্তি সরানোর দাবি তুলেছেন তিনি।

কোম্পানির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি। এ নিয়ে আগামীদিনে জলঘোলা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না, বাংলার কবিদের মধ্যেই অনেকে মদ্যপান করতেন। কলকাতার খালাসিটোলায় মদের আড্ডায় যেতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী। কমলকুমার মজুমদার তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢক ঢক করে মদ খেয়ে ফেলতেন। তাই মদের সঙ্গে বাংলার কবি, লেখকদের বন্ধন সর্বাত্মক। তবে কারও কবিতাই ব্র্যান্ডিংয়ে ব্যবহার হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু হল এই যাত্রা। এখন দেখার, সাহিত্যপ্রেমী সুরাপ্রেমী বাঙালি বিষয়টিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেয়।

> আমরা বরাবর দাবি করি বাংলার প্রতিটি দেওয়াল, দোকান এবং গাড়িতে বাংলা ভাষায় লেখা ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, মদের কোম্পানিগুলো বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপব্যবহার করবে।
>
> **অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়**
> জেলা সম্পাদক, পশ্চিম বর্ধমান বাংলা পক্ষ

কুউউউ ঝিক ঝিক ।। পয়লা বৈশাখের দুপুরে মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

## চৈতপুজো

**জটেশ্বর, ১৫ এপ্রিল :** দলগাঁও চা বাগানের ফুটবল মাঠে মঙ্গলা চৈতপুজো আয়োজিত হল। দলগাঁও চা বাগানের খাড়িয়া সম্প্রদায়ের মানুষ চৈত্রের শেষদিন এবং পয়লা বৈশাখে এই পুজো পালন করেন। মহিলারা উপোস অবস্থায় প্রথমে দলগাঁও চা বাগানের নদী থেকে মাথায় কলসি করে জল নিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর গোটা রাস্তাজুড়ে সেই জল দিয়ে পুজো করতে করতে যান তাঁরা। উদ্যোক্তা ফুলমণি খাড়িয়া বলেন, 'এলাকার মঙ্গলকামনায় এবং শিশুদের শরীর, স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে এই পুজোর আয়োজন করা হয়।'

## পালাল দুষ্কৃতী

*প্রথম পাতার পর*

ওই তরুণ স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় হাসপাতালের অলিগলি তার নখদর্পণে বলে মনে করা হচ্ছে। সে হাসপাতালের যেদিক দিয়ে পালিয়েছে, সাধারণত সেখানে লোকজনের যাতায়াত নেই। তাই পলায়ন আরও সহজ হয়েছে। ইটখোলা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলা সেই তরুণকে চেনেন বলে দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'কালজানি বাঁধের সংলগ্ন এলাকায় অভিযুক্তের বাড়ি। এদিন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে বাঁধের ওপর চলে এসেছিল। কিছুক্ষণ পরে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যায়।' স্থানীয় এক দোকানদার জানালেন, বাঁধের রাস্তায় তাকে ছোটাছুটি করতেও দেখেছে লোকজন। তবে বেশিদূর পালাতে পারেনি। পুলিশ ওই তরুণকে ধরে ফেলে।

অভিযুক্তের বাবা ভাঙাড়ির কারবার করেন। আর মা পরিচারিকার কাজ করেন। সেই তরুণ চোরাই মাল কিনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহরের পরপর কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। শহরের বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সেইসব চুরির সঙ্গে এই তরুণের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশকর্তারা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ।

## মাংসের দামে

*প্রথম পাতার পর*

ইলিশ মাছের চালান এবার কমই ছিল। যেটুকু ছিল, তা সকাল ১০টার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে এদিন। অমল সরকার নামে এক মাছ ব্যবসায়ীর কথায়, 'অফ সিজন থাকায় ইলিশ মাছের আমদানি কম রয়েছে। এক কেজির মাছ ১২০০ টাকা দরে বিকিয়েছে।' বাজার করতে আসা বাপ্পাদিত্য পাল জানালেন, সচরাচর স্থানীয় বোরোলি মাছ বাজারে দেখা যায় না। এদিন দুয়েকজনের কাছে ছিল। যদিও দাম উঠেছিল হাজার টাকা কেজিতে। কিনতে পারেননি বাপ্পা।

ভরপেট খাওয়াদাওয়া হবে আর শেষ পাতে মিষ্টিমুখ হবে না, তা কী করে হয়? বলছিলেন শ্যামলী দত্ত। চৌপথির একটি মিষ্টির দোকানে মিষ্টি কিনতে এসেছিলেন তিনি। চৌপথি সহ শহরের কলেজ হল্ট, মাড়োয়ারিপট্টি এলাকার বিভিন্ন মিষ্টির দোকানগুলিতে সকাল থেকেই লেগে ছিল বেচাকেনার ভিড়। অর্ডারের মিষ্টির ডেলিভারি নিতে ভিড় করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। আবার অনেকেই নিয়ে গিয়েছেন বাড়ির জন্য। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে অনেকেই আত্মীয়-পরিজনের বাড়িতে গিয়েছেন। সেখানেও হাতে করে নিয়ে গিয়েছেন মিষ্টির হাঁড়ি বা বাক্স। ব্যবসা ভালো হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রসেনজিৎ ঘোষ নামের এক মিষ্টি বিক্রেতা।

# গজেন্দ্রর কথায় বিতর্ক

রাহুল মজুমদার

**শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল :** রাজ্যে ওয়াকফ-অশান্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। কেন্দ্র সব নজর রাখছে বলেও দাবি করেন তিনি। রাজনীতি করতে গিয়ে বাংলায় দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ শোনা যায় তাঁর মুখে। কিন্তু তাঁর শিলিগুড়ি ঝটিকা সফরেও যে বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে, তাও স্পষ্ট হয়ে যায় মঙ্গলবার। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়ের রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ করা রামায়ণের প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনি। বিধানসভা ভোটের মুখে রাজবংশী সমাজকে বার্তা দিতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফর বলে বিজেপি সূত্রেই খবর। অশান্তি প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছে রাজ্যের শাসকদল।

শিলিগুড়ির মেডিকেল মোড় সংলগ্ন কাওয়াখালি জুনিয়ার হাইস্কুলের মাঠে মঙ্গলবার প্রকাশ পেল পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়ের রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ করা রামায়ণ। উদ্যোক্তা, রাজবংশী রামায়ণ নিকিলন ও মুকুলন উৎসব কমিটি। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী শেখাওয়াত। জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় ছাড়াও শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন, শিখা চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মন সহ একঝাক পদ্ম বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেসের শংকর মালাকার, মহকুমা পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের ক্যাপ্টেন নলিনীরঞ্জন রায়। বই প্রকাশের পর তৃণমূল এবং কংগ্রেসের নেতাদের উপস্থিতিতে মোদি সরকারের গুণগান করেন মন্ত্রী। রাজবংশী ভাষার প্রচার, পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ার আশ্বাস দেন শেখাওয়াত।

এদিন অনুষ্ঠান থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেরার পথে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিভাজনকারী শক্তিকে মদত দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। রাজ্যে অশান্তি চললেও মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে বসে রয়েছেন। এরাজ্য এবং বাইরের কিছু এলাকায় চলা সমস্ত অশান্তির জন্য তৃণমূল এবং তৃণমূল সহযোগী দলগুলি দায়ী। রাজ্যের মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।' পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তৃণমূলের উদয়ন গুহ বলেন, 'ওঁরাই দাঙ্গা লাগাচ্ছে। বাংলায় বহিরাগতদের ঢোকানো হয়েছে। বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে।'

রাজবংশী রামায়ণের প্রকাশ অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

# জয় নিয়ে সংশয়ে উদয়ন

**দিনহাটা, ১৫ এপ্রিল :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো।' মন্ত্রী উদয়ন গুহ কিন্তু নিজের বিধানসভা এলাকার মানুষের প্রতি সেই বিশ্বাসটাই রাখতে পারলেন না। আর তাই অকপটে তিনি জানিয়ে দিলেন, 'দিনহাটার মানুষের প্রতি বিশ্বাস নেই যে তাঁরা আমায় দ্বিতীয়বারের জন্য মন্ত্রী করার সুযোগ করে দেবেন।' আর মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়ে গিয়েছে। তাহলে কি মন্ত্রী আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নিজের জয় নিয়েই সংশয় প্রকাশ করছেন?

পূর্ব ঘোষণামতো মঙ্গলবার দিনহাটা বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রাঙ্গণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় সুইমিং পুলের কাজের সূচনা করেন উদয়ন। সেখানেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে উদয়ন বলেন, 'এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছি যাতে ছ'মাসের মধ্যে সুইমিং পুলের কাজ শেষ হয়ে যায়। কারণ আমি মন্ত্রী থাকতে থাকতে উদ্বোধনটা করে যেতে পারি।' এই প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদয়ন অকপটে বলেন, 'দিনহাটার মানুষের ওপর ভরসা নেই, তাঁরা যে দ্বিতীয়বার আমাকে মন্ত্রী করার সুযোগ করে দেবেন এই ভরসা আমি দিনহাটার মানুষের কাছে রাখি না। তাই ঠিক করেছি আগামী ছ'মাসের মধ্যে সুইমিং পুলের কাজ শেষ করে উদ্বোধনটা করে যাব। আর তা না হলে অন্য কেউ এসে উদ্বোধন করে যাবে এটা যন্ত্রণাদায়ক হবে।'

মন্ত্রী এই আক্ষেপ আগেও একাধিকবার করেছেন বিভিন্ন কাজের সূচনা করতে গিয়ে। বিশেষ করে শহরের উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা অনুষ্ঠানগুলিতে এই আক্ষেপ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। আর তার অন্যতম কারণ যে, বিধানসভা হোক বা লোকসভা বরাবরই শহরে পিছিয়ে থাকতে হয়েছে উদয়নকে। এমনকি গত ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে নিশীথের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাত্র ৫৭ ভোটে উদয়নকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। যদিও উপনির্বাচনে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ভোটে পুনরায় জয়ী হন তিনি। এমনকি ২০২৪-এর লোকসভা ভোটেও দিনহাটা পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র দুটি ওয়ার্ডে তৃণমূল লিড পায়। পাশাপাশি এবারের লোকসভা ভোটে দিনহাটা বিধানসভার অন্তর্গত ১৬টি অঞ্চলের মধ্যে তিনটি অঞ্চলেই সবথেকে বেশি লিড পায়। বাকিগুলিতে তৃণমূলের আশানুরূপ ভোট আসেনি। যা নিয়ে দলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়। তবে ৫৭ ভোটের হারকে যে উদয়ন একেবারে হজম করতে পারেননি তা বিভিন্ন অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে ভোটারদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

# থমথমে ধুলিয়ানে হালখাতা মাটি

*প্রথম পাতার পর*

সীমান্তের ওপার থেকে। মুর্শিদাবাদ লাগোয়া বাংলাদেশে বসে পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সে দেশের রাজশাহি ও চাপাই নবাবগঞ্জে বসে এ রাজ্যে সক্রিয় জেএমবি, সিমি এবং এবিটি'র স্লিপার সেলকে সক্রিয় করে এই অশান্তি ঘটানো হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট দিয়েছে গোয়েন্দা দপ্তর। মন্ত্রকের কাছে পাঠানো প্রাথমিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকলেও পিছন থেকে সমর্থন করেছেন স্থানীয় কিছু তৃণমূল নেতা। গোলমাল ছড়িয়ে যাওয়ার পর ওই নেতারা আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।

রাজ্য সরকারের কাছেই একইরকম রিপোর্ট জমা পড়েছে। তাতে ঘটনার আগে কয়েকদিন ধরে প্রচুর অনুপ্রবেশ হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুপ্রবেশের আরও আশঙ্কার উল্লেখও আছে রিপোর্টে। হিংসা কীভাবে ছড়িয়েছে এবং রাজ্য সরকার কেন সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেনি, তা জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক চিঠি দিয়েছে নবান্নে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ওই রিপোর্টে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন, গত তিনদিনে ২২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, 'পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।'

দু'দিন আগে সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদে হরগোবিন্দ দাস এবং তাঁর ছেলে চন্দন দাসকে খুনের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এডিজি জানান, ওই ঘটনায় সিসিটিভি ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। সোমবার রাতভর অভিযানে বীরভূমের মুরারই থানা এলাকা থেকে কালু নাদাব এবং সুতি থানার বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্ত থেকে দিলদার নবাবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এডিজির দাবি, 'এরা এই খুনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আরও যারা জড়িত, তাদের কাউকে ছাড়া হবে না।'

মঙ্গলবার নবান্নে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, অশান্তি যাতে অন্য কোথাও ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য রাজ্যের সমস্ত স্পর্শকাতর এলাকায় পুলিশ রুটমার্চ করছে। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী বলেন, 'নতুন করে যাতে কোথাও অশান্তি না হয়, তার জন্য আমরা সতর্ক রয়েছি।' জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, 'আমরাও এলাকাবাসীকে বোঝাচ্ছি।'

এদিকে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকার ঘটনাগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। ওড়িশার মানবাধিকার সংগঠন 'কলিঙ্গ রাইটস ফোরাম'-এর করা অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশনের তদন্ত শাখা থেকে একটি প্রতিনিধিদল মুর্শিদাবাদে পাঠানো হবে বলে মঙ্গলবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। কমিশনের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (আইন) ব্রিজবীর সিংহ কমিশনের ডিরেক্টর জেনারেল (তদন্ত)-কে চিঠি দিয়ে জানান, কমিশনের প্রিয়ঙ্ক কানুনগোর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এ বিষয়ে তদন্ত শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলবে, অভিযোগ নথিভুক্ত করবে ও বাস্তব পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে। সরেজমিনে তদন্ত শেষে তিন সপ্তাহের মধ্যে কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

## গাড়ি বিক্রির নামে প্রতারণা

**মাদারিহাট, ১৫ এপ্রিল :** সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা প্রতারণার দায়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাদারিহাট থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ আহমেদ। তার বাড়ি কানপুরে। আহমেদ পুরোনো ট্রাক কিনে দেওয়ার টোপ দিয়েছিল শিশুবাড়ির বাসিন্দা মুকেশ লাখোটিয়াকে। মুকেশের কাছে আহমেদ পরিচয় দিয়েছিল যে, সে পুরোনো গাড়ি কেনাবেচা করে।

ট্রাক কেনার অগ্রিম বাবদ মুকেশ মহম্মদকে ২০২২ সালে সাড়ে সাত লাখ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। এরপরেই কাহিনীতে টুইস্ট। কেটে যায় তিন বছর। ট্রাকের মালিকানা শেষপর্যন্ত অধরাই থেকে যায় মুকেশের। মুকেশ অবশেষে মাদারিহাট থানায় গতবছর ১৬ ডিসেম্বর এব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সুকান্ত বর্মন জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর তাঁরা কানপুরের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর গত ১০ এপ্রিল আহমেদকে শ্যামনগরে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার আদালতে তাকে পেশ করা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

## মুর্শিদাবাদ নিয়ে সরব যোগী

**লখনউ, ১৫ এপ্রিল :** ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদে। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়েও গোলমাল ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে হিংসা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীরব। সরকার নীরব বলেই পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের হরদোইয়ে এক সভায় আদিত্যনাথ বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীরব। তিনি দাঙ্গাবাজদের শান্তির দূত বলে বর্ণনা করেছেন। যারা শুধু বলপ্রয়োগে শায়েস্তা হয়, মুখের কথায় তাদের বাগে আনা যাবে না।' তিনি আরও বলেন, 'গত সপ্তাহ থেকে গোটা মুর্শিদাবাদ জ্বলছে, তারপরেও (রাজ্য) সরকার নীরব। এই অরাজকতা নিয়ন্ত্রণে আনতেই হবে।'

# মানুষ বড় সস্তা...

## ধার মেটাননি, কুপিয়ে হত্যা

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল :** টাকার জন্য প্রতিবেশীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ের বাঁধ সংলগ্ন মহাকাল মন্দির এলাকায়। মৃত সজল কর্মকার (৫৫) পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। ঘটনায় মন্টু বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলে পুলিশ। বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সোমবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ সজল বাড়িতে একা ছিলেন। অভিযোগ, ওই সময় মন্টু তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে পাশের একটি বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা, পেট ও হাতে আঘাত করে সে। প্রত্যক্ষদর্শী বিশাখা মহন্ত নামে এক মহিলার দাবি, 'বাড়ির পাশে বাগানে ছাগল বেঁধে রেখেছিলাম। বিকেলে ছাগলটিকে আনতে গিয়ে দেখি, মন্টু ধারালো অস্ত্র দিয়ে সজলকে কোপাচ্ছে। চিৎকার করে সবাইকে ডাকি।'

ঘটনার পর সজলকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেদিন রাতে মৃতার পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই এনজেপি থানার পুলিশ মন্টুকে গ্রেপ্তার করে। মৃতার মেয়ে শুক্লা সাহার বক্তব্য, 'শুনেছিলাম বাবা মন্টুর কাছ থেকে ১২০০ টাকা নিয়েছিল। যার মধ্যে এক হাজার টাকা আগেই ফিরিয়েছে। টাকার জন্য বাবাকে খুন করল ও। খুনির ফাঁসির দাবি জানাই।'

এদিকে মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, সজল আর মন্টু সোমবার সকালে বেরিয়েছিলেন। এরপর দুজনে একজায়গায় বসে মদ্যপান করেন। তারপর বাড়ি ফেরেন সজল। দুপুরে তাঁর স্ত্রী বীণা মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যান। তারপর থেকে বাড়ি ফাঁকা ছিল। এদিন শোকস্তব্ধ বীণা বললেন, 'ভাবতে পারিনি এমন ঘটনা ঘটবে। এর আগে মন্টুর সঙ্গে স্বামীর ঝগড়া হয়েছে। পরে তা মিটমাট হয়ে যায়। তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। আমি দিনমজুরি করি। সর্বনাশ হয়ে গেল আমাদের।'

## নারীঘটিত বিবাদের জেরে খুন তরুণ

খোকন সাহা

**বাগডোগরা, ১৫ এপ্রিল :** মদের আসরে নারীঘটিত বিবাদের জেরে নৃশংসভাবে খুন হল এক তরুণ। নববর্ষের দিন মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরার অদূরে ভুট্টাবাড়ির ফুটবল খেলার মাঠ থেকে মাথা, মুখ থেঁতলে যাওয়া বিক্রম রাই ওরফে টাইগারের (৩০) মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুট্টাবাড়ির মদের আসরটিতে ৬-৭ জন তরুণ ছিল। ছিল একটি মেয়েও। পুলিশের ধারণা, মেয়েটিকে নিয়েই টাইগারের সঙ্গে বাকিদের গণ্ডগোল এবং তার জেরেই ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে ওই তরুণকে খুন করা হয়েছে। তবে কী কারণে এবং কীভাবে টাইগারকে খুন করা হয়েছে, তা নিশ্চিত হতে পুলিশ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে। ওই আসরে থাকা প্রত্যেকের খোঁজে তল্লাশিও শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

ওসি পার্থসারথি দাস বলেন, 'সোমবার রাতে বিক্রম কয়েকজনের সঙ্গে মদ্যপান করে। মদের আসরে তাদের মধ্যে বচসা হয়। বচসার জেরেই খুন করা হয়েছে। বোল্ডার অথবা ইট জাতীয় ভারী বা ভোঁতা কিছু দিয়ে মাথার পিছনে, চোয়ালে এবং মুখ থেঁতলে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা দিয়েছে।'

ফুটবল মাঠের ঘাসে চাপ চাপ রক্ত, পাশে পড়ে রয়েছে মাথা, মুখ থেঁতলে যাওয়া এক তরুণের মৃতদেহ- নববর্ষের সকালে এমন ছবি দেখে মঙ্গলবার আঁতকে উঠলেন মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। কর্মসূত্রে বছরের অধিকাংশ সময় ভিনরাজ্যে থাকলেও টাইগার স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায়, তাঁকে চিনতে বেশি সময় লাগেনি ভুট্টাবাড়ির। তরুণ খুনের ঘটনা চাউর হতেই মাঠটিতে ভিড় জমান প্রচুর মানুষ। খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও তোলেন তাঁরা। খুনের সঙ্গে যুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি টাইগারের দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

মৃতের দাদা সুখবাহাদুর রাই বলেন, 'ভাই উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করত। ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। এ মাসেই গোরক্ষপুরে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেনের টিকিটও কাটা ছিল। সকাল ৮টা নাগাদ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ভাইয়ের খুন হওয়ার খবর জানতে পারি। তবে কেন ভাইকে এমন নির্মমভাবে খুন করা হল, বুঝতে পারছি না।' ছুটিতে বাড়িতে আসা অবিবাহিত টাইগার নিয়মিত নেশা করত এবং প্রায়দিনই রাতে বাড়িতে থাকত না বলে তিনি জানান। এদিকে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরের ভুট্টাবাড়ির ফুটবল মাঠে নিয়মিত নেশার আসর বসার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। মাঠের একটা অংশে রয়েছে একটি মঞ্চ। খেলার সময় এই মঞ্চ ব্যবহার করা হয়। বাকি সময়ে ফাঁকা পড়ে থাকে। প্রায় রাতে ওই মঞ্চ এবং মাঠে নেশার আসর বসে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয় বিনিতা থাপা বলেন, 'মাঠে প্রায় রাতেই নেশার আসর বসে। তবে এলাকাটি অন্ধকার থাকায়, কারা সেখানে থাকে তা বলতে পারব না।' প্রকাশ রানা নামের এক ব্যক্তি বলেন, 'একজন তরুণকে এমন নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, ভাবতেই অবাক লাগছে। দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'রাতে মাঠের একটি অংশে যে ঝামেলা চলছে, তা বুঝতে পেরেছিলাম। ঝগড়াঝাঁটি কানে আসছিল। তবে কী কারণে এবং কাদের মধ্যে ঝামেলা, তা বুঝতে পারিনি। ঝগড়া থেকে এমন নৃশংস খুন, ভাবতে পারছি না।'

## এঁকেবেঁকে ১৩

*প্রথম পাতার পর*

এই দুটি দিয়ে ভারী গাড়ির চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১০১ ফুলকাডাবরিতে একটি সেতু রয়েছে। সেই সেতুও দুর্বল, সেতুর মুখে রাস্তা ধসে গিয়েছে।

কয়েকটি সেতুতে নদীর বিড়ম্বনা হলেও কুচলিবাড়ি থানা এলাকায় নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। ছোট নদী হলেও এতে গোটা বছরই জল থাকে। এখানে দেশীয় মাছের স্বর্গরাজ্য। এলাকার বেশিরভাগ মৎস্যজীবী গোটা বছর নদীতে মাছ ধরে সংসার চালান। পাশাপাশি, সানিয়াজানের পাড়ে একাধিক চা বাগান গড়ে উঠেছে। সেই চা বাগান সহ পার্শ্ববর্তী কৃষিজমিতে সেচের একমাত্র ভরসা এই নদীই। আবার নদীবক্ষে ধান চাষ নিষিদ্ধ হলেও পলিময় সানিয়াজান নদীতে উচ্চমানের ধান চাষ হয়। নদীর পাড়ের কৃষকরা নদীবক্ষে ধান চাষ করেই সারাবছরের অন্ন জোগান। এই নদীতে নিয়ে স্কুল শিক্ষক সন্তোষ রায় বা ভূগোলের গবেষক সফিকুল ইসলামদের গর্বের শেষ নেই। সফিকুলের কথায়, 'দুই দেশের মধ্যে এত কম দূরত্বে এভাবে এঁকেবেঁকে চলা সাধারণত দেখা যায় না।' সন্তোষ বললেন, 'সানিয়াজান হয়তো দুই দেশকে এভাবেই এক করে রাখতে চায়। আজীবন।'

## প্রকাশের আশ্বাস

**বারবিশা, ১৫ এপ্রিল :** আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ পরিচালিত বারবিশা সাপ্তাহিক হাট চত্বরের বেহাল অবস্থা মঙ্গলবার ঘুরে দেখেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। সাংসদকে কাছে পেয়ে আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির দাবি জানান ব্যবসায়ীরা। প্রকাশ ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বারবিশা বাজারে একটি আধুনিক মানের মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির চেষ্টা চলছে। সেজন্যই বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি ঘুরে দেখলাম।'

## ফেঁসে আর্থমুভার

**পলাশবাড়ি, ১৫ এপ্রিল :** পলাশবাড়ির সনজয় নদীতে জোরকদমে মহাসড়কের পাকা সেতুর কাজ চলছে। তবে মঙ্গলবার বিকেলে ওই নদীতে ফেঁসে যায় একটি আর্থমুভার। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর্থমুভারটি নদীর পশ্চিম দিকে ফেঁসে ছিল। যেখানে ওই যন্ত্রটি কাজ করছিল সেখানে নদীর জল হঠাৎ করেই কিছুটা বেড়ে যায়। তবে নির্মাণকারী সংস্থার কর্মীরা জানান, রাতের মধ্যে আর্থমুভারটি নদী থেকে তোলার চেষ্টা চলছে।

## প্রতিষ্ঠা দিবস

**শালকুমারহাট, ১৫ এপ্রিল :** মঙ্গলবার সন্তানদলের ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল শালকুমারহাটে। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্সিপাড়ায় দলের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। সেখানে সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সংগঠক গণেশ রায়, শালকুমারহাটের সংগঠক পবিত্র রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

## পড়ুয়ার মৃত্যু

**রাঙ্গালিবাজনা, ১৫ এপ্রিল :** শিশুবাড়ির মুজনাই রেলস্টেশনে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক পড়ুয়ার। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত পড়ুয়ার নাম মহম্মদ কাইফ (১৯)। তবে ঘটনার মৃত্যুর কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। এরই মধ্যে ওই ঘটনায় স্তম্ভিত পরিবার। এবিষয়ে আরপিএফের হাসিমারার ওসি রুনু বর্মন বলেন, 'ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

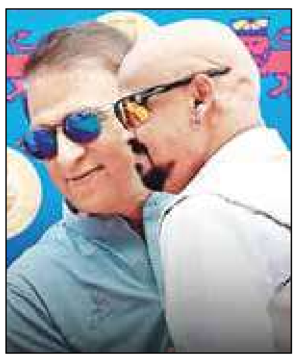

## কাম্বলিকে আর্থিক সাহায্য গাভাসকারের

**মুম্বই, ১৫ এপ্রিল :** আর্থিক অনটন, শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত বিনোদ কাম্বলির পাশে দাঁড়ালেন সুনীল গাভাসকার। প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গাভাসকার ফাউন্ডেশন।

গত জানুয়ারি মাসে বিনোদ কাম্বলির চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করেন কিংবদন্তি ওপেনার। বিস্তারিত খবরও নেন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানেও কাম্বলির সঙ্গে কথা হয় গাভাসকারের। এরপরই নিজের ফাউন্ডেশন থেকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের সিদ্ধান্ত। সারাজীবন যে সাহায্য পাবেন কাম্বলি। এছাড়া চিকিৎসার খরচ বাবদ বছরে অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকা দেবে গাভাসকার ফাউন্ডেশন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় কাম্বলিকে। মস্তিষ্কে ব্লাড ক্লটও ধরা পড়ে। দিন দশেক চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরলেও চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। এরপরই গাভাসকার জানিয়েছিলেন, কাম্বলি তাদের পুত্রসম। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী টিমের তরফে কাম্বলির পাশে দাঁড়াবেন তাঁরা। কথা রাখতে নিজেই বড় পদক্ষেপ করলেন 'লিটল মাস্টার'।

### নির্বিকার ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট

# নববর্ষে বিবাদে ক্লেইটন-অস্কার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** উৎসবের আবহে তাল কাটল আবার। ইস্টবেঙ্গলে কোচ-ফুটবলারের বিবাদ এবার প্রকাশ্যে।

সুপার কাপ শুরু হতে বাকি আর হাতে গোনা পাঁচটা দিন। এর মধ্যে অশান্তির আঁচ যেন বেড়েই চলেছে লাল-হলুদ শিবিরে। বাংলা নববর্ষের দিনে অনুশীলনে ক্লেইটন সিলভা-অস্কার ব্রুজোঁর বচসায় আরও একবার উত্তপ্ত হল কলকাতা ময়দানের লেসলি ক্লডিয়াস সরণি।

এদিন সকালে ইস্টবেঙ্গল মাঠের একদিকে তখনও বারপুজো চলছে। সদস্য-সমর্থকদের প্রার্থনা একটাই, সাফল্যের সরণিতে ফিরুক প্রিয় ক্লাব। লাল-হলুদ জনতার মুখে মুখে ঘুরছে অতীতের সাফল্য আর বর্তমান ব্যর্থতার কাটাছেঁড়া। আরেকদিকে তখন অনুশীলনে ব্যস্ত দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, আনোয়ার আলিরা। সেখানে ক্লেইটন যেন দলছুট। কোচের নির্দেশে হোক বা জেদের বশে বাকিদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। গোটা দল যখন মাঠের একদিকে বল পায়ে অনুশীলন করছে, ক্লেইটন তখন একাকী। রবিবারের ঘটনার পর এই ছবি খুব একটা অস্বাভাবিকও নয়। সেদিন কোচের সঙ্গে মনোমালিন্যে মাঠ ছেড়েছিলেন লাল-হলুদ স্ট্রাইকার। তবে এদিন পরিস্থিতি হাতের বাইরে গেল অনুশীলনের একেবারে শেষলগ্নে। মুহূর্তেই যেন ছবিটা বদলে গেল। বারপুজো ছেড়ে সব ফোকাস তখন সেদিকেই। দলের সিটিও অময় ঘোষাল ক্লেইটনকে ডেকে কিছু বলতে যান। তাঁর সঙ্গে একপ্রস্থ কথা কাটাকাটি হয়। মাঠ ছাড়ার আগে কোচ অস্কারের সঙ্গে আরও একবার তর্কে জড়িয়ে পড়েন ক্লেইটন। তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন সৌভিক চক্রবর্তী। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে, একপ্রকার জোর করেই তাঁকে সাজঘরে ফেরাতে হয় হয়।

নববর্ষের প্রথম সকালে এমন ঘটনায় বেশ অস্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল। প্রাক্তন ফুটবলার, অতিথি, সদস্য-সমর্থকদের সামনে এমন ঘটনা শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের সম্মানেও যে আঘাত করে। কোচ-ফুটবলারের মধ্যে মনোমালিন্যের ঘটনা অতীতেও বহুবার ঘটেছে। তবে অল্প সময়ে তা মিটেও গিয়েছে। সেখানে ইস্টবেঙ্গলে পরিস্থিতি উত্তরোত্তর আরও জটিল হচ্ছে। ইতিমধ্যে টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্যও এতে জড়িয়ে পড়েছেন। এতকিছুর পরও ক্লাব কর্তা, ম্যানেজমেন্ট নির্বিকার। বিবাদ মেটানো তো দূর, উলটে কোচ-ফুটবলারের মধ্যে অশান্তিকে লঘু করে তুলে ধরতে চাইলেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। এই ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'কোচের সঙ্গে ফুটবলারের এমন গণ্ডগোল ইস্টবেঙ্গলে নতুন নয়। অতীতেও হয়েছে। তাতে সাফল্যও এসেছে। কোচের সঙ্গে ফুটবলারের এমন চ্যালেঞ্জ থাকাটা দলের জন্য স্বাস্থ্যকর। হতেও পারে সাফল্যের পথে এটাই প্রথম পদক্ষেপ। তার মানে আবার এটাও নয় যে, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হবে।' আদতে ক্লেইটন-অস্কারের বিবাদ যে সেদিকেই মোড় নিচ্ছে তা কি বুঝতে পারছে না লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট? সাম্প্রতিক অতীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের উদাহরণ ইস্টবেঙ্গলে তো কম নেই।

*কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়া ক্লেইটন সিলভাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।*

# আমি কেন ম্যাচের সেরা, প্রশ্ন মাহির!

*লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মহেন্দ্র সিং ধোনি।*

**লখনউ, ১৫ এপ্রিল :** ১১ বলে অপরাজিত ২৬। আর তার সুবাদেই ম্যাচের সেরা! তাও আবার প্রায় ৬ বছর পর। যদিও সেরা হিসেবে তাঁকে কেন বেছে নেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনিই! সেরার ট্রফি হাতে প্রশ্নও ছুড়ে দিলেন আমাকে কেন? নুর আহমদ, রবীন্দ্র জাদেজার বোলিং স্পেলটাই তো ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।

আইপিএলে প্রথমবার টানা পাঁচ ম্যাচ হারের পর জয়ে ফেরা চেন্নাই সুপার কিংসের। লখনউ সুপার জায়েন্টসের ১৬৬/৭ স্কোরের জবাবে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা একসময় চাপে ফেলে দেয় চেন্নাইকে। আস্কিং রেটও বাড়ছিল। কিন্তু ফিনিশার মাহির নয়া রূপে ম্যাচের রং বদল।

এক হাতে মারা ছক্কা, চাপের মুখে গোটা চারেক বাউন্ডারিতে দলকে ফিনিশিং লাইন পার করে দেন। পুরস্কারস্বরূপ সেরার তকমা। যদিও মাহি স্বয়ং সেই যুক্তির সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পাচ্ছেন না।

২০১৯ সালের পর আইপিএলে প্রথমবার ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে নিয়েই বলেছেন, 'আমাকে ওরা কেন সেরার পুরস্কার দিল, এখনও ভাবছি। আমার ধারণা নুর খুব ভালো বল করেছে। নতুন বলে আমাদের বোলিং এবং নুর-জাড্ডুর ৪-৫ ওভারের স্পেলটাই ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে বাদ রেখেই লখনউ ম্যাচে নামে চেন্নাই। সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না বলছেন মাহি। যুক্তি, উইকেট থেকে সাহায্য মিলছে না এমন পিচে পাওয়ার প্লে-তে অশ্বীনকে বল করানো হয়েছে। বাড়তি চাপ নিঃসন্দেহে। তাই এমন একজনকে দল চাইছিল, যে পাওয়ার প্লে-তে কার্যকর হবে।

> এমন উইকেটে খেলা উচিত, যেখানে ব্যাটাররা আত্মবিশ্বাস নিয়ে শট খেলবে। ভয়ে ভয়ে থাকবে না।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

সাত ম্যাচে দ্বিতীয় জয় (দশম স্থানে)। প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়তে ধারাবাহিকতা দরকার। তবে টানা হারে গুমড়ে থাকা পরিবেশে এই জয়টা অক্সিজেন জোগাবে। ক্যাপ্টেন কুলের মতে, আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে প্রতিটি জয় গুরুত্বপূর্ণ। গত ম্যাচগুলি ভালো কাটেনি। লখনউ-বধ সেদিক থেকে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে দলের।

ম্যাচের পর যে খুশির ঝলক ধোনির চোখেমুখে। 'মন্ত্রশিষ্য' ঋষভ পন্থের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডাও মারেন। যে আলোচনায় যোগ দেন লখনউ টিমের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও। অতীতের তিক্ততা ভুলে সম্প্রীতির ছবি। যদিও যে ছবিটা উসকে দিচ্ছিল ২০১৭-র ঘটনা। নিজের দলের (তখন নাম ছিল পুনে সুপারজায়ান্ট) অধিনায়কের পদ থেকে ধোনিকে ছাঁটাই করেছিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা! মঙ্গলবারের একানা স্টেডিয়ামে সম্পর্কের সু-বাতাস। মাহির কাঁধে হাত রেখে খোশমেজাজে ঋষভদের 'বস'।

জয়ের খুশির মাঝে ঘরের মাঠ চিপকের পিচ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন ধোনি। দাবি, ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য পিচকেই কাঠগড়ায় তুললেন। ধীরগতির উইকেট হচ্ছে চিপকে। ফলে ব্যাটিং সমস্যা হচ্ছে। অথচ, বাইরের ম্যাচে ব্যাটাররা ভালো খেলছে। এরপরই মাহির বার্তা, 'এমন উইকেটে খেলা উচিত, যেখানে ব্যাটাররা আত্মবিশ্বাস নিয়ে শট খেলবে। ভয়ে ভয়ে থাকবে না।'

হারের জন্য অনেকে ঋষভ পন্থের স্ট্র্যাটেজিও দুষছেন। রবি বিষ্ণোই (৩-০-১৮-২) ভালো বল করছিলেন। যদিও পুরো কোটা বল করানো হয়নি। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে বিষ্ণোই জানান, দলের সবাই যা ভালো বুঝেছে, সেই মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিতর্কের কিছু নেই।

ঋষভের যুক্তি, মিলিত পদক্ষেপ। আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত। বোলিং নয়, ব্যাটিংই মূলত দুষছেন। ম্যাচে সর্বাধিক ৬৩ রান করা ঋষভের কথায়, 'নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানো ছন্দ বিগড়ে দিয়েছে বারবার। নাহলে আরও ১৫ রান বেশি হত। পরের ম্যাচগুলিতে পার্টনারশিপে জোর দিতে হবে।'

### ধোনির সঙ্গে 'আড্ডা' গোয়েঙ্কার

*রি-ইউনিয়ন? ম্যাচ শেষে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, ঋষভ পন্থ, আবেশ খান, জাহির খানদের সঙ্গে ধোনি।*

### বারপুজোয় বাড়তি সময় লাল-হলুদের

# বাগানের আকর্ষণ আইএসএল ট্রফি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** নববর্ষের সকালে মোহনবাগানের বারপুজোয় প্রধান আকর্ষণ আইএসএল লিগ শিল্ড ও কাপ। সেখানে ইস্টবেঙ্গল অশুভ শক্তির বিনাশ করতে বাড়তি সময় দিল বারপুজোয়। সব মিলিয়ে নববর্ষের সকালে জমজমাট কলকাতা ময়দান।

নববর্ষের সকালে আট থেকে আশি প্রতিটি সদস্য-সমর্থকের মূল আকর্ষণ ছিল সদ্য জেতা আইএসএল ট্রফি। ক্লাব-তাঁবুর ঠিক পাশের লনে সুসজ্জিতভাবে রাখা ছিল আইএসএল লিগ শিল্ড, কাপ এবং হকি লিগ। ক্লাবে আগত সদস্য-সমর্থকরা ওখানেই ভিড় করেন। এমনকি ক্লাব-তাঁবুর সামনের স্টেজে হওয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মন ছিল না বিশেষ কারও। বরং ট্রফিগুলির সামনে ছবি তোলাটার হিড়িক ওঠে।

আসলে মোহনবাগানের মতো জনসমর্থনপুষ্ট ক্লাবে ট্রফিটাই দিনের শেষ কথা। সেই ছবিটাই এদিন বারবার ধরা দিয়েছিল। মঙ্গলবার প্রথা মেনেই বারপুজো করা হয়। এই সাফল্যের ধারা যেন বজায় থাকে, সেই প্রার্থনা করা হয়। বারপুজোর সময় ফুটবলারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাস। পরে অবশ্য পরিবার নিয়ে ক্লাবে ঘুরে গিয়েছেন মিডিও দীপক টাংরি।

সামনেই ক্লাব নির্বাচন। নির্বাচনে পালাবদল হওয়ার গুঞ্জন চলছে ময়দানে। বাংলার নতুন বছরের প্রথমদিনে নিজের টিম নিয়ে বারপুজোয় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসু। বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্তের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেছেন প্রাক্তন সচিব। বারপুজোর দিন বাগানের প্রাক্তন ফুটবলারদের দেখা গিয়েছে। পরের দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্লাবে এসেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তবে গঙ্গাপাড়ের ক্লাব-তাঁবুতে দেখা যায়নি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। দিনকয়েক আগে তাঁকে আইএসএল ফাইনালে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে তিনি গেলেও বাগান তাঁবু সন্তর্পণে এড়িয়ে যান।

এদিকে, নতুন বছরের প্রথমদিনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেও ছিল উৎসবের আমেজ। কোচ অস্কার ব্রুঁজো, আগামী অধিনায়ক নাওরেম মহেশ সিং, লালচুংনুঙ্গা ও মহিলা দলের অধিনায়ক সুইটি দেবী বারপুজোয় ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় লিগজয়ী মহিলা দল ও বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়রা। গোটা মরশুমজুড়েই সমর্থকদের একরাশ হতাশা উপহার দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। খারাপ সময় কাটাতে এদিন প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নিয়ে বারপুজো হয়। খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠার প্রার্থনা করা হয়। এদিন মাঠ আলো করে উপস্থিত ছিলেন লাল-হলুদের প্রাক্তনীরাও। পরের দিকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে যান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তারা।

মোহন-ইস্ট ছাড়াও গোটা কলকাতা ময়দানজুড়ে বারপুজো হয়েছে। সৃঞ্জয় বসুর উদ্যোগে জমকালোভাবে হয়েছে ভবানীপুর ক্লাবের বারপুজো। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় সেন, শিল্টন পালের মতো ব্যক্তিত্ব। এসেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। এদিন তিনি নিজের ক্লাব এরিয়ানের বারপুজোয়তেও ছিলেন। কাস্টমসের বারপুজোর অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় সন্তোষজয়ী তারকা রবি হাঁসদাকে। ডায়মন্ড হারবারের বারপুজোয় কোচ কিবু ভিকুনা ও ফুটবলাররা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এছাড়াও উয়াড়ি, খিদিরপুর সহ ময়দানের বহু ক্লাবে বারপুজো হয়েছে।

*মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুর পাশের সুসজ্জিত মঞ্চে রাখা হয়েছে আইএসএল কাপ, লিগ-শিল্ড ও হকি লিগে জেতা ট্রফি। ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।*

# আত্মবিশ্বাসই ভরসা রিয়ালের

### প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় কেনরা

**মাদ্রিদ ও মিলান, ১৫ এপ্রিল :** প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনালের পর ৩ গোলে পিছিয়ে। তাও দুরন্ত ছন্দে থাকা আর্সেনালের বিরুদ্ধে। সাধারণত অঘটন ছাড়া এই জায়গা থেকে প্রত্যাবর্তন কার্যত অসম্ভব। তবুও নামটা যে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রত্যাবর্তন তাদের সমার্থক।

> **চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ**
> রিয়াল মাদ্রিদ বনাম আর্সেনাল
> ইন্টার মিলান বনাম বায়ার্ন মিউনিখ
> **সময় :** রাত ১২.৩০ মিনিট
> **সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্কে

এই স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতেই কত ইতিহাস লিখেছে রিয়াল। সেই মাঠেই আরও একবার রূপকথার প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন বুনছেন কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। ঘরের মাঠে আর্সেনালকে হারাতে হবে। শুধু হারালেই চলবে না, জিততে হবে কমপক্ষে চার গোলের ব্যবধানে। সেটা তিন হলেও ম্যাচটা গড়াতে পারে অতিরিক্ত সময়, টাইব্রেকার পর্যন্ত। আন্সেলোত্তি মনে করেন, কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আর লা লিগায় আলাভেসকে হারানোর পর দলও এখন আত্মবিশ্বাসী। আর্সেনাল ম্যাচেও তার প্রভাব পড়বে বলে ধারণা রিয়াল কোচের। আসলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা যে রিয়াল মাদ্রিদ, তা আরও একবার প্রমাণ করার এটাই যে মোক্ষম সুযোগ।

রিয়ালের প্রাক্তনী মার্সেলোরও তাই বিশ্বাস, ঘুরে দাঁড়াবেন এমবাপে, ভিনিসিয়াসরা। মাদ্রিদ জায়েন্টদের এমন বহু লড়াইয়ের সৈনিক এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার। আর্সেনালকে সতর্ক করে তিনি বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদ ঘুরে দাঁড়াতে জানে। আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ব্যবধান তিন গোলের হলেও বার্নাব্যুতে রিয়ালকে হিসাবের বাইরে রাখলে ভুল করবে আর্সেনাল।'

দ্বিতীয় লেগের কোয়ার্টার ফাইনালের অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ইন্টার মিলান-বায়ার্ন মিউনিখ। ইন্টার ২-১ গোলে এগিয়ে। ফিরতি লেগে নামার আগেও বায়ার্ন শিবির চোট সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের সহ পাঁচ ফুটবলার এই ম্যাচেও অনিশ্চিত। তালিকায় রয়েছেন ডায়োট উপামেকানো, আলফান্সো ডেভিস, জামাল মুসিয়ালারা। তবুও প্রত্যাবর্তনের আশায় বুক বাঁধছেন হ্যারি কেনরা।

*লক্ষ্য আরও এক প্রত্যাবর্তন। আর্সেনাল ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে ও লুকা মডরিচ।*

### সাদা বলে জোড়া সিরিজ

# অগাস্টে বাংলাদেশে বিরাটরা

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল :** ক্রিকেট দুনিয়া আপাতত আইপিএলে মজে।

মেগা লিগ পর্ব মেটার পর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ইংল্যান্ড সফর। পাঁচ ম্যাচের ম্যারাথন টেস্ট সিরিজ টেমসের দেশে। বিলেত সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই পদ্মাপাড়ে নয়া চ্যালেঞ্জ। সাদা বলের জোড়া সিরিজ খেলতে অগাস্ট মাসে বাংলাদেশ সফর করবে ভারতীয় ক্রিকেট দল।

পদ্মাপাড়ে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অস্থির পরিস্থিতি। ভারত বিরোধিতা চরমে। এরকম সময়ে বাংলাদেশ সফরে পা রাখবে মেন ইন ব্লু। যে সফরের নির্ঘণ্ট এদিন প্রকাশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

ভারতীয় দল সফরে তিন ম্যাচের ওডিআই এবং টি২০ সিরিজ খেলবে। ১৭ অগাস্ট মীরপুরে ওডিআই সিরিজের উদ্বোধন। দ্বিতীয় ওডিআই মীরপুরে (২০ অগাস্ট)। শেষ ম্যাচ চট্টগ্রামে ২৩ অগাস্ট। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ চট্টগ্রামে (২৬ অগাস্ট) হবে। শেষ দুইটি ম্যাচ হবে মীরপুরে।

ভারতের সফরকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, 'তিন ফর্ম্যাটে ভারতীয় দল বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছে। দুই দেশের মানুষ ক্রিকেট অন্তপ্রাণ। অতীতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজক দ্বৈরথ দেখা গিয়েছে। আসন্ন সিরিজও আকর্ষণীয়, উপভোগ্য হতে চলেছে।'

এদিকে, হোম সিরিজে ২ অক্টোবর আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। দুই ম্যাচের সিরিজে শেষ টেস্ট হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে (১০ অক্টোবর থেকে)। নভেম্বরেই দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ণাঙ্গ সফরে ভারতে পা রাখবে। দুইটি টেস্ট হবে যথাক্রমে দিল্লি (১৪-১৮ নভেম্বর) ও গুয়াহাটিতে (২২-২৬ নভেম্বর)।

ওডিআই সিরিজের তিনটি ম্যাচ যথাক্রমে রাঁচি (৩০ নভেম্বর), রায়পুর (৩ ডিসেম্বর), ভাইজাগে (৬ ডিসেম্বর)। ৯ ডিসেম্বর কটকে টি২০ সিরিজের উদ্বোধনী দ্বৈরথ। বাকি ম্যাচগুলি হবে যথাক্রমে মুল্লানপুর (১১ ডিসেম্বর), ধরমশালা (১৪ ডিসেম্বর), লখনউ (১৭ জিসেম্বর), আহমেদাবাদে (১৯ ডিসেম্বর)।

## ফেডারেশনের কাছে অভিযোগ বেঙ্গালুরুর

**কলকাতা, ১৫ এপ্রিল :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএল ফাইনালে আক্রান্ত হয়েছেন বেঙ্গালুরু এফসি-র সমর্থকরা। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএলের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাল তারা। তির মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের দিকে। তাদের দাবি, 'বেঙ্গালুরু সমর্থকদের লক্ষ্য করে আতশবাজি ছোড়া হয়। এক সমর্থক চোখে গুরুতর আঘাত পান। আক্রান্ত হন দলের কর্ণধার পার্থ জিন্দালও।' একইসঙ্গে যুবভারতীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি-র তরফে।

# সঞ্জুদের সঙ্গে আজ পরীক্ষা দ্রাবিড়েরও

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল :** কারও কাছে প্রতিভা দেখানোর মঞ্চ।

কারও জবাব দেওয়ার। হারিয়ে যেতে যেতে ফিরে আসার উদাহরণও কম নয়। এমনই বিভিন্ন রংয়ে রঙিন আইপিএলে বুধবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালস-রাজস্থান রয়্যালস টক্কর। আবার পরীক্ষার মঞ্চ, নিজেকে প্রমাণেরও।

ফের চোখ দিল্লির করুণ নায়ারের দিকে। প্রায় তিন বছর পর আইপিএলে খেলতে নেমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৪০ বলে বিস্ফোরক ৮৯-তে সম্মোহিত করেছেন। কাল যার পুনরাবৃত্তিতে চোখ করুণের।

সতীর্থ অখ্যাত লেগস্পিনার ভিপরাজ নিগম সেখানে দ্রুত দিল্লি সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিচ্ছেন কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের পাশে। লোকেশ রাহুলের দাপটে অনেককে জবাব দেওয়ার মরিয়া তাগিদ। যোগফল, পাঁচ ম্যাচে চারটিতে জিতে প্লে-অফের পথে এক পা এগিয়ে রাখা।

ঘরের মাঠে নড়বড়ে রাজস্থানকে হারিয়ে অবস্থান আরও শক্ত করার সুযোগ। যা আটকাতে ৬ ম্যাচে চারটিতে হেরে কোণঠাসা গোলাপি ব্রিগেডের সামনে একঝাঁক ফাঁকফোকর মেরামতির চ্যালেঞ্জ। গত ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়াল রানে ফিরলেও রিয়ান পরাগ, সঞ্জু স্যামসনদের বিবর্ণ ক্রিকেটে আশঙ্কা বাড়ছে।

হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের অবস্থা সহজবোধ্য। পায়ের হাড় ভাঙায় হুইলচেয়ার, ক্রাচ নিয়েই জয়পুর, দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন। যদিও দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার ক্রিকেটীয় শৃঙ্খলার প্রতিফলন এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি তাঁর ছাত্রদের পারফরমেন্সে।

দল নিয়ে এদিন প্র্যাকটিসে কোটলাতে পা রাখার পর দ্রাবিড়কে ঘিরে চেনা ছবি। লোকেশ, অক্ষর, করুণরা এগিয়ে এসে দেখা করলেন। দ্রাবিড়ও স্নেহের হাত রাখলেন প্রতিপক্ষ অধিনায়ক অক্ষরের পিঠে। যদিও দলের চলতি ব্যর্থতায় রক্তচাপ যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধারেভারে, বর্তমান পারফরমেন্সে তুলনায় এগিয়ে দিল্লি। লোকেশের পর নায়ারের রান পাওয়া ব্যাটিং আরও শক্তিশালী। পাটা পিচ, ছোট বাউন্ডারির কোটলায় ট্রিস্টান স্টাবস, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, অভিষেক পোড়েলের ঝাঁঝালো ব্যাটিং সামলানো সহজ হবে না জোফ্রা আর্চার, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা সমৃদ্ধ রাজস্থান বোলিং ব্রিগেডের জন্য।

### ব্যাটে নজরদারিকে স্বাগত নীতীশদের

> **INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ**
> দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রাজস্থান রয়্যালস
> **সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** নয়াদিল্লি
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

স্বস্তির মধ্যে দিল্লির মাথাব্যথা মিচেল স্টার্কের হঠাৎ ছন্দপতন। গত কয়েক ম্যাচে পেস ব্রিগেড কিছুটা কমজোরি দেখাচ্ছে। যশস্বী-সঞ্জুদের জন্য যা সুযোগ হতে পারে। তবে দিল্লির স্পিন বোলিং মূল কাঁটা রাজস্থানের। কুলদীপ-ভিপরাজ-অক্ষরের ১২ ওভার গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে, ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারদের ব্যাট পরীক্ষার নয়া পদক্ষেপকে স্বাগত জানাল দুই তারকা নীতীশ রানা, মোহিত শর্মা। দুইজনের মতে, ব্যাট-বলের মধ্যে ভারসাম্য থাকা জরুরি। সেক্ষেত্রে ব্যাটের ওপর নজরদারিতে 'অনৈতিক' সুবিধা নেওয়ার প্রবণতায় কিছুটা হলেও রাশ টানা যাবে।

ঘুরেফিরে রাজস্থান-দিল্লি দ্বৈরথ। অতীত পরিসংখ্যানে সেয়ানে-সেয়ানে টক্করের ছবি। রাজস্থানের পক্ষে স্কোরলাইন ১৫-১৪। তবে পুরোনো হিসেবের হালখাতা সরিয়ে দুই দল কীভাবে কাল নিজেদের মেলে ধরে, সেটাই দেখার।

*রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের প্রস্তুতিতে চলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের করুণ নায়ার। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।*

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

যোগেশ চন্দ্র দাস - বাসন্তী রায়দাস, 50তম বিবাহবার্ষিকীতে জানাই অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও প্রণাম। - পুত্র, পুত্রবধূ, নাতিবর্গ, আলিপুরদুয়ার।

## শুরু চ্যাংরাবান্ধা চ্যাম্পিয়ন লিগ

**চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ এপ্রিল :** বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের চ্যাংরাবান্ধা চ্যাম্পিয়ন লিগ টি২০ ক্রিকেট মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে চ্যাংরাবান্ধা ব্ল্যাক প্যান্থার ২ উইকেটে চ্যাংরাবান্ধা অল স্টার চ্যাম্পিয়নকে হারিয়েছে।

চ্যাংরাবান্ধা হাইস্কুল মাঠে টসে হেরে অল স্টার ১৯ ওভারে ৯৫ রানে অল আউট হয়। ২ উইকেট নেন সুমন্ত বর্মন। জবাবে ব্ল্যাক প্যান্থার ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৬ রান তুলে নেয়। ২৭ রান করেন ম্যাচের সেরা সুমন্ত।

## বক্সিংয়ে প্রিয়াঙ্কা, প্রেম

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** শিলিগুড়িতে ২৩-২৭ এপ্রিল ওপেন ন্যাশনাল বক্সিং হবে। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলার দুইজন অংশ নেবেন। তাঁরা হলেন প্রিয়াঙ্কা রায় (৫৪-৫৭ কেজি) ও প্রেম ছেত্রী (৬০-৬৫ কেজি)। পাশাপাশি সদ্য সমাপ্ত স্টেট গেমসে সাফল্য পাওয়ায় প্রিয়াঙ্কাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

**অগাস্টে বাংলাদেশে বিরাটরা**

-খবর এগারোর পাতায়

# চাহালের জালে বন্দি নাইট স্বপ্ন

*চার উইকেট নিয়ে যুযবেন্দ্র চাহাল দাপট দেখালেন মুল্লানপুরে।*

**পাঞ্জাব কিংস-১১১ (১৫.৩ ওভারে)**
**কলকাতা নাইট রাইডার্স-৯৫ (১৫.১ ওভারে)**

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**মুল্লানপুর, ১৫ এপ্রিল :** রামনদীপ সিং সোমবার জানিয়েছিলেন, ম্যাচ জেতায় ব্যাটাররা কিন্তু টুর্নামেন্ট জেতায় ভালো বোলিং। কিন্তু বাস্তবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটাররা ম্যাচই বার করতে পারছেন না, টুর্নামেন্ট জেতা এখন অনেক পরের ব্যাপার।

বোলিং ডিপার্টমেন্ট নিজেদের কাজ করলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় মাত্র ৯৫ রানে গুটিয়ে গিয়ে ১৬ রানে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হারল কেকেআর। মাঝে ৭/২ থেকে আজিঙ্কা রাহানে (১৭ বলে ১৭) ও অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (২৮ বলে ৩৭) ৫৫ রানে জুটি না গড়লে লজ্জা আরও বাড়ত। রাহানের একটা ভুল সিদ্ধান্তই সম্ভবত তালগোল পাকিয়ে দেয়। কেকেআর অধিনায়কের ক্ষেত্রে বল লাইনের বাইরে ছিল বলে অন্তত টেলিভিশন রিপ্লে বলছে। কিন্তু রাহানেকে একবার থমকে দাঁড়িয়েও রিভিউ না নেওয়াটা ভুলই ছিল। তার পরপরই আউট রঘুবংশী। এবং আয়ারাম গয়ারামের দলে নাম লেখান ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৭), রিঙ্কু সিং (২) ও রামনদীপ (০) ও হর্ষিত রানা (৩)। ৩৩ রানে শেষ ৮ উইকেট হারাল নাইটরা।

১৩ ওভারে কেকেআর ৭৯/৮ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে একঝলক টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠল আন্দ্রে রাসেলের স্তম্ভিত মুখটা। কী কঠিন দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে বর্তেছে সেটাই বোধহয় ভাবছিলেন! তবু চেষ্টা একটা করেছিলেন যুযবেন্দ্র চাহালের চতুর্থ ওভারে জোড়া ছয় ও একটা চার মেরে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। চাহালই এদিন (২৮/৪) ভাঙন ধরান কেকেআর ব্যাটিংয়ে। তার আগের তিন ওভারে ৩ উইকেট নেন মাত্র ১২ রান দিয়ে। চাহালের স্পিন জালেই বন্দি হল নাইটদের স্বপ্ন। কিন্তু অর্শদীপ সিংয়ের (১১/১) বলে বৈভব অরোরা কোনও রান না করে আউট হতেই সাদা পোশাকে সৌন্দর্যের ঝংকার তুলে লাফাতে দেখা গেল প্রীতি জিন্টাকে। এরপর শুধু ছিল সময়ের অপেক্ষা। রাসেলকে (১২) বোল্ড করে পাঞ্জাবের জয় নিশ্চিত করেন মার্কো জানসেন (১৭/৩)।

অথচ তার আগে পাঞ্জাবকে মাত্র ১৫.৩ ওভারে শেষ করে নিজেদের কাজটা ঠিকই করেন কেকেআর বোলাররা। কিন্তু ইনিংসের ৬ ও ৮ নম্বর বলে পরপর সুনীল নারায়ণ (৫) ও কুইন্টন ডি ককের (২) আউট হওয়া খানিকটা চিন্তা বাড়ালেও সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রাহানে ও বরুণ চক্রবর্তীর জায়গায় ইমপ্যাক্ট ব্যাটার হিসাবে নামা অঙ্গকৃশ। টসে হারের ফলে নিজের পছন্দ-অপছন্দের জায়গা ছিল না রাহানের। তাঁর নাকি পরিকল্পনাই ছিল বোলিং নেওয়ার। কিন্তু সবটাই বুমেরাং হল শেষপর্যন্ত। চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ বেরিয়ে গেলেও পাঞ্জাবে এসে আটক কেকেআর।

হর্ষিত রানা চতুর্থ ওভারে বল করতে এসেই উইকেটে সবে জমে যাওয়া প্রিয়াংশ (১২ বলে ২২) এবং শ্রেয়স আইয়ারকে (০) ফিরিয়ে ম্যাচ নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নেন। দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ডাগআউটে রওনা হওয়ার সময়ে প্রবল হাততালি দিতে দেখা গেল কেকেআর ম্যানেজমেন্ট গ্যালারিকে। যার পাল্টা তাঁরা পেলেন ম্যাচের শেষে। পরের ওভারেই প্রভসিমরান সিংকেও (১৫ বলে ৩০) সাজঘরের রাস্তা দেখান হর্ষিত। তিনজনেরই ক্যাচ নিলেন স্থানীয় রামনদীপ। প্রভসিমরান আউট হতেই সূর্যাংশ শেরগেকে (৪) ইমপ্যাক্ট ব্যাটার হিসাবে নিয়ে আসে পাঞ্জাব। যদিও তিনি কোনও ইমপ্যাক্টই রাখতে পারেননি। মার্কাস স্টোয়িনিসের জায়গায় এবারই প্রথম আইপিএলে অভিষেককারী জস ইনগ্লিসকে (২) তুলে নেন বরুণ (২১/২)। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৭) আউট হতেই ল্যাজ বেরিয়ে পড়ে পাঞ্জাবের। ম্যাক্সওয়েল আর সেই ম্যাক্সওয়েল নেই। বরুণের গুড লেংথে ফেলা বল তাঁর ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক দিয়ে উইকেট ভেঙে দেয়। এত উইকেট প্রাপ্তির মধ্যে শেষদিকটা নিজের জন্য রেখে দিয়েছিলেন নারায়ণ (১৪/২)। পরপর নিলেন জানসেন (১) ও সূর্যাংশকে। এদিন কেকেআরের হয়ে অভিষেক হয় আনরিচ নর্তজের। তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করলেও ব্যাটাররা ডুবিয়ে দিল কেকেআরকে।

*নারায়ণকে আউট করার পর মার্কো জানসেনকে অভিনন্দন ম্যাক্সওয়েলের।*

# ক্রিকেট আঁকড়ে বেঁচে থাকা এক ট্যাক্সিচালক

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**চণ্ডীগড়, ১৫ এপ্রিল :** 'এমনিই কালকা'-তে পৌঁছে দেব। কোনও টাকা লাগবে না।'

সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় ভদ্রলোক এসব বলছেন দেখে খানিকটা অবাকই লাগে। কেন বিনা পারিশ্রমিকে একজন ট্যাক্সিচালক হঠাৎ চণ্ডীগড় থেকে কালকা পৌঁছে দিতে চাইছেন? প্রশ্নটা করেই ফেলতে হল। যা শুনলাম তাতে অবাক না হলেও বুঝলাম, খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে নেই। সে চণ্ডীগড়ের অখ্যাত ক্রিকেটার-ট্যাক্সিচালকের ভালোবাসাই হোক কী মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের পাগলামি। রাজকুমার উত্তর দিলেন, 'ম্যাডামজি জুনুন হ্যায়। ক্রিকেট কো জিয়া হ্যায় ম্যায়নে। আপনারা ক্রিকেটের লোক। মানে আমার নিজের লোক। তাই আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না।' কৌতূহল বাড়ে, সঙ্গে প্রায় শুনসান চণ্ডীগড়ের রাস্তায় বাড়ে কথাও।

একটা সময়ে ক্রিকেট খেলতেন স্থানীয় ব্রহ্মা ক্লাবে। স্মৃতির পাতা হাতড়ে বলেছেন, 'আমাদের ক্লাবে একটা সময়ে যোগরাজ সিং কোচিং করাতেন। সেই সময় যুবরাজও আসত মাঝে মাঝে। ও তখন খুব ছোট। ঘুম থেকে উঠে আসতে চাইত না। যোগরাজ স্যর আমাদের পাঠাতেন ওকে নিয়ে আসতে। বলে দিতেন, আমি এখানে আছি এটা ওকে বলবে না। তাহলে যুবরাজ আসবে না।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে হয়, তাঁর সময়ে খেলা নামী ক্রিকেটার কে বা কারা? কাদের সঙ্গে খেলেছেন? এক মুহূর্তও সময় নেন না ভাবতে। উত্তর আসে, 'চেতন শর্মা। তখন আমরা বড় ম্যাচগুলো মূলত সেক্টর ১৬-এর মাঠে খেলতাম। কপিল দেবও আসতেন। তখন এই মুল্লানপুরের স্টেডিয়াম দূরের কথা, পিসিএ সবে তৈরি হচ্ছে।' বলতে থাকেন, 'ক্রিকেট খেলা আর ক্লাবকে এত ভালোবাসতাম, সেসময় নিজের কথাও ভাবিনি জানেন। কানাড়া ব্যাংকে চাকরি পেয়েছিলাম। খেলার জন্য অফিস ছাড়ত না বলে চাকরিই ছেড়ে দিলাম।'

কিন্তু সবার ভবিষ্যৎ মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো নাই হতে পারে। যে আবেগ দিয়ে তিনি ক্রিকেটকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন, ক্রিকেট তাঁকে সেই প্রতিদান দিল না বলেই আজ ক্যাব ড্রাইভার হয়ে রাতের অন্ধকারে এক সাংবাদিককে হোটেলে পৌঁছে দিতে হয় তাঁকে। ক্লাব বন্ধ হয়ে গেল আর্থিক সমস্যায়। হয়তো চেষ্টা ছিল, সেই প্রতিভা ছিল না। বা প্রতিভা ছিল, এগিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব ছিল। বিস্তারে সেসব বলার আগ্রহও হয়তো হারিয়েছেন। তবু ক্রিকেটকে পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। ভাইপো কার্তিককে ক্রিকেটার বানানোর চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টা সফল হলে হয়তো অনেক কষ্ট লাঘব হবে। হয়তো সেদিন সারাদিনই মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে ট্যাক্সি চড়িয়ে ঘোরাতে চাইবেন রাজকুমার।

## রাজদীপের ৩ উইকেট

উত্তরের খেলা

**আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল :** প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন, উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রোগ্রেসিভ কিডস কাপ অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১ রানে প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ডুয়ার্স ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। আইনস্টাইন নার্জিনারি ৩৪ রান করেন। প্রভাস মালাকার ১৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে প্লেয়ার্স ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৮ রানে থামে। সঙ্গীতা বাসফোর ৩৭ রান করেন। রাজদীপ সাহা ৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১২ রানে হারিয়েছে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। উদয়ন টসে জিতে ১৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৫ রান তোলে। আয়ুষ দেবনাথ ১৬ রান করে। শতদল চক্রবর্তী ৬ রানে পেয়েছে ২ উইকেট। জবাবে শিবশংকর ১৮ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৩ রানে আটকে যায়। সৌমজিৎ সাহা ১৯ রান করে।

# উৎসাহ-উদ্দীপনায় নববর্ষ পালন উত্তরের ময়দানে

নিউজ ব্যুরো

**১৫ এপ্রিল :** নতুন বছর, নতুন শপথ। বাংলা নববর্ষের প্রথমদিনটি উত্তরবঙ্গের ময়দান কাটাল উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে। সাফল্যের প্রার্থনায় মাঠপুজো-বারপুজো তো হলই, সঙ্গে ছিল পরস্পরকে মিষ্টিমুখ করানো আর দেদার আড্ডা। ফালাকাটা টাউন ক্লাব বার পুজোর আয়োজন করে। পরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ফালাকাটা টাউন ক্লাব কোচিং সেন্টার ৩-২ গোলে জটেশ্বর ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সকালে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে বার পুজো হয়। সংস্থার তরফে খেলোয়াড়দের হাতে নতুন জার্সি, ফুটবল সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস বলেছেন, 'পয়লা বৈশাখে প্রত্যেক বছরের মতো এবারও বার পুজো হয়। সংস্থার সকল খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন।'

কোচবিহার ফুটবল অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবিএন শীল কলেজের মাঠে বার পুজো করা হয়। ফুটবলার, কোচ ও অভিভাবকরা সেখানে অংশ নেন। সংস্থার সচিব সমীর ঘোষ জানিয়েছেন, পুজো উপলক্ষ্যে খুদে ফুটবলারদের জার্সি উপহার দেওয়া হয়। বার পুজো হয়েছে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠেও। সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা, অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক সহ অন্যান্যরা সেখানে অংশ নেন।

হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের মাঠে বারের পাশে কয়েকটি ফুটবল রেখে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে পুজো করেন পুরোহিত। পুজো শেষে আয়োজিত প্রীতি ম্যাচে ক্লাবের সিনিয়ার দল ২-০ গোলে জুনিয়ার দলকে হারিয়েছে। ক্লাবের ফুটবল দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন রুবেল মহম্মদ।

দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠে বার পুজোর আয়োজন করে দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্প। উপস্থিত ছিলেন বিডিও রেনজি লামো শেরপা, ক্যাম্পের সচিব হীরক রায়, সভাপতি বিপ্লবচন্দ্র রায়, ক্রীড়াপ্রেমী প্রশান্ত রায়, অর্ক ঘোষ, ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত প্রমুখ। প্রীতি ফুটবল ম্যাচে জুনিয়ার ছেলেরা ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় মহিলা দলকে। টোটন রায় গোল করেন। পরে আরও একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচে কোচিং ক্যাম্পের কর্মকর্তারা ৩-০ গোলে খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন প্রিয়তোষ অধিকারী, অরবিন্দ রায় ও অভিজিৎ রায়। সব শেষে খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসের সঙ্গে সহ জমকালো ফুটবল পুজোর আয়োজন করে শান্তিনগর ইউনিক ক্লাব। পুজো শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সাদার্ন সমিতি এবিপিসি জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রথম বর্ষের বার পুজো হল দেশবন্ধু স্কুল মাঠে। মঙ্গলবার এই অ্যাকাডেমির উত্তরবঙ্গের কো-অর্ডিনেটর ও ম্যানেজার সৌমিক মজুমদার বলেছেন, 'আমাদের অ্যাকাডেমির ১২ জন ফুটবলার আসন্ন কলকাতা ইয়ুথ লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছে। অ্যাকাডেমির আশা ভবিষ্যতে তাদের আরও অনেক খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছাবে। সেই প্রার্থনাই এদিন রাখা হয়েছে।'

*নববর্ষের সকালে ফালাকাটা টাউন ক্লাব মাঠে চলছে বারপুজো। ছবি : ভাস্কর শর্মা*

## জয়ী গ্যালাক্সি ওয়ারিয়র্স

*ম্যাচের সেরা সুব্রত সরকার। তুষার দেব*

**দেওয়ানহাট, ১৫ এপ্রিল :** ধুমপুর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে মঙ্গলবার গ্যালাক্সি ওয়ারিয়র্স ১০ রানে ব্ল্যাক প্যান্থার্স ওয়ারিয়র্সকে হারিয়েছে। প্রথমে গ্যালাক্সি ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৮ রান তোলে। প্রদীপ দত্ত ৩২ রান করেন। জবাবে প্যান্থার্স ১০৮ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা সুব্রত সরকার ২৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা পার্থজিৎ মাহাতো - কে 01.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81K 82319 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অল্প পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। ডিয়ার লটারি বয়স বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই অবিশ্বাস্য সুযোগটি নিয়ে এসেছে। আমি সকলকে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে কোটিপতি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354. For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. The finance scheme is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only. For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. ^^Terms and Conditions apply.

Authorized Dealers: Kolkata: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero - 9289922698, Malda: Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero - 9289923031, Raiganj: Shankar Hero - 9289922594, Siliguri: Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero - 9289922904, Alipurduar: Dutta Hero - 9289923146, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles - 7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works - 9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles - 7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre - 9733726677, Gazole: Mira Auto Centre - 9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works - 6297782171, Kaliachak: A K Wheels - 9733079141, Itahar: Deep Auto Centre - 9800630306, Dalkhola: A S Motors - 7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles - 9896216422.